একটী আকন্দ তুলার বালিশ প্রস্তুত করিয়া উহা ছেলের মাথায় দিবে, এইরূপ করিলে ছেলেদের ঘুংরি, কাশি, কর্ণরোগ, চক্ষে জলপড়া, বাতশ্লেষ্মা রোগ জন্মে না।

বালকদিগের উদরাময়াদি পীড়ায় গাধার দুগ্ধ উপকারী। উদরাময় থাকিলে অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দুগ্ধ খানকতক বেল শুঁঠ সহ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইবে। অজীর্ণ, দুদ্ তোলা থাকিলে দুগ্ধে ২।৪ ফোঁটা চুনের জল দিবে। এঁড়ে লাগায় পুষ্টিকর সহজ পাচ্য এবং অগ্নিকর আহার ব্যবস্থা করিবে। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মবাদিনী বেসাণ্ট।

আনি বেসাণ্ট ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী কোন স্থানে ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতামহ ইংরাজ হইলেও কর্ম্ম উপলক্ষে আয়র্লণ্ডে বাস করিতেন। এইস্থানে বেসাণ্টের পিতা জন্মগ্রহণ করেন, এবং অত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করেন। কিন্তু তিনি কখনও চিকিৎসা ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিছুকাল পরে, তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া কোন কর্ম্মোপলক্ষে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। বেসাণ্টের পিতা নাস্তিক এবং জননী ও ভগিনী ঘোর পৌত্তলিক ছিলেন। বেসাণ্ট বলেন, তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ পুরোহিত আহূত হয়, কিন্তু তদীয় মুমূর্ষু পিতা ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আদেশ দেন।

বেসাণ্টের পিতা ডাক্তার উড মরীস নাম্নী জনৈক আইরিস রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। বেসাণ্ট যখন শিশু, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বেসাণ্টের জননী একজন গুণবতী রমণী ছিলেন। বেসাণ্ট তাহার সুখ্যাতি করিয়া বলেন, "She was the tenderest, sweetest, proudest,and noblest woman I have ever known" ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ডাক্তার উডের মৃত্যু হইলে পর, বেসাণ্টের মাতা লণ্ডন সহর হইতে হারো নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানে মিসেস্ উড কয়েকটি ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইতেন, এবং তাহা হইতে যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইত। হারো স্কুলের হেড্‌মাষ্টার সদাশয় ডাক্তার বস্থান সাহেব, নানা প্রকারে এই বিপন্ন পরিবারের সহায়তা করেন। বেসাণ্ট বালিকা বয়সে বঙ্গবালিকার ন্যায় গৃহরুদ্ধা না থাকিয়া যথেচ্ছবিচরণ করিতেন। ইনি ক্রিকেট খেলাতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। গৃহসংশ্লিষ্ট উদ্যানে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষে অবলীলা ক্রমে আরোহণ

করিতেন। একটী বিশাল বিস্তৃত বৃক্ষ তাঁহার পাঠাগার ও বিশ্রামাগারের কার্য্য করিত। বেসান্ট বহুক্ষণ ধরিয়া সেই বৃক্ষ-শাখার বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। মিল-টনের "প্যারাডাইস্ লষ্ট্" বা স্বর্গচ্যুতি নামক গ্রন্থ পড়িতে তিনি অতিশয় ভাল-বাসিতেন। বেসান্ট বলেন, "এই প্যারা-ডাইস্ লষ্ট হইতে সয়তানের বক্তৃতা মুখস্থ করিয়া, সয়তান সাজিয়া, তাহার অভিনয় করিতাম।"

উপন্যাস-লেখক কাপ্তেন মেরিয়টের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। ইহাঁর শিক্ষিত ভগিনী মিস্ মেরিয়ট জনৈক সম্পত্তিশালিনী রমণী ছিলেন। ইহাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ইনি স্বয়ং শিক্ষাদান করিতেন। বেসান্টের জননীর সহিত মিস্ মেরিয়টের একদিন সাক্ষাৎ হয়। বেসান্ট তখন বালিকা। বেসান্টের আচরণ দেখিয়া মেরিয়ট যার পর নাই প্রীত হন। তিনি বেসান্টের জননীকে বলিলেন, আপনি যদি বেসান্টকে আমার বাটীতে লইয়া যাইতে দেন, তাহাহইলে আমি উহার শিক্ষার ভারগ্রহণ করিতে পারি। ইহাতে আপনার কিছু মাত্র অর্থ ব্যয় হইবে না। বাৎসল্যের বশীভূত হইয়া, দুহিতার ভবিষ্যৎ সমু-ন্নতির অন্তরায় হওয়া উচিত নয়, এই মনে করিয়া তিনি মিস্ মেরিয়টের প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। প্রেয়কে খর্ব্ব করিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করা, যুনানী মহিলাবর্গের এই এক চরিত্রের মহত্ব। বঙ্গমহিলাগণ এই মহত্ব হইতে অনে-কাংশে বঞ্চিতা।

মিস মেরিয়ট এক সুদৃশ্য পল্লীতে বাস করিতেন, বেসান্ট বৎসরের অধিকাংশ সময় এই স্থানে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। কেবল পর্ব্বোপলক্ষে এক একবার বাটী যাইতেন। মিস্ মেরি-য়ট নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। তিনি নানা উপায়ে দুঃখীর দুঃখমোচনে যত্নবতী ছিলেন। তিনি তাঁহার ছাত্রী-বর্গকে মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "স্বয়ং বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া যদি অপর পাঁচজনকে সেই বিদ্যা দান করিতে না পার, তবে সেরূপ বিদ্যাশিক্ষা করা না করা সমান।" লোক শিক্ষারূপ কঠোর ব্রত গ্রহণের যে উচ্চা-ভিলাষ, তাহার বীজ এই সময়ে মিস মেরিয়ট কর্ত্তৃক বেসান্টের হৃদয় ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছিল।

মিস্ মেরিয়ট তাঁহার ছাত্রীগণকে সর্ব্ব প্রকার অশ্লীল নৃত্যগীতে যোগ-দিতে বা থিয়েটারে যাইতে নিষেধ করিতেন। ছাত্রীগণও তাঁহার আদেশের অন্যথাচরণ করিত না। বেসান্ট ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষা শিক্ষার্থ মিস্ মেরিয়টের সহিত সাতমাস কাল প্যারী নগরীতে অবস্থান করেন। এই স্থানে বেসান্ট ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর দলভুক্তা হন। প্যারী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু ফরাসী ও জর্ম্মন ভাষার অনুশীলন পরি-ত্যাগ করিলেন না। এই সময় হইতে তিনি সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনাতেও প্রবৃত্তা হন।

হিন্দুসমাজের ন্যায় খৃষ্টীয় সমাজও নানা প্রকার সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে রোম্যান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্ট এই দুই সম্প্রদায় প্রধান। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় তেত্রিশ কোটি দেবতার উপাসক না হইলেও অনেকাংশে পৌত্তলিক। তাহারা ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী এবং পোপের শাসনাধীন। এই সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ যাবজ্জীবন বিবাহ করিতে পান না। শেষোক্ত সম্প্রদায় তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইঁহারা পৌত্তলিকতা অথবা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। আনি বেসান্ট সর্ব্বপ্রথমে কাথলিক খৃষ্টান ছিলেন। পরে এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হন। মিস মেরিয়টের নিকট অবস্থানকালে বেসান্ট কোন প্রকার নৃত্যগীত করিতে বা থিয়েটারে যাইতে পারিতেন না। যখন শিক্ষয়িত্রীর নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক বিলাসবাসনা বিশেষ বলবতী হইয়া উঠিল। এবার তাঁহার বহুকালের রুদ্ধ প্রবৃত্তি দ্বিগুণ বলে কার্য্য করিতে লাগিল। তিনি প্রাণ মন খুলিয়া নৃত্যগীতে যোগ দান করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার অঙ্গলাচনা ও প্রগল্‌ভতাতে দিন কাটিতে লাগিল।

এই সময়ে ইংলণ্ডীয় প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে "হাই চার্চ্চ" সম্প্রদায় নামক এক নূতন দলের অভ্যুত্থান হয়। সাময়িক প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদি দ্বারা এই নবদলের মত ও বিশ্বাস চারিদিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল। পরিত্যক্ত কাথলিক মত ও অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠবোধে তাহা পুনর্গ্রহণের জন্য এই দলের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল। বেসান্ট এই সাময়িক উত্তেজনার হাত এড়াইতে পারিলেন না, প্রোটেষ্টান্ট মত পরিত্যাগ করিয়া কাথলিক মতে দীক্ষিতা হইলেন। অন্তর্দৃষ্টি যে পরিমাণে ক্ষীণ হইল, বাহ্যাড়ম্বরের মাত্রাও সেই পরিমাণে বাড়িয়া গেল। বেসান্ট স্বহস্তে ভজনালয় পত্র পুষ্প ও চিত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। এই সময় হইতে বেসান্ট জননীর সহিত লণ্ডন সহরে বাস করিতে লাগিলেন।

মিশন চ্যাপল হাইচার্চ্চ সম্প্রদায়ের একটি ভজনালয়। রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক বেসান্ট এই মিশন চাপেলে আচার্য্য ও তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যের সহায়তা করিতেন। ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়েকটি উপাধি লাভ করেন এবং স্বীয় জীবিকার্জ্জনের জন্য লণ্ডনের অন্তঃপাতী ষ্টকওয়েল গ্রামে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। খ্যাতনামা উপন্যাসলেখক মিঃ ওয়ালটার বেসান্ট ইঁহার সহোদর। আনি বেসান্ট ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রেভাঃ ফ্রাঙ্ক বেসান্টের পাণিগ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য আনি ধর্ম্মার্থিনী হইয়া স্বতঃ এই শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক যুবককে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার

কিয়দ্দিন পরে মিঃ বেসান্ট ইংলণ্ডের পশ্চিমস্থ বেলটেনহাম নগরে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়া গমন করেন। আনি-পতির সঙ্গে তথায় গমন করিলেন। এই স্থানে অবস্থানেকালে আনি ফ্যামিলী হেরালড্ নামক মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন। ইহার দ্বারা তাঁহার কিছু কিছু আয় হইতে লাগিল। এই সময়ে ইনি "Lives of the Black Letter Saints" নামক এক খানি গ্রন্থ লিখেন। আর্থিক অভাব-নিবন্ধন আনি তাহা তৎকালে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সর্ব্বপ্রথমে আনি বেসান্ট একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। তাহা পাঠ করিলে জানা যায় ইনি তৎকালে হৃদয়ে রোমান কাথলিক মত পোষণ করিতেন এবং এই পুস্তিকায় আনি উপবাস-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের লর্ড চান্সেলার লর্ড হাথারলী মিসেস্ বেসান্টের পিতৃব্য ছিলেন। ইঁহার সহায়তায় আনির স্বামী লিঙ্কন-শায়ারের অন্তঃপাতী সিবসী নামক স্থানে বার্ষিক ৪৫০ পাউণ্ড বেতনে ধর্ম্মযাজকের পদে নিয়োজিত হন। ইতিমধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সারবত্তা সম্বন্ধে আনিবেসান্টের মন সন্দেহ দোলায় দোলিত হয়। এ পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্মের সপক্ষে ও বিপক্ষে যতগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আনি ক্রমে ২ তৎসমস্ত অধ্যয়ন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই পরিতৃপ্তা হইতে পারিলেন না। অবশেষে আনি ডাক্তার পুসীর পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বরানুরাগী পুসী বলিলেন, পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত সত্যাবধারণের আর প্রকৃষ্ট পথ নাই। আনি বেসান্ট তাঁহার পরামর্শ মতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপাসনাই সার ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে খৃষ্টীয় সমাজে এক মহা আন্দোলন সমুত্থিত হয়। মহাত্মা যীশুর মৃত্যু দিন স্মরণার্থ খৃষ্টীয় ভজনালয়ে এক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়। খৃষ্টানগণ সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে এইটীকে সর্ব্বপ্রধান ও অতি পবিত্র জ্ঞান করেন, ইহাকে ' Holy communion " বলে। সীবসী ভজনালয়ে যখন এই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছিল, আনি বেসান্ট তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে অনাস্থানিবন্ধন ব্রহ্মবাদিনী বেসান্ট ভজনালয় হইতে বাহির হইয়া আইসেন। তথায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে মনে করিলেন, শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন ইনি ভজনালয় পরিত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে বেসান্ট একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। তাহাতে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা বাহির হয়। বেসান্ট পুস্তকে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই। বহির্ভাগে কেবল "জনৈক ধর্ম্মযাজক-পত্নী কর্ত্তৃক" এই কথা কয়েকটি লিখিত ছিল। এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে খৃষ্টীয় সমাজে এক মহা হুলস্থুল পড়িয়া

যায়। খৃষ্টান, প্রচারকের পত্নী অখৃষ্টান! এই গুরু অপরাধ অমার্জ্জনীয়। হয় আনি পতির সহধর্ম্মিণী হউন, নয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করুন, এই বলিয়া খৃষ্টীয় সমাজ রেভারেণ্ড বেসাণ্টকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। যদি পত্নীকে পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে চাকরী যায়, ধর্ম্মযাজকের পদ হইতে অপসৃত হইতে হয়; আবার যদি স্বীয়পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাহা হইলে প্রিয়তমা পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ধর্ম্ম বিষয়ে মত ভেদ হইলেও আনি এক দিনও অন্য কোন প্রকারে পতির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। অবশেষে আনি স্বীয় বিবেকবাণীর অনুকরণ করা শ্রেয়ঃ জ্ঞানে দুঃখের সহিত প্রিয় পতির নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া জননীর নিকট আগমন করেন। রেভারেণ্ড বেসাণ্ট পত্নীর কথা একবারে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। আনিরসাংসারিক অভাব মোচনার্থ মাসে মাসে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। এদিকে বেসাণ্ট ধাত্রীর কার্য্য করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। লণ্ডন নগরে অবস্থান কালে তত্রত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা মনকিওর কনওয়ের (Moncure Conway) ধর্ম্মোপদেশ অভিনিবিষ্টচিত্তে নিয়মিত শ্রবণ করিতেন এবং তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে হৃদয়ের সহিত যোগদান করিতেন। এই সময় হইতে বেসাণ্ট বিশ বৎসর কাল খৃষ্টীয় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অপরাজিতচিত্তে সংগ্রাম করেন। খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দে একদিন "ন্যাশ্যান্যাল রিফরমার নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র আনি বেসাণ্টের হস্তগত হয়। এই সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া বেসাণ্ট স্থানীয় বিজ্ঞান মন্দিরে ব্রাডল সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণার্থ গমন করেন। যৌবনের প্রথমাবস্থায় জড়বাদী নাস্তিক বলিয়া ব্রাডলর একটা দুর্নাম শুনা যায়। কিন্তু ব্রাডলর শেষ জীবনী আলোচনা করিলে তাঁহার আস্তিক্য বুদ্ধির কতক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাডল এক বক্তৃতায় বলেন, (The Atheist does not say "There is no God," but he says I know not what you mean by God; I am without an idea of God "অর্থাৎ নাস্তিক একথা বলেন না যে ঈশ্বর নাই, কিন্তু এই কথাই বলেন যে "ঈশ্বর শব্দের অর্থ কি তাহা আমি জানি না। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার ধারণার অভাব"। অন্তিমকালে ব্রাডলর অন্তরে ভগবৎ প্রীতি সমুদিত হইয়াছিল কি না জানি না, তবে এ কথা সত্য যে তিনি যাবজ্জীবন

পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্যে দেহ মন প্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন। মহামতি ব্রাডলর আমাদিগের জাতীয় মহাসমিতির অন্যতম সহায় ছিলেন।

সেইদিন বিজ্ঞান মন্দিরে ব্রাডলর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বেসাণ্ট গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বেসাণ্ট উক্ত বাগ্মীর কূট বৈজ্ঞানিক তর্কজালে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে কিছুতেই তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে নানাপ্রকার সংশয় আসিয়া বেসাণ্টের কোমল মনকে বিজড়িত করিল। ইতঃপূর্ব্বে এক বিশেষ ঘটনা বেসাণ্টের আস্তিক্যবুদ্ধির স্রোতকে রুদ্ধ করিয়া দেয়। তাহা এইঃ—বেসাণ্টের একটি পুত্র ও একটি কন্যা। যখন কন্যার বয়স সাত মাস, তখন শিশুটী শ্বাসরোগে কষ্ট পায়। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কন্যাটার ক্লেশ দেখিয়া বেসাণ্ট তাহার জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার মনে এক প্রশ্নের উদয় হইল যে, ঈশ্বরকে শান্তিদাতা বলা যাইতে পারে কি না? তিনি যদি শান্তিদাতা হইতেন, তাহা হইলে আমার কন্যা এতদিনে আরোগ্যলাভ করিত। কিন্তু তাহা যখন হইতেছে না, তখন ঈশ্বর শান্তিদাতা নন। ইহা মিথ্যা কথা। অবশেষে বেসাণ্ট ক্রোধিত হইয়া বলিলেন, "How canst Thou torture a poor baby so? Why dost Thou not kill her at once and let her be at peace" তুমি কেন এই হতভাগ্য শিশুকে এরূপ কষ্ট দিতেছ? তুমি কেন এখনই ইহাকে মারিয়া ফেলিয়া ইহার সমস্ত ক্লেশের অবসান করিতেছ না? যাহাহউক অনেক কষ্টের পর কন্যাটী আরোগ্যলাভ করেন। কিন্তু এই সময় হইতে বেসাণ্ট ঈশ্বরের আরাধনা পরিত্যাগ করিলেন এবং পরে ব্রাডলর বক্তৃতাতে মুগ্ধ হইয়া নাস্তিকতা ও জড়বাদ গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালী কমিসনার।

ধন্য ধন্য আজ ধন্য বঙ্গবাসী
কি নব উৎসবে সবে মাতোয়ারা,
এমন সুদিন কবে হবে আর?
খুলে গেছে শত আনন্দ-ফোয়ারা।

ভারতের ভাগ্যে যে পদ-মর্য্যাদা
ঘটে নাই কভু, বাঙ্গালী সে পদ
পাইলেন আজ প্রতিভার গুণে
এ হ'তে কি আছে অতুল সম্পদ?

কি সুখ বারতা শুনিনু শ্রবণে।
স্বদেশের মান করিতে বর্দ্ধিত,
কে কবে পেয়েছে এহেন সম্মান?
কমিশনারীতে রমেশ বরিত।

বাঙ্গালী বলিয়ে তুচ্ছ করে যারা,
দেখুক চাহিয়া বাঙ্গালী রমেশে,—
মানসিক বলে কত বলীয়ান,
কতই যশস্বী স্বদেশে বিদেশে!

কার্য্যপটুতায় ইংরাজ সদৃশ,
সুধীর প্রবীণ অগাধ পণ্ডিত,
উৎসাহে উদ্যমে অদম্য অটল,
স্বাধীনপ্রকৃতি সর্ব্বত্র বিদিত।

দেশের কল্যাণে সঁপি দেহ মন
কে খাটিবে এত রক্ত করি জল?
এ হেন সুহৃদ কেবা আছে আর,
নিয়ত কামনা প্রজার মঙ্গল।

সাহিত্য সমাজে স্বনাম-বিখ্যাত
সুলেখক বলি সকলে আদরে,
উপন্যাস লিখে কতই সুনাম!
মাতৃভাষা ঋণী রমেশের করে।

শিক্ষা বিভাগেতে উচ্চ অধিকার
কে পেয়েছে এত তাহার মতন?
"ইতিহাসে তিনি 'অথরিটী 'আজ'
শত মুখে সবে করিছে কীর্ত্তন।

যেদিগেতে চাই সেই দিগে তাঁর
সমকক্ষ লোক দেখিতে না পাই,
উদার ইংরাজ গুণ-পক্ষপাতী,
গুণীর গৌরব করেছেন তাই।

দেও ধন্যবাদ 'সার ইলিয়াটে'—
বঙ্গবাসী সবে একান্ত হৃদয়ে,
সব দোষ ভুলে গাও তাঁর গুণ
একতানে আজ একপ্রাণ হয়ে।

লর্ড এল্‌গিনের শাসন সময়
বাঙ্গালীর কত বাড়িছে সম্মান,
চিরস্মরণীয় এল গিন নাম
হইল ভারতে,—তাই যশোগান

করিছে সকলে—ভারত সন্ততি।
সাধে কি ও নামে বিশকোটী প্রাণ
মাতিয়ে উল্লাসে—দিয়ে করতালি
কহিছে "এল্‌গিন—উদার প্রকৃতি।"

ধন্য ভিক্‌টোরিয়া—শাসন তোমার!
রাজা প্রজা আজ সকলি সমান,
নাহি পক্ষপাত—'ইংরেজ নেটিভে,
গুণ দেখে সবে করিছ সম্মান।

থাকো মা সুখেতে—দীর্ঘজীবী হয়ে,
প্রজাহিত-ব্রত পালো অনিবার,
'জয় ভিক্‌টোরিয়া' হোক জয়ধ্বনি
হিমালয় হ'তে কুমারিকা পার।

দেও উলুধ্বনি পুরনারীগণ—
সবে মিলি আজ দেশের সম্মানে,
কদলী পুতিয়ে ঘরের দুয়ারে
রাখো পূর্ণ কুম্ভ রমেশ-কল্যাণে।

নির্ব্বাণ-প্রদীপ জ্বলিছে আবার!
নিরাশা আঁধারে আশা চন্দ্রোদয়,
বিধির বিধানে সকলি সম্ভব,
ভারত-ভবিষ্য উজ্জলতাময়।

দৈববাণী যেন পশিয়াছে কাণে
চির দুঃখ নাই অদৃষ্টে কাহার,
"সুখ অন্তে দুঃখ, দুঃখ অন্তে সুখ"
মহা সত্য হ'ক ভারতে প্রচার।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় ফুটায়েছে আঁখি
অন্ধজনে এবে চিনিয়াছে পথ,
উন্নতি-শিখরে তাই অগ্রসর
হতেছে লঙ্ঘিয়ে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত।

কে রোধিবে গতি ?—উন্নতির স্রোত
বহিছে ভারতে তর তর বেগে,
পাষাণ চাপুক—কি হইবে তায় ?
বাধা পেলে স্রোত ধায় মহাবেগে।

কিছুতে এ বেগ থামিবার নয়।
ভাঙ্গাবে পাষাণ তৃণের সমান,
শত বরষের বাধা বিঘ্ন যত
কঠিন আঘাতে হবে তিরোধান।

ইংরেজ শাসন উন্নতির মূলে,
কায়মনে তারে কর আলিঙ্গন,
দুঃখের তিমির হবে অবসান
উদিবে আবার সৌভাগ্য-তপন।

এস্কুইমোজাতি।

উত্তর মহাসাগরের অন্তর্গত দ্বীপ সমূহে এস্কুইমো জাতির বাসস্থান। তবে গ্রীনলণ্ড দেশে ইহাদিগের সংখ্যা যত আধিক্য এত আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সমুদয় গ্রীনলণ্ডে ৫০০০ হাজার এস্কুইমো বাস করে।

এস্কুইমোগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি। ইহারা সাধারণতঃ ৫ ফুটের অধিক উন্নত হয় না। বিদেশীয় কোন জাতির সহিত এস্কুইমোদিগের ঘনিষ্টতা না থাকাতে ইহাদিগের ভাষা ও আচার ব্যবহার অদ্যাপি অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে বর্ত্তমান আছে। ইহাদেরমধ্যে সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত না হওয়াতে ইহারা আজিও প্রাচীন পরিচ্ছদাদির পরিবর্ত্তন করে নাই। ইহাদিগের পরিচ্ছদ শীল, বল্গা হরিণ কিম্বা তিমি মৎস্যের চর্ম্মে নির্ম্মিত সূচীর পরিবর্ত্তে পক্ষীর সূক্ষ্ম অস্থিতে এবং সূত্রের পরিবর্ত্তে বল্গা হরিণ, তিমি বা শীলের তন্তুতে ইহারা পরিচ্ছদের সেলাই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

গ্রীনলণ্ডের উত্তর প্রদেশীয় এস্কুইমোগণ তুষার-গৃহে বাস করে। কিন্তু উত্তর দ্বীপের দক্ষিণাংশবাসিগণ প্রস্তর কিম্বা কাষ্ঠনির্ম্মিত কুটীর বৃক্ষশাখা ও কর্দ্দমাদিতে আচ্ছাদিত করিয়া তাহাতে বাস করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে এস্কুইমো জাতি চর্ম্মনির্ম্মিত তাঁবুতে বাস করিতে ভাল বাসে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় বহুসংখ্যক এস্কুইমো পরিবার অল্পস্থানের মধ্যে বাস ও আহার বিহারাদি করিয়া থাকে।

উত্তর মেরুপ্রদেশে যে সকল জন্তু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই

এস্কুইমো জাতির ভোজ্য। কিন্তু বৎসরের কয়েক মাস শীল ও সিন্ধুঘোটক ইহাদিগের প্রধান খাদ্য। অপরিণামদর্শিতা অনেক সময় এস্কুইমোদিগের অসঙ্গতির কারণ। কাপ্তেন পারী বলেন, খাদ্যাভাবে এসকুমো পরিচ্ছদ চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে ইহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

এস্কুইমো জাতির সন্তান সন্ততিগণ যতদিন না ২।৩ বৎসরবয়স্ক হইয়া স্ব স্ব শরীর রক্ষার জন্য অন্যান্য ব্যক্তিদিগের অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে, ততদিন জননীগণ তাহাদিগকে অতি যত্নের সহিত সর্ব্বদা পশম পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকেন। অতি বালককাল হইতেই এস্কুইমোগণ তীর ও ধনুক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য প্রস্তর খণ্ড কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর প্রতি ছুড়িবার প্রথা এজাতীয় বালকদিগের মধ্যে বড়ই প্রচলিত। বালকগণ যাহাতে নৌকা-চালন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইতে পারে, তজ্জন্য পিতা পুত্রকে দশম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে এক খানি নৌকা প্রদান করিয়া থাকেন। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে পুত্র পিতার সহিত শীল ধরিতে গমন করে। প্রথম ধৃত শীল বন্ধুবান্ধবে একত্রিত হইয়া অতি আনন্দের সহিত ভোজন করিয়া থাকে।

চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকাগণ শেলাই, রন্ধন ও চর্ম্ম প্রস্তুত করণ প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীগণ গৃহনির্ম্মাণ ও নৌকা চালন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী দেখা যায়।

পুরুষেরা পশু ও মৎস্য শিকারের সমুদয় অস্ত্র এবং বোটনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণ বোটসকল চর্ম্মাবৃত করে। কোন শীল মৎস্য ধৃত করিয়া তীরে আনীত হইলে এস্কুইমো রমণীগণ উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া রন্ধন করে এবং বস্ত্র পাদুকা ও অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মাণোপযোগী অংশ সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া তাহাতে যথোপযুক্ত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করে।

সূচিকার পরিবর্ত্তে রমণীগণ সূক্ষ্মধার অস্থি ব্যবহার করিয়া থাকে। অস্ত্রের মধ্যে গোলাকৃতি এক প্রকার ছুরিকার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন স্ত্রীলোকগণ পিতা মাতার নিকট প্রতিপালিত হয়, ততদিন তাহারা সৌভাগ্য ভোগ করে। কিন্তু বিংশ বৎসরের পর হইতে ইহাদিগের জীবন বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়ে।

গ্রীনলণ্ডে পণ্য দ্রব্য অতি অল্পই আছে। প্রস্তরনির্ম্মিত রন্ধন পাত্র, তীর ধনু ও অন্যান্য শিকারোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ব্যতীত এখানে অন্য কোন পণ্য দ্রব্য নাই। দক্ষিণ গ্রীনলণ্ডে ভাসমান কাষ্ঠ সকল দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল কাষ্ঠ এতদ্দেশীয় লোকদিগের পণ্যের

সংখ্যা বৃদ্ধি করে। দক্ষিণাঞ্চলবাসীরা ঐ সকল কাষ্ঠে নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহার বিনিময়ে অস্থি, তিমি-তন্তু এবং সিন্ধুঘোটকের মাংস গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা সচরাচর বরফের উপর চলিতে সক্ষম। চক্রহীন শকট অথবা জলযানে পণ্য দ্রব্য লইয়া সপরিবারে বাণিজ্যার্থে বহির্গত হয়। এস্‌কুইমো জাতি ভ্রমণ করিতে এত ভাল বাসে যে কোন প্রয়োজন থাকিলেও তাহারা স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহারা প্রায়ই একবর্ষ বা ততোধিক কাল বিদেশে অতিবাহিত করে। জল ও স্থল উভয়ই ইহাদিগের সমান ব্যবহার্য্য।

স্বদেশীয়দিগের দ্রব্যাদি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা ইহারা বড়ই ঘৃণাকর বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত প্রতারণা বা তাহাদিগের দ্রব্যাদি অপহরণ করিতে পারিলে বড়ই প্রীত হইয়া থাকে। স্বর্ণ এস্‌কুইমোদিগের নিকট টিন বা পিতল অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয় না। লৌহ যেরূপই হউক না কেন ইহারা অতি যত্নের সহিত গ্রহণ করে।

এস্‌কুইমোগণ উৎসবাদিতে বড় অমনোযোগী নহে। তাহারা পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বরফের উপর বলের ক্রীড়া করিতে বড়ই ভাল বাসে। বালক-গণ অস্থি লইয়া বরফের উপর অতি আনন্দের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে।

এস্‌কুইমো জাতির প্রধান উৎসবের নাম সূর্য্যোৎসব। ২১শে ডিসেম্বর যখন এখানে দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা অল্পকাল-ব্যাপী হয়, সেই সময় সূর্য্যের পুনর্দ্দর্শন পাইবার জন্য ইহারা এই উৎসব করে। সমস্ত গ্রীনলণ্ডে এই দিনে আনন্দ উৎসব হয়, ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধব পরস্পরে একত্রিত হইয়া প্রীতি ভোজ, অভিনয় ও সঙ্গীতাদি করিয়া থাকে।

এস্‌কুইমোদিগের বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে কাষ্ঠ বা অস্থিনির্ম্মিত এক প্রকার ঢক্ক দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ঢক্ক হরিণ চর্ম্ম বা তিমি মৎস্যের জিহ্বা ত্বক্‌ দিয়া আচ্ছাদিত। বাদ্য করিবা সময় এসকুইমোগণ সঙ্গীদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান হয় এবং প্রত্যেকবার ঘা আঘাত করিবার সময় নানা প্রকা অঙ্গভঙ্গি করিয়া এক এক বার লম্ফ দিয়া উঠে। ইহারা শীল মৎস্য শিকার সুন্দর ঋতু আগমনসূচক গীত গা করিয়া থাকে।

এসকুইমোদিগের কোনও রাজা নাই সুতরাং রাজনৈতিক কোন নিয়মের অধীন হইয়া চলিবার প্রয়োজন হয় না কতকগুলি চির প্রচলিত আচার পদ্ধতি অনুবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে চলিতে হ মাত্র। এস্‌কুইমোদিগের মধ্যে নি লিখিত পদ্ধতি সকল প্রচলিত আছে

(১) যে কোন ব্যক্তি শিকারে প্রবৃ হইতে পারে।

(২) আবাস গৃহের নিকটেই হউক বা দূরেই হউক যে কোন ব্যক্তি কোন ভাসমান কাষ্ঠ দেখিতে পাইয়া তাহার উপর এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপন করিলেই উহা তাহারই নিজস্ব হইল।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন শীল মৎস্যের উপর বর্শা নিক্ষেপ করিয়াও উহা সংহার করিতে সক্ষম না হয়, আর অন্য কোন ব্যক্তি উহা সংহার করে, তাহাহইলে উক্ত শীল মৎস্য প্রথম আক্রমণকারীর সম্পত্তি হইল।

(৪) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া কোন প্রাণী সংহার করিলে উহা সকলেই সমভাগে বণ্টন করিয়া লইবে।

(৫) অনেকে একত্রিত হইয়া যদি কোন শীল শিকার করে, তাহা হইলে যাহার তীর উক্ত প্রাণীর হৃদয় বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানে বিদ্ধ হইবে, সেই উহা গ্রহণ করিয়া সহযোগিগণকে ইচ্ছানুসারে কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিবে।

এস্কুইমোগণ কার্য্যোপযোগী উপাদানের ও শিক্ষার অভাব সত্বেও যেরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ইহারা চিরপ্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া কোন দ্রব্যের গঠন প্রণালীর উন্নতি করিতে মনোযোগী হয় না। ইহাদিগের গৃহ অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত হয়। উহাতে তাপ ও আলোক সমাগমের বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করে। গৃহ অপেক্ষা নৌকা নির্ম্মাণে ইহারা আরও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। অনেকে বলেন, সভ্যসমাজ চেষ্টা করিলে গ্রীনলণ্ডবাসীর অপেক্ষা সুন্দরতর কেয়াক(Kayak)নৌকা প্রস্তুত করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। উক্ত নৌকা দেখিতে আমাদিগের দেশের সালতির ন্যায় এবং দৈর্ঘ্যে ৮ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। তবে সালতির ন্যায় ইহার প্রস্থ সর্ব্বত্র একরূপ নহে। ইহার মধ্যস্থল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত মধ্যস্থল হইতে ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া দুইধারে সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় এক এক খানি কেয়াক এক দিন ৬০।৭০ মাইল গমন করিতে সক্ষম হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রতিবাসী।

১

কারে বলি প্রতিবাসী,
যারে আমি ভাল বাসি;
যে আমারে ভাল বাসে,
সুখে হাসে দুখে গলে।
যার কাছে সব খোলা,
যার কাছে সব বলা;
নাহিক কিছুই ছাপা,
যে আমারে সব বলে॥

২

যথা এক পরিবারে,
অন্ন বস্ত্র ভাগ করে ;
প্রতিবাসী—পরিবার,
সুখ দুখ করে ভাগ।
আপনার ভাব সবে,
তারাও আপন হবে,
নাহিক অভিন্ন কিছু,
অনুরাগে অনুরাগ॥

৩

ভাইরে এসেছি ভবে,
ভাব ফের যেতে হ'বে ;
বাহির হয়েছি মোরা
ভব তীর্থ দরশনে।
এক সঙ্গে থাই দাই,
এক সঙ্গে মিলি যাই ;
একত্রে ধরিত্রী কোলে
শুইব অমিল কেনে ?

৪

কেন বোন রাগ কর,
জ্বালাও ও জ্বলে মর ;
তুমি রাঁধ, এনে দিই
যা'পাই ভবের হাটে।
সুখেতে দুঃখের ভাত,
খাই এস পাতি পাত ;
বিরমিব সেথো সাথে
সরাইয়ে রাত কেটে॥

৫

খোঁড়া-মাথে ভারী বোঝা ;
যেতে নারে হয়ে সোজা ;
এই তো মোদের দশা,
তায় যাব বহু দূর।
না ফেলি চোকের জল,
ছাড়িবে সঙ্গীর দল ;
সম্বল করিয়া ধর্ম্ম,
চল ত্বরা পুণ্য-পুর।

৬

অতএব মিলে চল,
সবিনয় বাক্য বল ;
রুষ্ট ভাষে কারো মনে,
দিওনা দিওনা ব্যথা।
কারেও ভেবনা পর,
প্রতিবাসী সহোদর ;
তুমিও তাদের জেন,
নাহিক তার অন্যথা॥

৭

স্বার্থপর হয়ে পর
ভাব, কিন্তু অতঃপর
বুঝিবে কেহই নাই
প্রতিবাসী ধরাতলে !
কত কাল ভ্রমে পড়ি,
বেড়াইব মিছে ঘুরি ;
আত্ম পর মিছে বাছা,
মুক্তি এই যুক্তি বলে॥

৮

এক পিতা সবাকার,
নাহি ভিন্ন কিছু কার,
যাহে বাঁচি * আছে তাহা
সবাকার সমভাবে।
কারো মন্দ কারো ভাল,
নাহি হ'বে কোন কাল ;
সবারে আপন বল,
সুখে দিন চলে যাবে।

শ্রীন।

* যথা বায়ু, জল, আলোক।

যথার্থ প্রভুত্ব কি?

আজ কাল প্রভুত্ব লইয়া সকলেই ব্যস্ত, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতার প্রভুত্বে অসুখী, কনিষ্ঠ ভ্রাতারা এখন আর ভরত, লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতির ন্যায় জ্যেষ্ঠের প্রভুত্বে সুখী নহেন, বধূ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর প্রভুত্ব গ্রাহ্য করেন না, পত্নী স্বামীর প্রভুত্ব মানেন না—সকলেই স্ব স্ব প্রভুত্ব রক্ষা করিবার জন্য লালায়িত। বিশেষতঃ অন্তঃপুরবাসিনী সংসারানভিজ্ঞা বধূগণ প্রভুর উপর প্রভু হইয়া, পরিবারে কেমন একটা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া সুখের সংসারকেও বিষময় করিয়া তুলেন। ইঁহারা নিয়ত স্বার্থ ও বিলাসিতার পূজা করিয়া মনে ভাবেন যে আমি প্রভু, কিন্তু ভাবেন না যে "তা বড় প্রভুরও প্রভু" আছেন, তিনি জগৎ-প্রভু। যদি এই অন্তঃপুর প্রভুগণ যথার্থ প্রভুত্ব করিতে জানিতেন তাহা হইলে সংসার বড়ই সুখের হইত; কিন্তু তাঁহাদের প্রভুত্ব কেবল "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।" তাঁহাদের প্রভুত্ব অনাথা মাতা, ননন্দা, নিরীহস্বভাব দাস দাসী এবং পত্নীব্রত বেচারা পতিকে পীড়ন করিবার ও লাঞ্ছনা দিবার জন্য। শাস্ত্রে দমন ও পালনের দুইটী কথা আছে (অবশ্যই রাজা বা প্রভুদিগের পক্ষে)। এই অন্তঃপুর সম্রাজ্ঞীগণ অন্যান্য প্রভুধর্ম্মগুলি পালন করুন্ আর নাই করুন্, কিন্তু দমন, পালন দুটী তাঁহারা রক্ষা করিয়া থাকেন। তবে কিনা পুরাণের পুরাণত্ব আর এই সভ্যতার দিনে ভাল লাগে না, তাই নূতনত্বের আবশ্যক বলিয়া তাঁহারা "দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালনের" স্থলে শিষ্টদমন ও দুষ্টপালন করিয়া থাকেন। এই প্রভুগণের শাসনদণ্ড প্রায় দুইটি পরিবারে চলিয়া থাকে, তন্মধ্যে শ্বশুর পরিবারে দমন আর পিতৃপরিবারে পালন প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। (যে অন্তঃপুরবাসিনীগণ এইরূপ প্রভুত্বের পক্ষপাতিনী নহেন, তাঁহাদের জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে।) আর যাঁহাদের উপার্জ্জনে অন্তঃপুর প্রভুগণের প্রভুত্ব, সেই সব পত্নীব্রত পতিগণের ক্ষমতা যখন পত্নীকর্তৃক পরিচালিত, তখন তাঁহাদের জানিবার আবশ্যকতা নাই যে শ্বশুর সম্বন্ধী ব্যতীত ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আরও কতকগুলি পরিবার তাঁহাদের পোষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং যাঁহারা প্রভু, তাঁহাদের নিকট বক্তব্য এই যে যাহারা নিরাশ্রয় হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সম্মান হরণ দ্বারা উৎপীড়ন করিলে তোমার প্রভুত্বের প্রভা বৃদ্ধি হইবে না। যদি নিজের একটুকুও স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে, তবে তোমার প্রভুত্বের ফল কি? অন্যকে সুখী করার জন্য ত্যাগস্বীকার করিয়া সুখী হওয়া, অন্যের জীবন রক্ষা করিবার জন্য নিজ

জীবন দিতে প্রস্তুত হওয়া প্রভুভক্তের ভিত্তি, কেবল আদেশ ও পীড়ন করিলে প্রচুর কার্য্য হয় না। যাহাহউক এই অন্তঃপুর প্রভুগণের জন্য তাঁহাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভগিনী একটী ক্ষুদ্র উপহার সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের করে অর্পণ করিল।

কোনও সময় ক্যাম্পাডাউনে ডচ্ ও ইংরেজে একটী যুদ্ধ সংঘটন হয়। উভয় পক্ষে বহুক্ষণ ধরিয়া সিংহবিক্রমে যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং বহুতর লোক হত ও আহত হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী ইংরেজের হস্তগত হইল। ডচ্‌দিগের অনেকগুলি জাহাজ ইংরেজাধিকৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ডেল্‌ফট্ নামক একখানি জাহাজ ভগ্নপ্রায় হইয়াছে দেখিয়া ইংরেজগণ ৫ দিন কাল ধরিয়া উহা রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু ঐ জাহাজ রক্ষা হইল না দেখিয়া উহার আশা পরিত্যাগ করিলেন। যদিও উহার আশা পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য ভুলিলেন না। তাঁহারা ডচ্ সেনাপতির জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ জাহাজে ডচ্ সেনাপতি হিউবর্গ অনেকগুলি আহত ও পীড়িত সৈন্যের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণের অবস্থা তখন এমত শোচনীয় যে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা বা নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তাহাদের সহিত জলমগ্ন হইবার জন্য হিউবর্গ প্রতিমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু এখন ইংরেজ সেনাপতির প্রস্তাবে ডচ্ সেনাপতি বলিলেন, "আমি কি আমার অধীনস্থ স্বদেশবাসিগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের জীবন লইয়া পলাইব? না,না, যে সকল সাহসিক সঙ্গী স্বদেশের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি কখনও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না, তাহা অপেক্ষা সহস্রবার মৃত্যুকে শ্রেয়ঃজ্ঞান করি।" হিউবর্গের এই মহদুত্তরে ইংরেজ সেনাপতির মন বিগলিত হইল, তিনি ডচ্ সেনাপতিকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন "ঈশ্বর আপনাকে অনুগ্রহ করুন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার সহিত ইহাদের রক্ষার্থ সাহায্য করিব।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার লোকদিগকে রসেল নামা জাহাজ পরিত্যাগ করিতে বলিলেন এবং ডচ্‌দিগের সাহায্যে নিজে ডেল্‌ফট জাহাজে থাকিয়া রসেল জাহাজ হইতে বোট আনয়ন করিলেন। সেই বোটে যতগুলি লোক ধরে, ততগুলি করিয়া লোক দুইবার রসেল জাহাজে রাখিয়া আসিল, তৃতীয়বার ডেল্‌ফটের নিকট বোট না পৌঁছিতেই হঠাৎ ডেল্‌ফট্ জলমগ্ন হইল। ডেল্‌ফটে ইংরেজ সেনাপতি, হিউবর্গ, তিনজন পদস্থ ডচ্ ও ৩০ জন নাবিক ছিলেন। এই ঘটনায় ইংরেজ সেনাপতি লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক জলে পড়িয়া সন্তরণদ্বারা জীবন রক্ষা করিলেন, কিন্তু মহাত্মা হিউবর্গ তাঁহার প্রিয় ডচ্‌গণের সহিত চিরকালের তরে জলমগ্ন হইলেন।

হিউবর্গ! তুমি ধন্য, ধন্য তোমার প্রভুত্ব! তোমার অধীনস্থগণও ধন্য, যাহারা তোমার ন্যায় প্রভুকে ভক্তি করিয়াছে— তোমার মত প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছে!

"জাতিদ্রব্যবলানাঞ্চ সাম্যমেবাং ময়া সহ।
মৎপ্রভুত্বফলং ব্রূহি কদা কিং তদ্ভবিষ্যতি।"

সেনাপতি হিউবর্গ! তুমি যথার্থ এই মহাবাক্যের সার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ!

কু, রা।

মহারাণীর ৭৫ জন্মোৎসব।



আয় ভাই, সবে মিলি,
হয়ে একমন-প্রাণ,
গভীর আরাবে করি,
রাণী মা'র যশোগান।
রমণী-ললাম মাতা,
রূপে রমা, গুণে বাণী;
ভারতে ভারতেশ্বরী,
বিলাতে ব্রিটিশ-রাণী।
সাগর-সম্ভবা মাতা,
কমলা-রূপিণী যাই,
প্রতিভাত দেব-জ্যোতিঃ,
শ্রীমুখ-মণ্ডলে তাই।
বিলাত সরোজ-রূপে,
ভাসিছে জলধি-জলে;
সরোজ-বাসিনী মাতা,
ভাসেন সে শতদলে।
মরতে স্থাপিলা মাতা,
ত্রিদিবের জয়-কেতু,
দুষ্টের দলন, আর
শিষ্টের পালন হেতু।
আমরা ভারতে রই,
হিমগিরি-পাদ মূলে;
রাণী মা বিলাতে রন,
সুদূর সাগর-কূলে।
সন্তান আমরা তাই,
বহু পথ দূরে রই;
জননীর স্নেহ-গুণে,
দূরে থেকে দূরে নই।
আকাশের রবি শশী,
যদিও সুদূরে রয়;

তাদেরি আলোকে এই
ভূলোক আলোকময়।
শুনেছি যে ত্রেতাযুগে,
লঙ্কেশ পাশব বলে
বেঁধেছিল নাগপাশে,
বাসবাদি দেবদলে।
জননীর গুণে বাঁধা,
আজি সেই দেবগণ,
কলিতে পার্থিব ব্রত
করিছেন উদ্‌যাপন!
সংযমি কুলিশ-তেজ,
পরিহরি দেব-কাজ,
তারেতে তাড়িত বার্ত্তা,
সঞ্চালেন দেবরাজ।
চালান বরুণ বহ্নি,
বাস্পরূপে অবতরি,
ভূমিতে পুষ্পক রথ,
অকূলে অর্ণব তরি।
নিদ্রা বিতন্দ্র ভানু,
ভ্রমিছেন রক্ষি-বেশে,
রাণী মা'র পদাশ্রিত,
ভূভাগের ঊর্দ্ধদেশে।

মানুষ তো মানুষ সে,
বশীভূত দেবগণ,
সে হেন মায়ের ছেলে,
নহি মোরা সাধারণ।
মায়ের কোলেতে আছি,
মায়ের জয়েতে জয়;
শশি-কোলে মৃগ-শিশু,
নিষাদে কি করে ভয়?
মাভৈঃ ভারতবাসী!
কেন তবে ম্রিয়মান?
জননীর ভাগ্যবলে,
আমরাও বলীয়ান।
অচলে ভূতলে জলে,
যেথানে যখন যাই,
জননীর জয়ডঙ্কা,
সেথানে শুনিতে পাই।
দক্ষিণে গাহিছে সিন্ধু
জয় রাণীমা'র জয়!
গাও তবে সবে মিলি,
হয়ে এক-মন-প্রাণ
জলদ গম্ভীর রবে,
জননীর যশোগান।

শ্রীরাজভক্ত বিরচিত।

বীরবালা।

যখন সিকাগোর মহামেলা হয়, তখন একদা ৭০০ শত যাত্রী লইয়া একাখানা রেলগাড়ী দ্রুতবেগে সিকাগো অভিমুখে যাইতেছিল। জেনি কেরি নাম্নী দশম বর্ষীয়া এক বালিকা জানিত, রেলগাড়ী যে সেতু পার হইয়া যাইবে, তাহা আগুন লাগিয়া কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ধ্বংস হইয়াছে। রেলগাড়ীর চালক তাহা জানিত না। বালিকার পরিধানে একখানা লালরঙ্গের বস্ত্র ছিল, সে সেই বস্ত্র খুলিয়া হাতে লইল এবং তাহা ঘুরাইয়া গাড়ী থামাইতে সঙ্কেত করিল। চালক অতি ক্রোধে সহিত পথিমধ্যে গাড়ী থামাইল, কি যখন অবগত হইল বালিকা কি মহ কার্য্য করিয়াছে, তখন চালক ও শত শ যাত্রী সমকণ্ঠে তাহার নামে জয়ধ্ব করিয়া উঠিল। অনেকগুলি ফরাশী যাত্রী এই গাড়ীতে ছিলেন, তাঁহারা স্বদে ফিরিয়া গিয়া ফরাসী সাধারণতন্ত্রে সভাপতিকে বলিয়া বালিকাকে এ সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছে

সঞ্জীবনী।

স্বর-সাধন প্রণালী।

(৩৫৩ সংখ্যা ৪৯ পৃষ্ঠার পর)

আলেয়া—মধ্যমান।
(রামমোহন রায় কৃত গীত।
নবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।)

+। । । । +। । । ।
সা ম প প ধ ধনি ধ প
ম- নে- ক- র ম- নে- ক- র-
১মবার ২য়বার

৩। । । । ০।
মপ গম গ গম গম গঋ
নে- ষের নে

। । । ১। । । ।
ঋ গ ম প গঋ গঋ সা
দি- ন ভ- স্থং- ক- র,

। । । । ৩। । । ।
া সা মগ গ প প ধ ধনিধপধ
ম- স্তে বা- ক্য ক-রে কি- ক্ক,

। ৮ । ৮ । ১। ।
া' সা' ঋ সা' সা. সা' নি ধ নি সা
ভু- মি র- বে নি- ক্ক-

। । +। । ।
নি ধ প ম প প প সা'
র। যার প্র-

। ৩। । । । ০। । । । ১।
া: সা' সা' সা.' সা' ধ ধ সা' সা' সা'
ত য- ত মা- য়া, কি- বা পু- ত্র কি-

। ।
' সা' গ' ঋ সা' সা' নি ধ নি ধ প
জা- য়া.

। । । ৮ ৩৮ ৮ ।
। প মগ ম প প ধ
-র মু- খ চে- য়ে ত-

। ০। । । । ।
নি ধপধ সা সা ঋ সা'
হ- ই- বে কা

১। । । ।
সা' নি ধ নি সা' নি ধ প ম প
ত- র।

+। । । । । । ৩।
প প ধ নি ধ প ধ ধ সা' নি ঋ' সা'
গৃ- হে হায় হায়

। । ০। । । । । । ।
সা' সা' ধ ধ সা' সা' সা' ঋসা'গঋ
শ- ক্ক স- মু- খে স্ব- জ- ন

। । +। । ।
সা' সা' নি ধনি ধপ প প মগ
স্ত ব্ধ, না ড়ী ক্ষী

। ৩। । । । ০। । । ।
ম প প ধনি ধপধ সা' সা' ঋ' সা'
ণ, দৃ ষ্টি হীন, হি- ম ক- লে

১। । ।
সা' নি ধনি সা' নি ধ প ম প
ব- র।

+। । । । ৩। । ।
প প ধ নি সা' ঋ সা' সা' সা' সা'
অ- ত- এব সা- ন ব- ধা-

। ০। । । । ১। ।
সা' ধ ধ সা' সা' সা' সা' ঋ গঋ
ন, ত্য জ দ- স্ত অ- ভি-

। । +। । ।
সা' সা' নি ধ নি ধ প প প মগ
মা- ন, বৈ- রা- গ্য

। ৩। । । । । ০। । ।
ম প প ঋনি ধপধ সা' সা' ঋ
অ- ভ্যা- স কর, স- ত্যে- তে

। ১। । । ।
সা' সা' নি ধ নি সা' নি ধ প ম প
নি- ভ- র।

স্বর সাধন প্রণালীতে যে গীত গুলির স্বরলিপি প্রদত্ত হইতেছে, সে গুলি হারমোনিয়ম, পিয়ানোফুট, ক্লারিয়নেট প্রভৃতি ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রে এবং এসরাজ, সেতার, বেহালা সারঙ্গ ও বংশী প্রভৃতি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রে বাজাইতে পারা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। মহারাণী বিক্টোরিয়ার পৌত্রবধূ গত ২৩এ জুন একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। ইনিই ভারতের ভাবী সম্রাট্। জগদীশ্বর ইঁহাকে কুশলে রাখুন্।

২। গ্রীশদেশের ভূমিকম্পে দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগের জন্য কলিকাতাতেও চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে।

৩। ইউরোপের অধিকাংশ বিবাহ জুন মাসে হইয়া থাকে। এদেশে বৈশাখই প্রশস্ত।

৪। নরোয়েদেশে যাহাদের টিকা দেওয়া হয় নাই, তাহাদের ভোট দিবার অধিকার নাই।

৫। বহরমপুরের জলের কল প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ী সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিবেন।

৬। বিলাতে ১০ লক্ষ লোক কোনও ধর্ম্মের ধার ধরেন না, অথচ বিলাত সভ্যতম দেশ!

৭। জাপানে সের ও মণ দরে পোষাক-বিক্রয় হয়। যে পোষাক যত ভারী, তাহার দামও তত বেশী।

৮। বিলাতের কমন্স সভার সভ্য শ্রেণীতে ১০ জন সংবাদপত্র সম্পাদক, ৬ জন প্রিন্টার, ৪ জন দরজি, ৩ জন ষ্টেসনার, ২ জন কসাই, ৩ জন হোটেলওয়ালা, ৬ জন কৃষক, ১ জন কয়লার সওদাগর এবং ১ জন গাড়ীওয়ালা আছেন।

৯। এক অদ্ভুত পরিবার আবিষ্কৃত হইয়াছে ও সেই পরিবারের কর্ত্তা পুরস্কার পাইয়াছেন। কর্ত্তা মরিসন, উচ্চে ৪হস্ত দেড় অঙ্গুলি, ওজনে ২ মন ২৫ সের। গৃহিণী উচ্চে অবিকল কর্ত্তার মত, কেবল ওজনে বেশী-৩ মণ ১৩ সের। বড় ছেলে টমাস উচ্চে ৪ হাত সাড়ে চারি অঙ্গুলি, ওজনে ৩ মণ ২৩ সের। মধ্যম পুত্র জেম্‌স উচ্চে ৪ হাত ছয় অঙ্গুলি, ওজনে ২ মণ আড়াই সের। তৃতীয় পুত্র জন উচ্চে প্রায় ৫হস্ত, ওজনে ৩ মণ ৩৩ সের। আর সকলের ছোট মেয়েটীর বয়স ১৪ বৎসর, উচ্চে সওয়া চারি হাত।

১০। সম্প্রতি কাশ্মীরের রাজমাতার মৃত্যু হইয়াছে।

১১। ফ্রান্সের সভাপতি কার্ণোকে এক দুর্বৃত্ত হত্যা করিয়াছে।

১২। পৃথিবীতে পূর্ব্বে যত মাংসের প্রয়োজন হইত, এখন শতকরা তাহার ৫৭ গুণ বাড়িয়াছে।

১৩। সমস্ত পৃথিবীতে যত ধন আছে, ইংলণ্ডের এক হাজার ব্যক্তি তাহার অর্দ্ধেকের অধিকারী।

১৪। মান্দ্রাজের টাউনহলে স্থাপিত মহারাণীর মূর্ত্তি এক বৈষ্ণব চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া পূজা করিয়াছে। ধন্য রাজভক্তি!

১৫। মৃত-পত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করিবার বিলখানি লর্ড হাউসে পাস হইল না।

১৬। মার্কিনের নিউগ্রানেডায় এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার ত্বকের রসে

ভাল কালি তৈয়ার হয়। এই কালি প্রথমে দেখিতে অল্প আলাভ,কিছুক্ষণ পরে কিন্তু ঘোর কাল হইয়া দাঁড়ায়। তৈয়ারি কালির লেখা অন্য দ্রব্যগুণে নষ্ট বা ফেঁকাসে হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই রসের কালি সেরূপ হয় না।

বামারচনা।

বিদেশে।

আমায় মেঘের ছায়া—ঘন আঁধারে,
এসেছি এ কোন্ দেশে, চিনিনে কারে!
আপনার জন যারা,
কেউ হেথা নাই তারা,
ভিজিল না তপ্ত বক্ষ করুণা-ধারে,
কে জানে এসেছি কোথা, চিনিনে কারে!

এ বিদেশে পর আমি, তাহে অবেলা,
বসে আছি এক পাশে, হয়ে একেলা;
এদেশে তমাল শাখে,
কলকণ্ঠ নাহি ডাকে,
না সাজায় দিগঙ্গনা বাসন্তী মেলা!
এখানে নরের হিয়া,
রহিয়াছে শুকাইয়া,
তাহারা কেবলি খেলে নিঠুর খেলা—
পদাঘাতে দীন হৃদি ভাঙ্গিয়া ফেলা!

আমার সে "স্নেহভূমি" কতই দূরে—
যেথানে বাঁশরী বাজে মোহিনী সুরে!
যেথানে বিকাল বেলা,
নিঝরিণী খেলে খেলা,
সুরভি সমীর টুকু বেড়ায় ঘুরে!
যেথানে শ্যামল গাছে
চাঁপা ফুল ফুটে আছে,
সবে সবা ভালবাসে পরাণ পুরে,
আমার সে ঘর বাড়ী, কতই দূরে?

যদি মোর স্নেহভূমি "দু'হাত" ধরা,
তবুও সে রোগ শোক যাতনা-হরা!
তবু তাহে স্নেহ প্রীতি,
তবু তাহে সুখস্মৃতি,
তবু তাহে রাশি রাশি আদর ভরা!
সেথা যে বিহগকুল,
তরু, লতা, ফল, ফুল,
আমারি আমারি তারা "নিজস্ব" করা!
হো'ক্ না সে স্নেহভূমি "ত্রিপাদ ধরা"!

একেলা রয়েছি আজ পরের দেশে,
সেই সব মনে মনে জাগিছে এসে!
শুনিতে স্নেহের ভাষ,
মরমে অতৃপ্ত আশ!
অন্ধ আঁখি, রুদ্ধ শ্বাস, কি হবে শেষে?
কে জানে বিধির লেখা,
হবে কি না হবে দেখা,
কোন্ স্রোতে কোন্ খানে যাইব ভেসে!
কৃতান্ত বা দেন দেখা "সুহৃদ" বেশে!

শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

বাসনা।

একত্র রহিব নাহি পরশিব,
অবাক্ হইয়ে সে মুখ হেরিব,
করিব তাঁহার সাধনা;
প্রেম ভক্তি দিয়া পূজিব সে হিয়া,
তাঁহার চরণে হৃদয় সঁপিয়া
করিব সে ছবি ধারণা।
তাঁহার জীবনে জীবন ঢালিয়া
তাঁর সুখ দুঃখে হাসি অশ্রু দিয়া,
করিব সে নাম জপনা;
তাঁহারি তরেতে এ সুখ যৌবন,
তাঁহারি তরেতে জীবন মরণ,
তাঁহারি চরণ বাসনা;
তাঁর প্রেমগান গাহিয়া গাহিয়া,
যাইব হরষে অনন্তে মিলিয়া,
তাঁহারি চরণ কামনা।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়
কাটিহার।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৫ সংখ্যা | শ্রাবণ ১৩০১—আগষ্ট ১৮৯৪। | ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নব রাজকুমারের নাম করণ—গত ১৬ই জুলাই শ্বেত-ভবনে ইংলণ্ডেশ্বরীর পৌত্রের নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। আচার্য্য কাণ্টারবরীর প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ। মহারাণী, সপত্নীক যুবরাজ এবং রাজ-পরিবারস্থ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। নামটী যথোপযুক্ত হইয়াছে—এডওয়ার্ড আলবার্ট ক্রিশ্চিয়ান জর্জ আণ্ড্রু পেট্রিক ডেবিড।

প্রেসিডেণ্ট কার্ণোর হত্যা—"নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।" ইনি এ বৎসর ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট পদ পুনর্গ্রহণ করিতে চান নাই। কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পদস্থ থাকিতে বাধ্য করেন। লিও নগরে তিনি এক প্রদর্শনী দেখিতে যান। এক নাট্য-শালায় যাইতেছিলেন, পথেই জীবন-নাট্য শেষ হইল! পথিমধ্যে তাঁহার দর্শন লাভের জন্য বহুলোকের জনতা হয় এবং তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বার বার তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে থাকে। ইতি-মধ্যে মিলানবাসী সাণ্টো নামক এক রুটী-ওয়ালা তাঁহাকে এক দরখাস্ত দিবার ভান করিলে তিনি যেমন হস্ত প্রসারণ করিবেন, অমনি তাঁহার উদরে ছোরায় আঘাত করে। তাঁহার পাঁজরার হাড়, লিবার ও ধমনীমূল কাটিয়া যায়। ১০৷৷০ টার সময় আহত স্থান বাঁধা হয়, ১২৷৷০ টার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। দুরাত্মা হত্যা-কারী বলে তাহার সঙ্গী কেহ নাই, সে অরাজক-প্রিয়, কার্ণো-বধে এক অত্যা-চারীকে নিহত করিয়াছে!

মূক বধির বিদ্যালয়—ইহা কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে ৪ নং ভবনে

স্থানান্তরিত হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা ১৫টী হইয়াছে এবং বোর্ডিঙের বন্দোবস্ত হইতেছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী মাসিক ১০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক মূক-বধিরদিগের সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষার জন্য শীঘ্র ইংলণ্ডে যাইবেন। ইহার জন্য ৬০০০৲ টাকার প্রয়োজন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম সার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ১০০০ টাকা করিয়া দান স্বীকার করিয়াছেন। ফণ্ডের সাহায্যার্থ অন্যান্য দেশ-হিতৈষীদিগের অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

আদর্শ বঙ্গরমণী—স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পত্নী গত ২৮এ আষাঢ় মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি ৭ বৎসরে বিবাহিতা হন ও প্রায় ৬৫ বৎসর কাল স্বামীর সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইয়া পরম পবিত্র দাম্পত্য সুখভোগ করেন। প্রায় ৩ বৎসর বৈধব্য জীবনের আদর্শ দেখাইয়া আশ্চর্য্য বিশ্বাসের পরিচয় দিতে দিতে দেবলোকবাসী স্বামীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইহাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে।

ইউরোপীয় রমণীদিগের কার্য্য—(১) প্রশান্ত মহাসাগরের জ্যোতিষী সভায় কুমারী রোস ওইালেরান বৃত হইয়াছেন। ইনি সভার এক মাত্র স্ত্রীসভ্য।

(২) বকিংহামের ডচেস্ সমুদয় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া "Glimpses of Four Continents" চারিখণ্ডের আভাস নামক পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। পুস্তকের ছবি সকল তাঁহার স্বহস্ত-অঙ্কিত।

(৩) নিউইয়র্কে জাতীয় চিত্রপ্রদর্শনী সভার উনসপ্ততি অধিবেশনে তিনটী স্ত্রীলোক উৎকৃষ্ট ছবির জন্য পুরস্কার পাইয়াছেন। এডিথ মিচেল্ ২০০ টাকা, ফ্রান্সিস্ মারফি ১০০ এবং ক্লারা ম্যাকচেস্নি ৩০০ ডলার পাইয়াছেন।

(৪) স্ত্রীজাতির সুরাপান নিবারণী সভার আবেদন পত্র পৃথিবীর সমুদয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইবে, তাহাতে ৩০০০০০০ ত্রিশ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহার্থ লেডী হেনরী সমরসেট এবং কুমারী ফ্রান্সিস্ উইলার্ড স্পেশাল বাষ্পীয়পোত যোগে সমুদয় পৃথিবী ভ্রমণ করিবেন।

বৌদ্ধ রমণী।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও বৌদ্ধ সমাজের আদিম বিবরণ জানিবার জন্য অনেকেরই যে আগ্রহ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার অনেক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অধুনা সভ্য সমাজে যে প্রণালীতে সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া থাকে, বোধ হয় পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথমে সে প্রণালীতে প্রচারিত হইয়াছিল। সিদ্ধার্থ গৌতম স্বয়ং নির্ব্বাণ সিদ্ধি উপার্জ্জন করিয়া অপর সাধারণকে স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্মবল অর্পণ করিবার অভিলাষে অমিত উৎসাহে ও অভিনব উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নূতন ধর্ম্ম ও নূতন প্রচার-পদ্ধতি কেবল যে পুরুষদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা নহে; নারীগণও তদীয় অলৌকিক ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে ও বৌদ্ধ সমাজ সংগঠনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাসে ঈদৃশ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। যে ধর্ম্ম প্রথম হইতেই পুরুষ ও রমণী কর্ত্তৃক প্রচারিত ও সংগঠিত হইতে লাগিল, তাহা যে এক সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের ধর্ম্ম হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি?

বৌদ্ধ ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ পালিভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে সেই সকল গ্রন্থ যতই লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, ততই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও বৌদ্ধ সমাজের আদিম বিবরণ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। ব্রহ্মদেশের ও সিংহলের গ্রন্থ সমুদয় হইতেও বহুল বিবরণ সংগৃহীত হইতেছে। উপরি উক্ত প্রাচীন ইতিহাস সকল হইতে জানিতে পারা যায়, গৌতম কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই এগার জন রমণী বৌদ্ধধর্ম্ম সাধনার্থ ও প্রচারার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন। শ্রীঈশা, দ্বাদশ জন পুরুষ শিষ্য লাভ করিয়াছিলেন; শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি সহযোগী বন্ধুদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; গৌতম ভিন্ন অপর কোনও মহাপুরুষ জীবদ্দশায় ধর্ম্ম সংস্থাপনে রমণীদলের সাহায্য পাইয়াছিলেন, কি না, সন্দেহ। জনসমাজের এক হস্ত যদি পুরুষ, ও অপর হস্ত যদি রমণী বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে,—জনসমাজের উভয়হস্তে বৌদ্ধধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল।

উপরিভাগে যে এগারজন তপস্বিনী বৌদ্ধ রমণীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাঁহাদিগেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইবে। ঐ একাদশ রমণীর নাম—(১) মহাপ্রজাপতি গোতমী, (২) ক্ষেমা, (৩) উপলাবণ্য, (৪) পতাকারা, (৫) ধর্ম্মদীনা, (৬) নন্দা, (৭) সোনা, (৮) স্বকুলা, (৯) ভদ্রা—কুণ্ডলকেশা, (১০) ভদ্রা—কাপিলানী, (১১) কেশা গোতমী।

মহা প্রজাপতি গোতমী—মহা প্রজাপতি গোতমী, গৌতম-মাতা মায়াদেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী। মায়াদেবী সন্তান প্রসবের সপ্তাহ কাল পরেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে রাজা শুদ্ধোদন কোন এক উৎসব উপলক্ষে মায়াদেবীকে ও গোতমীকে

কপিলবাস্তুর রাজভবনে আনয়ন করেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কপিলবাস্তুর ব্রাহ্মণগণ বলেন এই নারী দুইটির গর্ভে যে সকল সন্তানের জন্ম হইবে, তাহারা এই বিশ্বের অধিপতি হইবে"। রাজা শুদ্ধোদন মায়াদেবীকে ও গোতমীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মায়াদেবীর লোকান্তর-যাত্রার পরে গৌতমের লালন-পালন-ভার গোতমীর হস্তে অর্পিত হয়। অল্পকাল পরে গোতমীও এক পুত্র প্রসব করেন। গৌতমের প্রতি বিমাতার ঈদৃশ স্নেহ সঞ্চার হইয়াছিল, যে তিনি স্বীয় পুত্রের পালনভার তদীয় ধাত্রীর হস্তে অর্পণ করিয়া স্বয়ং গৌতমকেই পালন করিয়াছিলেন।

অধিকাংশ প্রাচীন ইতিহাস, বিশেষতঃ ধর্ম্মসমাজের ইতিহাস কবির রচনা। কবিত্ব ভেদ করিয়া ঘটনা নিষ্কাশন করা বড় কঠিন ব্যাপার। বৌদ্ধ ইতিহাসে লেখা আছে, গোতমী পূর্ব্বজন্মে বারাণসী নগরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দয়া তাঁহার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। তৎকালে সন্ন্যাসীগণ বৎসরের সকল ঋতুতে পর্ব্বতে ও অরণ্যে বাস করিয়া বর্ষাসমাগমে নগরে আসিয়া লোকালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এক বর্ষাকালে পাঁচ শত ভিক্ষু সন্ন্যাসী পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া ইসিপতানা নগরীতে এক ধনবান্ বণিকের আবাসে উপস্থিত হন। যে সময়ে তাঁহারা বণিকের ভবনে পৌঁছিলেন, তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। সন্ন্যাসীরা বণিকের নিকটে আপনাদিগের প্রার্থনা ব্যক্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না। বণিক কহিলেন, "আমাদিগের এমন সময় নাই যে সন্ন্যাসীদিগের জন্য পাঁচ শত কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিই, তাঁহারা অন্যত্র গমন করুন্।" সন্ন্যাসিবর্গ বিফলপ্রয়াস হইয়া প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে গোতমী তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কলস-কক্ষে দূর হইতে জল আনিতেছিলেন। পূর্ব্বে যখন সন্ন্যাসীরা নগরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াছিলেন। অল্পকালমধ্যে বিশেষতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে নগর হইতে নিক্রান্ত হইতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসীদিগের প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনারা নিরাশ হইবেন না; আমরা আপনাদিগের বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া দিব।" গোতমীর পাঁচ শত দাসী ছিল। তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "কন্যাগণ! তোমরা কি দাসীভাবেই চিরকাল থাকিতে চাও,—না মুক্তি প্রার্থনা কর?" তাহারা উত্তর করিল, "মা! আমরা মুক্তি প্রার্থনা করি।" গোতমী কহিলেন, "তবে এক কর্ম্ম কর। তোমরা পাঁচ শত দাসী আমার,—আপন আপন স্বামীকে এক দিনের জন্য আনয়ন কর ও পাঁচ শত সন্ন্যাসীর বর্ষাকালে থাকিবার জন্য পাঁচ শত খানি কুটীর প্রস্তুত করিয়া দাও।"

তাহারা তদনুসারে গোতমীর আজ্ঞা পরিপালন করিল। গোতমী সন্ন্যাসি-বর্গের জন্য ঐ সকল গৃহ সুসজ্জিত করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বর্ষার তিন মাস কাল তাঁহাদিগকে আহার-পানীয় প্রদান পূর্ব্বক দয়াধর্ম্ম প্রতিপালন ও সাধুসেবা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এইরূপ বহু সৎকার্য্যে গোতমীর পূর্ব্ব জন্ম অতিবাহিত হইয়াছিল।

মহাত্মা বুদ্ধ দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলে পরে তাঁহার পিতাও তৎপ্রচারিত নবধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। গৌতমের স্বরাজ্যে উপস্থিত হইবার দ্বিতীয় দিবসেই গোতমীর পুত্র নন্দ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হন। সপ্তম দিবসে গৌতম-নন্দন রাহুল ও তাঁহার অনুসরণ করেন। এই সময়েই রাজা শুদ্ধোদন পরলোক-প্রাপ্ত হন। রাজার লোকান্তর যাত্রার পরে গোতমী ও বুদ্ধের শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক সন্ন্যাসিনী হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তৎকালে বুদ্ধদেব বৈশালীর নিকটস্থ এক আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গোতমী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সিদ্ধার্থ শাক্য তাঁহাকে এই মহাব্রতে দীক্ষিত করিতে প্রথমে স্বীকৃত হইলেন না। যে ব্যক্তি বৌদ্ধ-সন্ন্যাস-জীবনের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছে, সে নিবৃত্ত হইবে কেন? গোতমী নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি নাপিত ডাকিয়া কেশমুণ্ডন করাইলেন; তদনন্তর গৈরিক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পুনরায় উপরিউক্ত আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এবার বুদ্ধ-দেবের প্রধান শিষ্য আনন্দকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন, "বৎস! আমাকে দীক্ষিত করিবার জন্য তুমি সিদ্ধার্থকে অনুরোধ কর।" আনন্দের অনুরোধ—বিশেষতঃ গোতমীর মহদভিপ্রায় বিশেষরূপে অবগত হইয়া বুদ্ধদেব, মাতা গোতমীকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিলেন। তাঁহার পাঁচশত দাসী ছিল, তাহারাও বৌদ্ধসন্ন্যাস ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বুদ্ধ-দেবের উপদেশ লাভ করিয়া বৌদ্ধ-সমাজের গৌরবের স্থল হইল।

এখন নারীগণকে সেরূপ সন্ন্যাসিনী হইতে হইবে না বটে, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য, সমাজের জন্য, স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। গোতমীর ন্যায়,—তাঁহার অনুচরী বর্গের ন্যায় কে কবে ধর্ম্মার্থ আত্মোৎসর্গ করিবেন?

[ক্রমশঃ]

শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

বারমেসে।

(কৃষি বিবরণ)

আমরা যে নিয়মে দ্বাদশ মাসের কৃষি বিবরণ প্রকাশ করিতেছিলাম, তদনুসারে জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় আষাঢ় মাসের বিবরণ প্রকাশিত হওয়া উচিত

ছিল ; কিন্তু দুর্দ্দৈববশে তাহা ঘটে নাই। এজন্য আষাঢ় মাসের পত্রিকায় আষাঢ় ও শ্রাবণ দুই মাসের বিবরণ প্রকাশিত হইল। শ্রাবণ মাস হইতে পুনরায় প্রতিজ্ঞাত নিয়মানুসরণের চেষ্টা করা যাইবে।

আষাঢ়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে বেগুণের চারা রোপণ করিবার উপদেশ দেওয়া গিয়াছে। যদি তাহা না ঘটিয়া থাকে, এই মাসে রোপণ করিবে। ডেঙ্গো ডাঁটার ন্যায় বেগুণও দ্বিবিধ, আশু ও আমন। আউশ বেগুণ শীতের পূর্ব্বেই ফলিতে আরম্ভ হয় বটে; কিন্তু তাহা অধিক ফলে না এবং খাইতেও তত সুমিষ্ট হয় না। আমন বেগুণ যত শীত পড়ে, ততই ফলে। সাধারণতঃ আমন বেগুণ আউশ অপেক্ষা অনেক অধিক ফলে ও খাইতে সুস্বাদ হয়। সচরাচর আষাঢ় শ্রাবণ মাসেই তাহার রোপণ হইয়া থাকে।*

লঙ্কা—সসার দোআঁশ মৃত্তিকার চৌকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পরিপুষ্ট লঙ্কার বীজ বপন করিবে! ইহাকে লঙ্কার হাপোর কহে। এ মাসে হাপোর দেওয়া ভিন্ন লঙ্কার অন্য কার্য্য নাই।

নারিকেল—নারিকেল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। যদি একমাত্র ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করা সম্ভব হয়, তাহা নারিকেল; কেননা শরীর রক্ষার্থ যতপ্রকার উপাদান আবশ্যক, নারিকেলে তৎসমুদায়ই বিদ্যমান আছে। সুবিখ্যাত উদ্‌ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ ও পূর্ব্বতন স্কুল ইন্‌স্পেক্‌টার (C. B. Clark) সাহেব বিদ্যালয় পরিদর্শন জন্য যখন মফঃস্বলে অবস্থান করিতেন, আমরা শুনিয়াছি, তিনি একমাত্র নারিকেল ভোজন করিয়া অনেক দিন কাটাইয়া দিতেন। এতাদৃশ উৎকৃষ্ট ফল নারিকেলের বৃক্ষ প্রস্তুত করিতে যদি কাহার ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে এই মাসেই তাহার চারা রোপণ করিতে হইবে। ভদ্রাসনের মধ্যে নারিকেল চারা রোপণ করায় আরও একটী বিশেষ উপকার আছে। যদি কাহারও বাটীতে দৈবাৎ বজ্রাঘাত হয়, আর সেই বাড়ীতে নারিকেল গাছ থাকে, তাহা হইলে বজ্রাগ্নি নারিকেল গাছের মস্তকেই পতিত হইবে, কারণ সকল বৃক্ষ অপেক্ষা নারিকেল বৃক্ষ উচ্চ হইয়া থাকে।*

---

* খনার মতে বারমাসেই জল দিয়া বেগুণ ফলাইতে পারা যায়। এ কথা সত্য; কিন্তু সে বেগুণ খাইতে ভাল লাগে না।

* উচ্চ পদার্থের উপর পতিত হওয়া বজ্রাগ্নির একটী স্বভাব। এই কারণেই অট্টালিকার এক কোণে অত্যুচ্চ লৌহময় শিক রক্ষা করা হয়। পরিচালক লৌহময় শিকের উচ্চতা ভিন্ন আরও একটী বিশেষ গুণ আছে। শিক যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থান হইতে ৮০ হস্ত ব্যসার্দ্ধ লইয়া বৃত্ত অঙ্কিত করিলে যত স্থান ব্যাপ্ত হয়, সেই বিস্তৃত স্থানের মধ্যে যেখানেই বজ্রাঘাত হউক, শিকের মস্তকে পড়িবে এবং শিকদ্বারা পরিচালিত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিবে। বজ্রাগ্নি যেমন মেঘ হইতে ভূতলে পতিত হয়, তেমনি কখন কখন ভূতল হইতে

নারিকেলের ফলন বন্ধ হইলে তাহার কতকগুলি পাশ শিকড় কাটিয়া দিবে। জাব যত ভাঙ্গা যায়, ফলন তত বেশি হয়।

প্রত্যেক নারিকেলের চারা বার হাত অন্তরে রোপণ করিতে হইবে। প্রতি চারার নিকটে এক এক ঝাড় কলা গাছ লাগান উচিত। নারিকেল গাছ প্রস্তুত করিতে হইলে আর একটী কঠিন কার্য্য করিতে হয়, অনেকে আলস্য বা অজ্ঞতা বশতঃ তাহা করিয়া উঠিতে পারেন না; এজন্য তাঁহাদিগের নারিকেল গাছের তেজ হয় না এবং ফলও ভাল হয় না। চারা ২।৩ বৎসরের হইলেও উহার মূলদেশে শিকড়ের দ্বারা আবৃত বীজ নারিকেলটী রহিয়া যায়। অতি সাবধানে শিকড় না কাটিয়া ঐ বীজ নারিকেলটা বাহির করিয়া দিতে হয়। ইহাকে নারিকেলের "পিলে কাটা" কহে। পিলে কাটা কিছু কঠিন কাজ; কিন্তু পিলে না কাটিলেও গাছ ভাল হয় না। কলাগাছ দ্বারা নারিকেল গাছের দ্বিবিধ উপকার হয়। প্রথম, কলাগাছ চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ভূমির রস আকর্ষণ করিয়া যেমন আপনার সজলদেহের পুষ্টিবিধান করে, তেমনি আপন গৃহাগত অতিথি নারিকেল গাছকেও ঐ রসের ভাগ দেয়। দ্বিতীয়, যদিই কোন গতিকে উহার নিকট গোরু বা মানুষ আইসে, সে ঢলঢলে কলা ত্যাগ করিয়া কখন নারিকেল গাছে মুখ দেয় না। কলাগাছ আপন দেহ দানে নারিকেল গাছকে রক্ষা করে।

বাঁশ,—বাঁশ গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। বিশেষতঃ বাঁশ বড় পাকা-আওলাত। যদি কাহার অধিক জমি থাকে, আর তিনি ৪।৫ শত ঝাড় বাঁশ প্রস্তুত করিতে পারেন, বার্ষিক ৪।৫ শত টাকা অবাধে আইসে। ঝাড় প্রতি ১৲ টাকা নিশ্চয়ই লাভ হয়। এই মাসে বাঁশের নূতন কোঁড়া বাহির হয়। সেই সকল কোঁড়া রক্ষা করা গৃহস্থের একটী প্রধান কার্য্য। কারণ যখন উহা ছোট থাকে, তখন অতি কোমল, গোরুতে খাইয়া ও ভাঙ্গিয়া বড় ক্ষতি করে। উহার তরকারী রাঁধিয়াও অনেকে খায়। খাইতেও উত্তম লাগে। কিন্তু ২।৩ খানি বাঁশ নষ্ট না করিলে আর এক দিনের তরকারী হয় না।

পুঁই ও সাচিকুমড়া,—জ্যৈষ্ঠমাসে এই দুই ফসলের আবাদ করিবার উপদেশ দেওয়া গিয়াছে। যদি ঐ মাসে চারার অপ্রাপ্তি বা অন্য কোন কারণে না ঘটিয়া থাকে, এ মাসেও উহাদিগের আবাদ হইতে পারে। এ মাসে উহাদিগের চারা চারিদিকে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

কলা,—কলার আবাদ গৃহস্থের বিশেষ উপকারী। উহার সকলই আমা-

উঠিয়া মেঘে মিলিত হয়। ঐ বৃত্তের অন্তর্গত যাবতীয় বজ্রাগ্নি ঐ শিকের মূলদেশ দিয়া ঊর্দ্ধে পরিচালিত হইয়া যায়।

দের প্রয়োজনে লাগে। মোচা, থোড়, কলা, (কাঁচা ও পাকা) পাত কত প্রয়োজনীয়, তাহা সকলেই জানেন। যাঁহারা বাপ মার শ্রাদ্ধ করেন, উহার গাছগুলাও তাঁহাদিগের কাজে লাগে। গ্রীষ্মকালে যখন খরতর রৌদ্রে মাঠের ঘাস শুষ্ক হইয়া যায়, এবং ঘরে বিচিলী না থাকে, তখন অনেক গোরু কলাগাছ খাইয়া জীবন ধারণ করে। বিশেষতঃ দুগ্ধবতী গাভীকে কলাগাছ খাওয়াইলে তাহার দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। তদ্‌ভিন্ন উৎসব ও মাঙ্গলিক কর্ম্মে কলাগাছ একটী প্রধান উপাদান। যাঁহাদিগের যথেষ্ট ভূমি আছে, তাঁহারা বিবেচনাপূর্ব্বক কলাবাগান করিতে পারিলে লাভবান্ হইতে পারেন। যাঁহাদের ভূমি নাই, তাঁহাদের বাটীর এক পাশে ২।১ ঝাড় কলাগাছ হইলে সংসারের বড় উপকার হয়।

"আট হাত অন্তর এক হাত বাই।
কলা পোঁতগে চাসা ভাই॥"

আট হাত অন্তরে এক হাত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া এই মাসেই কলাগাছ রোপণ করিতে হয়। কলার তেড় বা চারার যে দিকে নূতন তেড়ের মুখী থাকে, সেই দিক্ দক্ষিণ দিকে রাখিয়া পুঁতিতে হয়। আবার যে ঝাড় হইতে তেড় মারিতে হইবে, সেই ঝাড়ের দক্ষিণ দিকের তেড়গুলি রাখিয়া অপর তিন দিকের তেড় তুলিতে হইবে। কোন ঝাড় হইতে তেড় বা ফলবান্ বড় গাছ তুলিতে হইলে তাহার এঁটে অর্থাৎ মূলগুলা তুলিতে হইবে। ঝাড়ে এঁটে থাকিলে তাহা পচিয়া তাহাতে এক প্রকার কীট জন্মে। ঐ কীটে সমস্ত ঝাড় নষ্ট করিয়া ফেলে।

"কলা পুঁতে না কেটো পাত।
তাইতে কাপড় তাইতে ভাত॥"

উদ্ভিদ্ মাত্রেরই কতকগুলি শাখাপল্লব কাটিয়া দিলে, তাহার ফল ফুল বেশি হয় ও গাছ সুস্থ হয়; ইহা বিজ্ঞানসম্মত। তদনুসারে কলাপাত কাটায় কোন হানি নাই। তবে বোধ হয়, কলাপাত বাইল শুদ্ধ কাটিয়া ফেলিলে উহার কাণ্ডকোষ অর্থাৎ খোলা শুকাইয়া বা পচিয়া গাছ নষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় এককালে পাতা কাটা নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাইলের অৰ্দ্ধেক পরিমাণ রাখিয়া পাতা কাটিলে পাতার প্রয়োজন ও গাছ রক্ষা উভয়ই সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা পুনরায় কলার প্রবন্ধ লিখিব।

সুপারি,—ইহাও উৎকৃষ্ট আওলাত। বঙ্গের সমস্ত দক্ষিণ প্রদেশে ইহার প্রচুর আবাদ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, খুলনা প্রভৃতি জিলার অনেকের সুপারির আবাদই উপজীবিকা। এই মাসে গাছ পাকা গুবাকের চাপোর দিতে হয়। যে ক্ষেত্রে গুবাকের আবাদ করা যায়, তাহার বেড়া পালিতা মাদারের বৃক্ষদ্বারা দিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ খনার বচনে উক্ত হইয়াছে, ঐ পাতায় গুবাকের

উৎকৃষ্ট সার হয়। খনা শুবাকের আরও একটী সারের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা গোবর পচা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"শোন্‌রে বাপু চাসার পো।
শুপারি বাগে মান্দার রো ॥
মান্দার পাতা প'লে গোড়ে,
ফল বাড়ে ঝট্ ফট্ কোরে।"

প্রথমে শুপারির চারা আট হাত অন্তর রোপণ করিতে হয়। স্থায়ীরূপে চারা রোপণের পূর্ব্বে শুপারির চারা তিনবার নাড়িয়া পুঁতিতে হয়। আট হাত অন্তরস্থিত চারা সকল বড় হইয়া ফলবান্ হইলে, তাহার মধ্যে মধ্যে আর একটা করিয়া চারা পোঁতা যায়। তাহাতে কোনও গাছের ক্ষতি হয় না, অথচ অল্প স্থানে অধিক গাছ হয়।

চারা,—কোন প্রকার ফল বা ফুলের ছোট কিম্বা বড় চারাকে স্থানান্তর করিবার প্রয়োজন হইলে এই মাসেই করিতে হয়। যদি বুঝা যায়, যে চারাকে নাড়িতে হইবে, তাহার মূল শিকড়টা অনেক মাটীর নীচে গমন করিয়াছে, তাহা হইলে তুলিবার অন্যূন এক সপ্তাহ পূর্ব্বে নিড়ানী বসাইয়া ঐ শিকড়ের অগ্রভাগ ছেদন করিয়া রাখিতে হয়। ইহাকে "খাসি করা" কহে। বড় বড় চারা তুলিতে হইলে, চতুঃপার্শ্বের মাটী খুঁড়িয়া কতক মাটীর সহিত চারার মূলদেশ ছেঁড়া চট্ বা শুষ্ক কলার খোলার দ্বারা অগ্রে উত্তমরূপে বাঁধিয়া পরে চারা তুলিতে হইবে। তাহাতে কোন শিকড় নষ্ট বা আহত হইবে না।

আলবাল,—বাড়ীতে বা বাগানে যে সকল বড় বড় ফল ফুলের গাছ থাকে, তাহাদের গোড়া খুঁড়িয়া গোলাকারে এরূপ আইল বাঁধিতে হয়, যেন তন্মধ্যে জল দাঁড়াইতে পারে। এই মাসে এই কার্য্য করিতে হয়। ইহাকে গাছপালাকে "জল খাওয়ান" কহে। বর্ষাকালে এইরূপ; কিন্তু শীতকালে ইহার বিপরীত ব্যবস্থা। তাহা কার্ত্তিকমাসে বলিব।

আনারস, এই মাসে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহার মুখে ও বোঁটার চারিপাশে যে সকল পত্র মুকুল (মুথী) থাকে, তাহার গোড়ায় গোবর দিয়া মাটিতে রোপণ করিলে এক একটী মুথীতে এক একটী আনারসের গাছ হইবে। আনারস উত্তম ফল। ইহার চাস আবাদ বড় সহজ। ইহা দ্বিবিধ ভূমিতে হইতে পারে। আওতা জমি অর্থাৎ অন্যান্য বৃক্ষের তলভাগে যে জমি থাকে, সেই জমি এবং ফাঁকা জমি উভয় স্থানেই আনারস হইতে পারে। আওতা জমির এক বিঘায় এক হাজার এবং এক বিঘা ফাঁকা জমিতে আড়াই হাজার আনারস গাছ হইতে পারে। মুথী পোঁতার তৃতীয় বৎসরে আনারস ফলে। যাঁহাদের অধিক জমি নাই, তাঁহারা মনে করিলে স্ব স্ব ভদ্রাসনে অনায়াসে ২০।২৫ টা আনারসের গাছ করিতে পারেন এবং

গাছপাকা আনারসের অমৃত স্বাদ বিনা-ব্যয়ে ভোগ করিতে পারেন।

বড়গাছ,—যে সকল গৃহস্থের ফলের বাগান আছে এবং তাহাতে সকল প্রকার গাছ রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন এই মাসে বাবলা ও তেঁতুলের, তাল ও খেজুরের আঁটি রোপণ করেন। বাগান ও পুষ্করিণীর চতুঃপার্শ্বে যে তোলা মাটী থাকে, এক একটু গোবরের সহিত তাহার উপর বাবলার বীজ রোপণ করিতে পারিলে গাছ শীঘ্র বড় হইয়া উঠে। বাবলা কাঠে দেশীয় গাড়ী ও লাঙ্গল সম্বন্ধে অনেক গড়ন হইয়া থাকে। এমন কি গাড়ীর চাকা বাবলা কাষ্ঠ ভিন্ন হয়না। এক এক যোড়া চাকা ১৫৲ হইতে কুড়ি টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বাবলা কাষ্ঠে উত্তম জ্বালানি কাঠ হয়। সহরের লোকেরা পাতুরে কয়লার কল্যাণে কাষ্ঠের ধার বড় ধারেন না; কিন্তু মফঃস্বল জীবন যাত্রার উহা একটী প্রধান উপাদান। বাবলার বৃদ্ধি বড় সত্বর হয়। এজন্য উহা ব্যবসায় ও জ্বালানি উভয়তঃই উপকারজনক। যাঁহাদিগের ১০।২০ ঝাড় বাঁশ ও কিছু বাবলা করিবার স্থান আছে, তাঁহাদিগের জ্বালানির কোন চিন্তা নাই। শুষ্ক বাঁশে অনেক গৃহস্থের অনেক জ্বালানি কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

তেঁতুল,—গৃহস্থের বিশেষ প্রয়োজনীয়। উহার গাছ আপনার বাগানে ২।৪ টী করিয়া রাখিতে পারিলে নিজগৃহের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া অনেক টাকায় বিক্রয় হইতে পারে। তেঁতুলের ব্যবসায় যে বিশেষ লাভজনক ও অল্প মূল ধনে চলিতে পারে, "সুধাকর" নামক মুসলমান পত্রিকায় তাহা উত্তমরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। আজ তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে পারা গেল না।

তাল ও খেজুরের আঁটি এই মাসে রোপণ করিতে হয়।

"এক পুরুষে রোপে তাল।
অন্য পুরুষে করে পাল।
অপর পুরুষে ভুঞ্জে তাল॥"

এই ভয়ে কেহই তালের গাছ করিতে যান না। আমরাও তজ্জন্য কাহাকে অনুরোধ করি না। তবে আপনার বাড়ী বা বাগানে সকল প্রকার ফলের বৃক্ষ থাকা, যিনি বড় সুখের বিষয় মনে করেন, তিনি এই মাসে তালের আঁটি রোপণ করিতে পারেন। খেজুরের আবাদ বিশেষ লাভজনক। তাহার বিবরণ আমরা অন্য সময়ে বলিব। আপনার অধিকারে ১০।১৫ টা গাছ থাকিলে এবং তাহা শিউলীদিগকে জমা করিয়া দিলে শীতকালে দেবদুর্ল্লভ "জিরেন-কাঠের রস" ও নলেন্ গুড় পাইবার আর কোনও ব্যাঘাত থাকে না। ঐ দুই পদার্থ যাঁহারা যথাকালে উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, আমি "দেব দুর্লভ" কেন বলিলাম। এই মাসে খেজুরের "জাপোর" দিতে হয়।

শ্রাবণ।

এই মাসে প্রবল বর্ষা হয়। জল উদ্ভিদের যেমন ইষ্ট করে, অতিরিক্ত জল গাছের গোড়ায় বসিয়া তেমনি অনিষ্ট করে। এই মাসেই তদ্রূপ অনিষ্ট হইবার অধিক সম্ভাবনা। যদি বুঝিতে পারা যায় যে, কোন গাছের গোড়ায় জল বসিতেছে, তাহা হইলে আলবালের আইল ভাঙ্গিয়া এরূপ গোড়া খুড়িয়া দেওয়া উচিত, যেন গাছের গোড়া শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। এমন কি পাশের শিকড় গুলিতেও একটু রৌদ্র পাইলে ভাল হয়। যদি আষাঢ় মাসে কলাগাছ লাগান না হইয়া থাকে, এ মাসে লাগাইলেও চলিবে।

বেগুন, আদা ও হলুদ, এ মাসে এই তিন ফসলের বিশেষ কার্য্য নাই। কেবল উহাদিগের ক্ষেত্র পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটী ধরাইয়া দিতে হইবে।

ইক্ষু,—যদি ইক্ষুর আবাদ থাকে, কি সাংসারিক প্রয়োজন জন্য বাড়ীতে ২।৪ ঝাড় ইক্ষু করা হইয়া থাকে, তাহাদিগের নিম্নদিকের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া দিয়া অবশিষ্ট পাতাগুলি গাছের গাত্রে জড়াইয়া দিতে হয় এবং গাছগুলি যখন বেশ বড় হয়, তখন পরস্পর নিকটবর্ত্তী ৩।৪ টী গাছ একত্র বাঁধিয়া দিতে হয়। নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়ে, কি ভাঙ্গিয়া যায়।

লঙ্কা,—এই মাসে হাপরে লঙ্কার চারা প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত হয়। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, এমন স্থানের উত্তমরূপে কর্ষিতক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ঐ লঙ্কার চারা রোপণ করিতে হয়। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কায় ঝাল হয় না। এই মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে লঙ্কার চারা ক্ষেত্রে রোপণ করা নিতান্ত আবশ্যক, কেননা তদন্যথায় লঙ্কার ফলনে ব্যাঘাত ঘটে। যে স্থানে ধানের ঝাড়াই মাড়াই হয়, ধান উঠিয়া গেলে, সেই স্থান ঝাঁইট দিয়া যে ওঁচলা মাটী জমে, তাহা লঙ্কার উৎকৃষ্ট সার। অতএব যাঁহারা উত্তমরূপে লঙ্কার চাস আবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের বিশেষ যত্নে ঐ মাটী সংগ্রহ করা উচিত। খনার বচনে ভাদ্র কি আশ্বিনে লঙ্কা রোপণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে এখন শ্রাবণ মাসে লঙ্কা রোপণ অপরিহার্য্য হইয়াছে।

"হাউয়ে লাউ উঠানে ঝাল।
কর বাপু চাসার হাওয়াল।"

উঠানের ন্যায় পরিষ্কার ক্ষেত্রে লঙ্কা করিবে।

শাঁকআলু—যে দোআঁশ মাটীতে বালির অংশ অধিক থাকে, তাহা শাঁক আলুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শাঁক আলুকে দেশান্তরে কেশুর কহে। উহা স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও রৌদ্রের সময় ভোজনে সুখপ্রদ। দুর্ভিক্ষকালে কোন কোন স্থানের দুঃখী লোকেরা কেশুর খাইয়া জীবন ধারণ করে। এই মাসে উহার আবাদ করিতে হয়। উপরি উক্ত মৃত্তিকার ক্ষেত্রে এক কি দেড় হাত অন্তর

দাঁড়া বাঁধিয়া তাহার উপর অর্দ্ধহস্ত অন্তরে ২টী করিয়া শাঁকআলুর বীজ রোপণ করিতে হয়। দাঁড়ার যত শিথিল (গুল) হয় আলু ততই বড় ও কোমল হইয়া থাকে।

আশুধান্য,—এই মাসের শেষভাগে, কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আশুধান্য ছেদন করিয়া বাড়ীতে বা খামারে আনিতে হয়।

হৈমন্তিক ধান্য,—এ প্রবন্ধে ধান্যাদি ফসলের, অর্থাৎ যাহাদিগের অল্প পরিমাণে চাস আবাদে কোন লাভ নাই, তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ বলিবার কথা নাই, তবে তত্তৎ ফসল সম্বন্ধে ২।১টী গুরুতর কথা মাত্র বলিয়া যাইব।

"আষাঢ়ে কাড়ান নাওকে।
শ্রাবণে কাড়ান ধানকে॥
ভাদরে কাড়ান শিষকে।
আশ্বিনে কাড়ান কিসকে॥

এই প্রবাদ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই মাসেই হৈমন্তিক রোপণের প্রশস্ত সময়। বর্ত্তমানেও এই নিয়ম অক্ষুণ্ণ আছে। কৃষকদিগের এ কথাটা ভাল করিয়াই মনে রাখা উচিত। ভাদ্রের ১২ই পর্য্যন্ত রোপণ চলিতে পারে।

"শ্রাবণের পুর ভাদ্রের বার।
এর মধ্যে যত পার।" খনা।

শ্রাবণে আর কোন বিশেষ কার্য্য নাই।

কবির পরিণাম।

সতীশ বাল্যকাল হইতেই কবিতা লেখে। যখন সতীশ স্কুলের বালক ছিল, তখন তাহার সহপাঠীরা বিস্মিত-নেত্রে দেখিত যে আকাশে নীল মেঘস্তবক অথবা জ্যোৎস্নাময়ী শুভ্রা রাত্রি দেখিলে, প্রফুল্ল ফুলবন বা শ্যামল প্রান্তরবাহিনী নদীকূলে বেড়াইতে গেলে বালক সতীশ মুগ্ধবৎ বসিয়া কি ভাবিতে থাকে; তার পরে বিনা আয়াসে—বিনা অভিধানে, একটী সুন্দর কবিতা লিখিয়া ফেলে।

একথা যখন অনেকের কাণে পৌছিল, তখন অনেকে সতীশের উপরে বড় অসন্তুষ্ট হইল। কেহ বলিল "ও ছেলের লেখা পড়া হইবে না," কেহ বলিল "এ ছেলের প্রকৃত বুদ্ধি হইবে না" যাঁহারা সাধারণের নিকটে আপনাদিগকে অধিক বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "মাথা কিছু খারাপ বলিয়া সতীশের ঐ একটা রোগ হইয়াছে।" এসব কথার মধ্যে কোন্‌গুলা সত্য কোন্‌গুলা মিথ্যা আমরা তাহা জানি না, তবে এই মাত্র জানি যে "যে রোগের জন্য"

সতীশ মাষ্টার মহাশয়ের কাছে ধমক খাইল, গুরুজনদিগের কাছে গালি খাইল, বন্ধুরা "কালিদাস, শেলি, মাইকেল দত্ত" বলিয়া তাহাকে ঠাট্টা করিল, তাহার সে দারুণ রোগ কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ছাড়িল না।

ক্রমে সতীশের বয়স তেরো ছাড়াইয়া তেইশ, তেইশ ছাড়াইয়া তেত্রিশে পৌছিল, সতীশচন্দ্রও স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, কলেজ ছাড়িয়া আপিসে উপস্থিত হইলেন। সেই সঙ্গে সেই "দুশ্চিকিৎস্য রোগ"ও প্রবল বেগে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন কাজে কাজে সতীশের শুভাকাঙ্ক্ষিগণ এই কবিতা-রোগগ্রস্তের "আরোগ্য" আশা ছাড়িয়া দিয়া একরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিলেন।

অন্য লোকে এইরূপ "নিশ্চেষ্ট" হইলেও, একজনের চেষ্টায় "নির্"উপসর্গ যোগ করিতে আমাদের সাধ্য হইল না। কারণ সতীশের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরোজিনী দেবী স্বামীর এই "দুরারোগ্য রোগ" দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।—যখন সতীশ কলিকাতায় কলেজে পড়িত, যখন ছুটীর সময়ে বাড়ী গিয়া, গভীর রাত্রিতে অচিরজাগ্রতা পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষীয়া ভার্য্যা সরোজিনীকে "সুন্দর পূর্ণিমা-নিশি" কিম্বা "ফুটিছে বকুল ফুল" অথবা "কার মুখ পড়ে মনে" প্রভৃতি, মধুর পদাবলী যুক্ত নিজের রচিত কবিতা গুলি সরল ব্যাখ্যা সহ শুনাইতেন, তখন যে সরোজিনীর তাহা ভাল লাগিত না, একবার শুনিলে আবার শুনিতে ইচ্ছা হইত না, তাহা কখনই নহে। বরং আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, সতীশের সে মধুর গাথা, বাসন্ত কোকিলের ঝঙ্কারের মত সরোজিনীর হৃদয়ে অতি নিভৃত স্থানে প্রতিধ্বনিত হইত। আরও শুনিয়াছি "কবির ভার্য্যা" বলিয়া সরোজিনীর মনে বেশ একটু গর্ব্বও জন্মিত।

যাহা হউক এখন আর সরোজিনীর সে দিন নাই। এখন সরোজিনী ঘরে গৃহিণী, শিশু সন্তানের জননী, দাস দাসীগণের শাসনকারিণী; তাই এখন আর কবিতা বা কবি-হৃদয় লইয়া সরোজিনীর চলে না। এখন নিজের পুরাতন বালা দুগাছি নূতন করিয়া গড়ান চাই; খোকা খুকীর সাটীনের পোষাক চাই; লোক জনের কাছে লৌকিকতা ও প্রতিপত্তি চাই। যে সময়ে যা' শোভা পায়। চিরদিন ও সব ছেলেমী ভাল লাগিবে কেন?

সুতরাং স্বামীর "ছেলেমী" ঘুচাইতে সরোজিনী রাগ করিল, অশ্রু ফেলিল, কোনও দিন "প্রচণ্ড" মুখঝামটা সহ তীব্র বাক্য বাণ, সেই কবিতা-রোগগ্রস্ত, উপর ওয়ালার জ্বালায় ত্রস্ত, স্বামীটীর হৃদয়ে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে হৃদয় কিছুতেই আঘাত প্রাপ্ত হইল না! সে হৃদয় জড় কি পাষাণ তাহা জানি না, কিন্তু সরোজিনীর তীক্ষ্ণাস্ত্র সকল ভোঁতা হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে সরোজিনী

"ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলেন—উপবাস করিলেন; তখন কবিতা-রোগী বিনয় বচনে বলিল "তোমার বালা ও ছোট খোকার পোষাক কি নয়া দিব, কিন্তু দিন কতক পরে। সেভিংস ব্যাঙ্কে যে টাকা রহিয়াছে, তাহা দিয়া শীঘ্র একখানি পুস্তক ছাপাইব। সংবাদ পত্রে ও সাময়িক পত্রে যে সকল কবিতা লিখিয়াছি, সে সকল যতক্ষণ একখানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে না পারিব, ততক্ষণ আমার মনের তৃপ্তি নাই।—আগে বইখানি হউক, তার পরে তুমি যা চাও তাই দিব।"

রাগে সরোজিনীর মুখ লাল হইল। এ রকম কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পুরুষের উপরে রাগ করিয়া উপবাস করা বিফল, তাই সরোজিনী উঠিয়া ভাত খাইল। সেই দিন হইতে সহধর্ম্মিণী সতীশের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না; কেবল মনে মনে ডাকিল "হে ঠাকুর! হে সিদ্ধেশ্বরি! তোমরা ওঁর এ রোগ দূর কর, আমি তোমাদের পূজা দিব।"

যথাসময়ে সতীশের কবিতা পুস্তক মুদ্রিত হইল। অনেক টাকা ব্যয় করিয়া সতীশ অতি সুন্দর কাগজে, অতি সুন্দর অক্ষরে, তাঁহার প্রাণময়ী কবিতাগুলি প্রকাশ করিলেন। বাঁধানও খুব সুন্দর হইল। সতীশ কৃতকৃতার্থ হইলেন।

শ্রীনাথ বাবু নূতন সমালোচক। বাঙ্গালার অনেক বিখ্যাত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের প্রধান লেখক। গ্রন্থ সমালোচনায় তিনি কৃতী শুনিয়া সতীশ একখানি পুস্তক জামার পকেটে লইয়া তাঁহার বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন।

দুই চারি কথার পরে, নূতন মক্কেল যেরূপ সঙ্কোচে উকীলের নিকটে কথা কহে, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ সঙ্কোচে পাশ করা ছেলের পিতার নিকটে কথা কহে, সেইরূপ সঙ্কোচে—সেইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া সতীশ শ্রীনাথ বাবুকে, নিজের লিখিত পুস্তকখানির বিষয়ে প্রকৃত মতামত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

সতীশকে "কৃপাপ্রার্থী" জানিয়াই শ্রীনাথ বাবুর মুখে সহসা গাম্ভীর্য্য উদিত হইল। অনেকেরই এ রকম হইয়া থাকে। সতীশের প্রার্থনায় কোনও উত্তর না দিয়া, নিজে কি কি কাগজে লেখেন এবং সম্পাদকগণ তাঁহার লেখা পাইবার জন্য কিরূপ "লালায়িত" হন, কল্পনা দেবীর সহায়তায় শ্রীনাথ বাবু সেই সকল পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সতীশ বেচারাকে অগত্যা সেই সকল কথা ধীর মনোযোগ সহ শুনিতে এবং বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতে হইল।

আরও খানিক ক্ষণ পরে, শ্রীনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার গ্রন্থখানির নাম কি?" ধীরে ধীরে সতীশ উত্তর করিলেন "আজ্ঞে, এখানির নাম 'অশ্রুধারা।'" পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে শ্রীনাথ বাবু বলিতে লাগিলেন, "অশ্রুধারা! নামটী আমি ভাল বিবেচনা করি না।

কথা কি জানেন, নামের ভিতরে মাধুর্য্য গুণের অপেক্ষা ওজো গুণই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। কৃতী লেখক সেই রূপই করেন।"

অতর্কিত ভাবে সতীশের এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। সতীশ কি তবে অকৃতী লেখক?

ডিবা হইতে পান লইয়া চিবাইতে চিবাইতে শ্রীনাথ বাবু বলিলেন "আপনার গ্রন্থের একটু পড়ুন দেখি।" সতীশ পুস্তক হাতে করিয়া পড়িতে লাগিলেন; প্রথমে কবিতার নাম পড়িলেন "গঙ্গা স্তোত্র" তার পরে কবিতা পড়িলেন—

"নমো দেবি সুরধুনী, পতিতপাবনি!—"

একছত্র না ফুরাইতেই সমালোচক বাধা দিয়া "এযে ভট্টাচার্য্যদিগের পাঠ্য মন্ত্র—এরকম কবিতার এখন চলন নাই। আপনি আর একটী পড়ুন।"

আমরা সত্য কথা বলিব; সতীশ যদি দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে অন্ততঃ নিজ পক্ষ সমর্থনে দুইটী কথা বলিতে পারিতেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি কবিতা লিখিয়াছেন। লোহার গায়ে অনেক আঘাত সহে, কিন্তু ফুলের গায়ে হাতের ভর সহেনা। যাহা হউক সতীশ, কম্পিত-হৃদয়ে কম্পিতকণ্ঠে, তাহার "বরষা" শিরস্ক কবিতা পড়িলেন—

"পরাণ কেমন করে!
আকাশে বরষা, ধরায় তমসা,
একেলা রয়েছি ঘরে।
মোহন ঠমকে, চপলা চমকে,
হেরিয়া নয়ন ঝরে!—"

শ্রীনাথ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন "থাক্, আর আবশ্যক নাই। স্বভাব-কবিতায় যেরূপ উচুঁদরের ভাষা ও জীবন্ত ভাব থাকে, ইহাতে সে সব কিছুই নাই। আপনার কবিতা কৃত্রিমতা-দুষ্ট; আপনি কষ্ট কল্পনার কবি!"

ভেড়ার শৃঙ্গের আঘাতে হীরার ধার ভাঙ্গিল! বেচারা সতীশ, এতকালের পরে আজি সমালোচকের কাছে আখ্যা পাইল "কষ্ট কল্পনার কবি!" এতদিনের পরিশ্রম, এত দিনের আনন্দোচ্ছ্বাস, আজি সমালোচনার আগুণে পুড়িয়া ভস্ম হইল! সতীশ নীরব, নিস্পন্দ!

করুণ-হৃদয় শ্রীনাথ বাবু তখন অনুগ্রহ-পরবশ হইয়া বলিতে লাগিলেন "আপনি দুঃখিত হবেন না; চেষ্টা করুন, কালে ভাল ফল হ'তে পারে। জানেন, সতীশ বাবু! আমার ভগিনী পতি এক জন সুকবি—স্বভাব কবি; তিনি 'চিদানন্দ বিকাসিনী' নামে একখানি কাব্য লিখিয়াছেন, আমরা সকলে সেখানি 'বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য' বলিয়াছি। আপনাকে তা থেকে কয় ছত্র শুনাই।" অতি কষ্টে সতীশ ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া বসিলেন; সমালোচক "চিদানন্দ বিকাসিনী" খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন; কবিতার নাম পড়িলেন "বিদ্যুৎ!" তার পরে পড়িলেন—

"হে বিদ্যুৎ! হে বজ্রাগ্নি!
তব স্রোতে ভাসিছে গগণ,
আরো, প্লাবিত হতেছে সারা বিশ্ব;
কি প্রখর তেজস্বিনী,
কিবা বঙ্কিমহাসিনী,
কোথা মিলে হেন অপূর্ব্ব সুদৃশ্য!
সম্বর্ত্ত আবর্ত্ত পুস্করাদি মহামেঘ যত,
সবে চায় লইতে আশ্রয়, তব পদাম্বুজে
অবিরত।"

সতীশ আর বসিলেন না। শ্রীনাথ বাবুকে পুস্তক দিলেন না। এক পলকের মধ্যে এক নির্জ্জনে উপস্থিত হইলেন। তার পরে সাশ্রুনেত্রে সেই কবিতা পুস্তকখানি বুকে চাপিয়া বলিলেন "কবিতে! তোমার জন্য আত্মীয় পরের অবাধ্য হইয়াছি, বিদ্বেষভাজন হইয়াছি, গালি খাইয়াছি, তোমার জন্য সবই সহিতে পারি, কিন্তু বজ্রদংষ্ট্রা কীটের মত নির্ম্মম সমালোচক যে তোমার সুকোমল প্রাণ চিবাইতে থাকিবে—আমার হৃৎপিণ্ড তাহার ভোঁতা অস্ত্র দিয়া হত্যা করিতে থাকিবে, তাহা আমি কখনই সহিতে পারিব না। পরের প্রীতিকামনায় অথবা নিজের যশোবাসনায় আর তোমাকে বাহিরে পাঠাইব না—আমার হৃদয়ান্তঃপুর বাসিনী কবিতা দেবি! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিলেই আমার সকল সুখ, আমার স্বর্গসুখ! তোমার জন্য খ্যাতি সম্মান ছাড়িয়াছি, ভার্য্যার প্রণয় ছাড়িয়াছি, এবারে চল, লোকালয় ছাড়িব; কেবল তোমাকেই ছাড়িব না!"

আর সতীশ চাকরি করিল না, বাড়ী আসিল না; কোথায় গেল সে সংবাদও পাওয়া গেল না! সরোজিনী পিতৃগৃহে বাস করিয়া সন্তান কয়টীকে মানুষ করিতে লাগিল; কিন্তু সে নিজে জীবন্মৃতা।

লেখিকা—
শ্রীমা—

বিবি কসেট্।

(৩৫২ সংখ্যা ২০পৃষ্ঠার পর)

বিবি কসেটের কার্য্যপ্রণালী সমস্ত পরিপাটী ও সুনিয়মাধীন। গণিতশাস্ত্রে যেরূপ সমস্ত ঠিক্, কিছুই ভুল হইবার যো নাই, ইহাঁর মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সেইরূপ বলা যাইতে পারে। আমরা অনেক বিষয় অনেক সময়ে সামান্য ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করি; কিন্তু আমাদিগের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে সামান্য ও ক্ষুদ্র বিষয় হইতে অসামান্য ও মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। মহত্ত্বের একটি প্রধান পরিচয় সামান্য বিষয় গুলিকে তুচ্ছজ্ঞান না করা। পরিচ্ছন্নতা, নিয়মপরতা ও সত্যপরায়ণতা—এই গুণত্রয় তাঁহাতে

অনুপ্রাণিত ছিল। মহৎ বিষয় সকলে এই গুণগুলি উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ পাইত। তিনি অপক্ষপাতিনী ও ন্যায়পরায়ণা। জন ষ্টুয়ার্ট মিল সম্বন্ধে কথিত আছে যে অন্যায় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করা যে কি, তাহা তিনি কখনও জানিতেন না। সেইরূপ নিয়মিত ও পরিমিতরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, আদৌ স্খলিতপদ হইতে হয় না। বিবি ফসেট, স্খলিতপদ হওয়া যে কি তাহা জানিতেন না। এগুণ অমূল্য। ইহা যাঁহার আছে, তিনি ধন্য। বিবি ফসেটকে এ গুণের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না করিয়া কি থাকিতে পারি? কপটতা তাঁহার নিকট অমার্জ্জনীয় পাপ। মুখে এক কথা, অন্তরে আর এক ভাব, কার্য্যে অন্য প্রকার—এইরূপ ভণ্ডামি অবলম্বন করিয়া লোকের নিকট ভাল বলিয়া পরিচিত হইতে পার, কিন্তু আপনার অন্তরাত্মার নিকট পার না, সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বরের নিকট পার না—বিবি ফসেটের নিকটও পার না, তাঁহার এতদূর সূক্ষ্মদর্শিতা ও অন্তদর্শিতা। কি অর্থ বিষয়ে, কি অন্য কোনও বিষয়ে কোনও মনুষ্যের আচরণে কপটতার বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাইলে তাহার নিকট হইতে সুদূরে থাকিতে সচেষ্ট হইতেন। পতিত নর নারীদিগের জন্য তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। যাহারা আত্মনির্ভর না করে, বা আপনার সহায় আপনি হইতে প্রস্তুত না হয়, তিনি তাহাদিগের সহায়তা করেন না। সুখ দুঃখে ইহাঁর সমভাব। ইহাঁর শান্ত মূর্ত্তি সর্ব্বদা অবিচলিত। যদি তুমি সন্তান সনভিব্যাহারে তাঁহাকে দেখ, যদি তুমি তাঁহাকে কোনও রূপ মানসিক বা শারীরিক যন্ত্রণায় আক্রান্ত দেখ, যদি তুমি তাঁহাকে কোনও এক সুসম্পাদিত প্রশংসনীয় কার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে শুন, তাহা হইলে তুমি জানিতে পারিবে যে, সেই প্রশান্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করিয়া কোমল রমণী-হৃদয় সুশোভিত ও আলোকিত হইতেছে।

ধন্যা রত্নপ্রসবিনী ধরণী, যেহেতু তুমি বিবি ফসেটের ন্যায় নারী গর্ভে ধারণ করিয়াছ! ধন্য সেই জাতি, যে জাতিতে তাঁহার মত মহিলা থাকিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে, ধন্য সেই পিতা মাতা, যাঁহাদিগের তাঁহার মত কন্যা আছে। ধন্য সেই স্বামী, যিনি তাঁহার মত বুদ্ধিমতী বিদ্যাবতী পুণ্যবতী ভার্য্যা পাইয়াছিলেন। ধন্য সেই পুত্রকন্যা, যাঁহারা তাঁহার মত মাতা পাইয়াছেন। ধন্য সেই কন্যারত্ন ফিলিপা ফসেট যাঁহার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার বীজ সেই বিদুষী মাতা বপন করেন, এবং এক্ষণে যাহার সৌরভ সমস্ত সভ্যজগতে বিস্তৃত হইতেছে। আমরা এস্থলে আপাততঃ ইহাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত সমাপ্ত করিলাম।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৫৪ সংখ্যা ৭৮ পৃষ্ঠার পর)

স্ত্রী-রোগ।

যজ্ঞডুমুরের রস মধুর সহিত পান করিলে, প্রদর নষ্ট হয়।

শ্বেত আকন্দের শিকড়ের ছাল ২তোলা, গোল মরিচ অর্দ্ধ তোলা, জল দিয়া বাটিয়া পীড়িত স্ত্রীলোককে এক দিন খাওয়াইবে।

পথ্য টাটকা মৎস্যের ঝোল এবং কিঞ্চিৎ শীতল সামগ্রী খাইবে। এক দিনেই রক্ত প্রদর ভাল হয়।

অশোক ছাল ২ তোলা ও দুগ্ধ এক পোয়া, ১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে অধিক রক্তস্রাব ও প্রদর রোগ সত্বর আরোগ্য হয়।

সোহাগার খৈ ১০ রতি ও দারুচিনি চূর্ণ ৫ রতি একত্র সেবন করিলে রজোরোধ নিবারণ হয়।

আম ও জাম ছালের ক্বাথ, খৈ চূর্ণ সহ সেবন করিলে গর্ভিণীর গ্রহিণী রোগ নষ্ট হয়।

ঈষদুষ্ণ শির্কায় নেকড়া ভিজাইয়া ১০।১২ ঘণ্টা স্তনোপরি বাঁধিয়া রাখিলে এক দিনেই ঠুনকা আরোগ্য হয়।

পুষ্করিণীর বড় পানার শিকড় লইয়া প্রসূতির মাথার চুলে বাঁধিয়া দিলে, বিনা কষ্টে প্রসব হয়।

ওলট কম্বলের শিকড় দুই ইঞ্চি পরিমাণ, ৮।১০ টা গোল মরিচ সহ বাটিয়া ঋতু হওনের ২ দিন পূর্ব্বে এবং ঋতুকালীন ৩ দিবস ও পরে দুই দিবস খাইলে বাধক ব্যামোহ আরোগ্য হয়। এইরূপে ৫।৬ মাসের ঋতুকালে ব্যবহৃত হইলে জরায়ুর দোষ সংশোধিত হয়। এই সময়ে স্ত্রীর সাচারা সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া সর্ব্বথা শুদ্ধাচারে থাকা কর্ত্তব্য।

মেথি এক তোলা আট তোলা দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পিশিয়া ২।৩ দিন প্রাতে সেবন করিলে,বাধক,বন্ধ্যা,মৃতবৎসা, অকালে প্রসব প্রভৃতি দোষ নষ্ট হয়।

শ্বেত অপরাজিতার মূল কটিদেশে বাঁধিয়া রাখিলে গর্ভপাত হয় না।

স্তনের বোঁটায় ক্ষত হইলে, সোহাগার খৈ ও ঘৃত একত্র মাড়িয়া তথায় প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

চাটিম কলাগাছের পাতা যাহা একটুও ছেঁড়া নাই, সেই পাতার ডগার শিষ লইয়া কোমরে বাঁধিয়া দিলে সহজে প্রসব হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

স্রোতের ফুল।*

১

কমল-মুকুল ওই স্রোতে ভেসে যায়,
ধুলা-মাখা কালি-মাখা,
লাবণ্য পড়েছে ঢাকা,
চঞ্চল সমীর ভরে ছুটেছে কোথায়!
ও যে কলি এক বিন্দু,
সুমুখে অকূল সিন্ধু
হুঙ্কারে গরজে, ধরা গরাসিতে চায়!
হয়ে যাবে ছিন্ন ভিন্ন,
রবে নাক শেষ চিহ্ন,
ও তরুণ কচি প্রাণ মরিবে ব্যথায়!
হতভাগা শতদল!
কে তোরে ছিঁড়িল বল?
কেড়ে নিয়ে পরিমল, কে দলিল পায়?
সে পাষণ্ড নিরমম,
তার কি ছিল না যম,
দিল না পবিত্র ফুল দেবতা-পূজায়!
কমল-মুকুল তাই স্রোতে ভেসে যায়!

২

ভুলিয়া চলেছে ফুল ডুবিয়া মরিতে—
কোথা সে রূপের ছটা,
ভুবন-মোহন ঘটা!
"অপবিত্র পদ্মফুল," কে পারে সহিতে!
নিঠুর বাতাস হায়,
ডুবায়ে মারিতে যায়!
ও' দারুণ পরিণাম পায়নি দেখিতে!
বোঝেনি অবোধ হিয়া,
তাই আসিয়াছে নিয়া,
দেবভোগ্য সুধারাশি, পিশাচে পূজিতে!
সরবস্ব যায় ভাসি,
তবু তার মুখে হাসি!
জানে না যে রসাতলে চলেছে ডুবিতে!
জানে না সে "বিষ-পান, কেবলি মরিতে"!

৩

মহামূর্খ বায়ু! তোর নাহি কাণ্ডজ্ঞান,
কি করিলি মাথা খেয়ে,
অমল কমল মেয়ে,
ভাসালি পঙ্কিল স্রোতে নিঠুর পাষাণ!
ও'তো আপনার মনে,
ফুটেছিল পদ্মবনে,
ও'র কাণে কত পাখী শুনাইত গান;
তপন সোণার হাসি,
দিত ও'রে ভালবাসি,
কতই আদর ও'র কত ছিল মান;
মধুর মলয় বা'য়,
হাত বুলাইত গা'য়,
ভ্রমর করিত স্তুতি খুলিয়া পরাণ;
বড় সাধ ছিল মালি,
সাজায়ে পবিত্র ডালি,
দেবের চরণে ও'রে করিবে প্রদান!
জনম সফল হবে সর্ব্বোচ্চ সম্মান!

* একটী পতিতা অল্পবয়স্কা রমণী দর্শনে লিখিত।

তোর ও পাষাণ চিত,
হ'ল না কি বিচলিত,
ছিঁড়িতে সে পূত কলি, দিয়ে বজ্র টান?
কি করিলি নীচাশয়, নিরেট পাষাণ!

৪

যাস্'নে ভাসিয়া ফুল, আয় ফিরে আয়!
পূত "গঙ্গাজল" ঢালি,
ধোয়াইয়া দিব কালি,
জাগিবে পবিত্র রক্ত নীরক্ত হিয়ায়!
আয় রে! শুনাব নিতি,
"পতিত-পাবন" গীতি,
আবার শোভিবি বালা কমল-মালায়!—
—না গো না আমারি ভুল,
কি সুখে ফিরিবে ফুল,
আসি এ নিঠুর দেশে দাঁড়াবে কোথায়?
ওর তরে হেতা মেলা
ঘৃণা গালি অবহেলা,
কি সুখে ফিরিবে ফুল, কেবা ওরে চায়?
গাছের উপরে পাখী,
তারও অরুণ আঁখি,
উপহাসে ঢেউ সব দূরে স'রে যায়!
কন্টকে আকীর্ণ কূল,
যা'ক্ ভেসে পোড়া ফুল,
ম'রে যা'ক্, ডুবে যা'ক্ জলধি-তলায়,
ফিরিলে দাঁড়াবে কোথা, কে উহারে চায়!

৫

কার বুকে রক্ত আছে, আয় চলি আয়!
এক বার বাঁচি মরি,
ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ি,
দেবতার ফুল কেন স্রোতে ভেসে যায়!
ধূলি মেখে কালি মেখে,
মাধুরী গিয়েছে ঢেকে,
দুরন্ত সমীর হায়! অতলে ডুবায়!
এই বেল চল! কূলে—
ধরিয়া আনিগে' কূলে,
পূত মন্দাকিনী-জলে ধোয়াইয়া কায়;
সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়া,
দে'গো! ও'রে বাঁচাইয়া,
সুগন্ধি চন্দন মেখে দিব দেবতায়;
কেন গো! দেবের ফুল স্রোতে ভেসে যায়!

৬

আমাদের ভয়ে ফুল যদি ভেসে যায়,
যদি অনুতাপী পাপী প্রীতি নাহি পায়;
বৃথা গান ধর্ম্মগীতি,
বৃথা ভান 'বিশ্ব-প্রীতি'
আমাদের এ জীবন বৃথা এ ধরায়!
আয়! তোরা বাঁচি মরি,
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ি,
বাঁধিয়া আনিব ফুলে স্নেহ মমতায়;
পথ-হারা দিশাহারা,
হইয়া পড়েছে সারা,
একটু স্নেহের ছা'য় দাঁড়াইতে চায়;
হাসুক অবোধ ঢেউ,
তাবলে ভেবনা কেউ,
পাখীর গরম আঁখি কেইবা ডরায়?
শত দোষ অবহেলি,
ঘৃণা' রোষ দূরে ফেলি,
"পতিত-পাবন" বলি, আয় তোরা আয়!
ধরিয়া স্রোতের ফুল দিব দেবতায়।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

স্বর্গীয় অম্বিকা দেব-জায়া।*

যে ধর্ম্মপ্রাণা পতিপ্রাণা স্নেহময়ী করুণাময়ী নারী-দেবীর বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবার ভার এই অভাজনের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, আমি নিজের সম্পূর্ণ অক্ষমতা সত্ত্বেও সেই পুণ্যবতীর অশেষ গুণরাশি দুই চারিটী কথায় বিবৃত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। বিধাতা যেন তাঁহাকে আদর্শ নারী করিবার জন্য সকল সুবিধাই করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা গোপালনগর নিবাসী ৺ বৈদ্যনাথ ঘোষ ঋষিতুল্য মনুষ্য ছিলেন এবং তাঁহার জননীকে মূর্ত্তিমতী দয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদিও তিনি অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীনা হয়েন, তথাপি তিনি যে তাঁহাদের সমস্ত সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। তিনি নিজে সর্ব্বদাই বলিতেন আমার যে কিছু সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, সমস্তই আমার পিতা মাতার পুণ্যে। ইহা কেবল তাঁহার মুখের কথা নহে; পিতৃদেবের স্মরণার্থে তিনি নিজ ব্যয়ে কোন্নগরে গঙ্গাতীরে একটি সুন্দর ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাহা এখনও তাঁহার অসাধারণ পিতৃভক্তির পরিচয় দিতেছে। নবম বর্ষে তাঁহার বিবাহ হয়। যে মহাপুরুষকে তিনি পতিত্বে বরণ করেন, তাঁহার কথা আর কি বলিব? কোন্নগর গ্রামের সকল শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ এক মাত্র তিনি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এরূপ পতিলাভ অতি অল্পসংখ্যক মহিলার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। বিবাহের দুই এক বৎসর পরেই তিনি স্বামীগৃহে বাস করিতে যান। সেকালে বধূজনের জীবন নিতান্ত সুখাবহ ছিল না। যদিও তাঁহার শ্বশুর ৺ ব্রজকিশোর দেব সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, তৎকাল-প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার দাস দাসী অধিক ছিল না এবং সংসারের পাকাদি সমস্ত কার্য্য পৌরাঙ্গনাদ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। সুতরাং নববধূকেও পর্য্যায়ক্রমে সেই বৃহৎ পরিবারের উপযোগী অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে হইত। এ কার্য্য তাঁহার ন্যায় বালিকার পক্ষে কতদূর দুষ্কর ছিল তাহা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভাতের হাঁড়ী নামাইবার সময় তাঁহাকে অপরের সাহায্য লইতে হইত। তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাল হয়, সুতরাং তাঁহাকে যত্ন করিবার লোক কেহই ছিল না, কিন্তু তিনি নিজগুণে তাঁহার শ্বশুর, ননন্দা ও যাতৃবৃন্দের বিশেষ স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ শ্বশুরের পরিচর্য্যায় তিনি সম্যক্ যত্নবতী ছিলেন এবং তাঁহার স্বামী কলেজ হইতে যে মাসিক বৃত্তি পাইতেন, তাহার কিয়দংশ যাহা তাঁহাকে প্রদত্ত হইত তিনি প্রায় তৎসমস্তই ননন্দা ও যাতৃদিগের তুষ্টি-

* ইঁহার শ্রাদ্ধবাসরে ইঁহার এক কৃতবিদ্য দৌহিত্র কর্ত্তৃক পঠিত।

সাধনে ব্যয় করিতেন। শিশুকালেই তিনি অসাধারণ মেধাবিনী ছিলেন, কিন্তু তৎকালপ্রচলিত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পিতৃদেব তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধে কোনওরূপ চেষ্টা করেন নাই। সে অভাব তাঁহার স্বামীর যত্নে দূর হয়। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে সামান্য কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। তাঁহার স্বামী পঠদশায় কলিকাতা হইতে সপ্তাহান্তে বাটী যাইতেন। সেকালে স্ত্রীলোকদিগের দিবাভাগে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎকার হইত না। সুতরাং তাঁহাকে সমস্ত দিবস যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া গৃহকার্য্য সমাপনপূর্ব্বক নিশীথে স্বামীর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত। এবিষয়ে অন্যের নিকট সহায়তা লাভ করা দূরে থাকুক, তিনি যে লেখাপড়া শিখিতেছেন ইহা অতি সতর্কতার সহিত গোপন করিতে হইত। তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি যে রন্ধন করিতে করিতে তিনি অঙ্গারখণ্ড লইয়া ভূমিতলে বর্ণমালা লিখিতে অভ্যাস করিতেন। এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে তৎকালপ্রচলিত অধিকাংশ বাঙ্গালা পুস্তক অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। স্বামীর বিদেশে কর্ম্ম হওয়ায় তাঁহাকে প্রবাসে যাইতে হয়। এই সময়ে তিনি নানাবিধ উপাদেয় আহারীয় প্রস্তুত করিতে শিখেন ও বিশেষ যত্নে তাঁহার স্বামীর বন্ধুজনকে খাওয়াইতেন। লোককে খাওয়াইতে তিনি বিশেষ ভাল বাসিতেন, এই প্রবৃত্তি তাঁহার আমরণ বলবতী ছিল। তাঁহার গৃহিণীপনা অতি প্রশংসনীয়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কোনও দ্রব্যের অপ্রতুল ছিল না, অথচ কোনও রূপ অপব্যয় হইত না। তাঁহার যেরূপ পতিভক্তি, তেমনি সন্তানবাৎসল্য ছিল। তাঁহার অনেকগুলি কন্যাসন্তান হয় ও একটি মাত্র পুত্রসন্তান জীবিত। কিন্তু ভুলেও কোনও সন্তানকে কখন প্রহার করেন নাই। দাসদাসীদিগকেও তিনি সন্তাননির্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। গো-সেবায় তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও অনুরাগ ছিল। তিনি গৃহ সংসারে কোনও রূপ অপরিচ্ছন্নতা দেখিতে পারিতেন না, তাঁহাকে কখনও মলিন কিম্বা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতে দেখি নাই। তিনি সকল প্রকার অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন, কেবল মিথ্যাকে বড় ঘৃণা করিতেন। তাঁহার দয়ার ইয়ত্তা ছিল না। তাঁহার দানের কথা কাহাকেও জানিতে দিতেন না। দরিদ্র প্রতিবেশীদিগের দুঃখের কথা তিনি আগ্রহের সহিত শুনিতেন ও যথাসাধ্য তাহাদের দুঃখ মোচন করিতেন। এই উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তি তাঁহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন রাস্তার মুটিয়াকে ও আমার সন্তানদিগকে আমি সমান স্নেহের চক্ষে দেখিতে সমর্থ হইয়াছি। সেণ্টভিন্‌সেণ্ট হোমে গিয়া তথাকার দয়াবতী নন্‌দিগের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া তিনি

মুগ্ধ হইয়া ঐ আশ্রমের ও দাসাশ্রমের অর্থসাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার উইলের মর্ম্ম আমি অবগত নহি, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে তাহাতে তাঁহার পরার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কোন্নগরের ব্রাহ্মসমাজে ও বালিকাবিদ্যালয়ে তিনি রীতিমত চাঁদা দিতেন ও নিজব্যয়ে উক্ত গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন এবং যাহাতে এই চিকিৎসালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে চলে, মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি কোমল ও মধুর ছিল। রোগের যন্ত্রণায় তাহার কোনওরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। তাঁহার পতিভক্তির কথা কি বলিব? ৬৫ বৎসর কাল একাদিক্রমে স্বামীর সহিত সুখে কাটাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একদিনের জন্যেও উভয়ের মনান্তর হয় নাই। তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বামীর সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে তাঁহার স্বামী সবল ও সুস্থশরীর থাকিতে থাকিতেই উচ্চ বেতনের লোভ পরিহার করিয়া রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও দেশের বিবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। এই সকল অনুষ্ঠানে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তিনি প্রথমে লোক প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবতী ছিলেন, পরে স্বামীর উপদেশে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিতা হন ও প্রত্যহ ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে কোনও রূপ সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্ম্মভাব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি অহরহ কেবল ভগবানের নাম জপ করিতেন ও বলিতেন যে অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃতা হইলে আমার মনে হয় আমার সময় নষ্ট হইতেছে। মৃত্যুশয্যায় শয়ানা হইয়াও তিনি রোগের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়া সানন্দে ব্রহ্মনাম গান ও উপাসনা করিতেন। বস্তুতঃ মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাদিগকে ভগভক্তির যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না। মৃত্যুর সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে আমি যে কি আনন্দ বোধ করিতেছি তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে। এখানে এই টুকু বলা আবশ্যক যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার স্ত্রীবিয়োগ হয়। পুণ্যবতী তাঁহার প্রাণবল্লভকে আনন্দধামে পাইয়া বিরহ যন্ত্রণা ভুলিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র স্মৃতি যেন আমাদের জীবনপথের চিরসহায় হয়।

মানব চরিত্র বিচার।

মানব প্রকৃতিতে দেবভাব ও পশুভাবের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন নর নারীতেই কেবল যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব লক্ষিত হয়, তাহা নহে। একই মনুষ্যে অবস্থা বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন জীবের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক আডিসন মানব প্রকৃতিকে সিংহ, কুক্কুর, মার্জার প্রভৃতি নানা জন্তুর চরিত্র অনুসারে যে বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন, অনেক দিন হইল বামাবোধিনীতে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি, অদ্য সুবিখ্যাত চিকিৎসা-শাস্ত্রকার চরক মুনির কৃত বিভাগ প্রকটন করা যাইতেছে।

চরক বলেন ;—

শুদ্ধস্য সত্ত্বস্য সপ্তবিধং ভেদাংশং বিদ্যাৎ কল্যাণাংশত্বাৎ তৎ সংযোগাত্তু ব্রাহ্মমত্যন্তশুদ্ধং ব্যবস্যেৎ।

অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বের সপ্তপ্রকার ভেদ জানিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মসত্ত্ব শুভকারী ও অত্যন্ত শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। নিম্নে শুদ্ধসত্ত্বের সপ্তপ্রকার ভেদ ও লক্ষণ বলা যাইতেছে।

শুচিং সত্যাভিসন্ধং জিতাত্মানং সংবিভাগিনং জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচনসম্পন্নং স্মৃতিমন্তং কামক্রোধলোভমানমোহের্ষ্যামর্ষাপেতং সমং সর্ব্বভূতেষু ব্রাহ্মং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি শুচি, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয় যাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিভাগকরণে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, যিনি জ্ঞান, বিজ্ঞান, বচন ও প্রতিবচন বিষয়ে উৎকৃষ্ট শক্তিসম্পন্ন, স্মরণশক্তিবিশিষ্ট, যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষ্যা এবং অমর্ষ প্রভৃতি দোষে দূষিত নহেন এবং যাঁহার সর্ব্বভূতেই সমান জ্ঞান, তাঁহাকে ব্রাহ্ম্য বলিয়া জানিবে।

ইজ্যাধ্যয়নব্রতহোমব্রহ্মচর্যামতিথিব্রতমুপশান্তমদমানরাগদ্বেষমোহলোভরোষং প্রতিবচনবিজ্ঞানোপধারণশক্তিসম্পন্নমার্ষং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি যজন, অধ্যয়ন, হোম এবং ব্রহ্মচর্য্যায় সতত অনুরক্ত, যিনি উৎকৃষ্টরূপে অতিথিসৎকার করেন এবং যাঁহার আসক্তি, দ্বেষ, লোভ, মোহ এবং রোষপ্রভৃতির উপশম হইয়াছে, যিনি প্রতিভাসম্পন্ন এবং বচন, বিজ্ঞান ও ধারণাশক্তিসম্পন্ন, তাঁহাকে আর্ষ অর্থাৎ ঋষিসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

ঐশ্বর্য্যবন্তমাদেয়বাক্যং যজ্বানং শূরমোজস্বিনং তেজসোপেতমক্লিষ্টকর্ম্মাণং দীর্ঘদর্শিনং ধর্ম্মার্থকামাভিরতমৈন্দ্রং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি ঐশ্বর্য্যশালী, যাঁহার বাক্য লোকে গ্রাহ্য করে, যিনি যাগশীল, বিক্রমশালী, ওজস্বী ও তেজস্বী, আর যিনি কোন কষ্টকর কর্ম্ম না করেন, যিনি দূরদর্শী এবং অর্থ, ধর্ম্ম ও কামনায় যাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ, তাঁহাকে ঐন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

লেখাস্থবৃত্তং প্রাপ্তকারিণমসংহার্য্যমুত্থানবন্তং স্মৃতিমন্তমৈশ্বর্য্যালম্বিনং ব্যপগতরাগদ্বেষমোহং যাম্যং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যাঁহার কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য-বিষয়ে ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট থাকে, যিনি অনস্বী, সামর্থ্যবান্, স্মৃতিমান্, ঐশ্বর্য্য-শালী এবং যাঁহার বিষয়াসক্তি, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা ও মোহ না থাকে, তাঁহাকে যাম্য অর্থাৎ যমসত্ত্ব পুরুষ বলিয়া জানিবে।

শূরং শুচিমশুচিদ্বেষিণং যজ্ঞানমম্ভোবিহাররতিম-ক্লিষ্টকর্ম্মাণং স্থানকোপপ্রসাদং বারুণং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি বিক্রমশালী, শুদ্ধাচারী, অশুচিদ্বেষী, যাগকারী, জলবিহারে রত, অক্লিষ্টকর্ম্মা, আর যিনি যথাযোগ্য স্থলে কোপ ও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে বারুণ অর্থাৎ বরুণসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

স্থানমানোপভোগং পরিবারসম্পন্নং সুখবিহারং ধর্ম্মার্থকামনিত্যং শুচিং ব্যক্তকোপপ্রসাদং কৌবেরং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি যথাস্থানে মান ও উপ-ভোগ করেন, আর যিনি পরিবারসম্পন্ন, সুখবিহারী, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনাতে স্থির-মতি, শুচি এবং যাঁহার কোপ ও অনুগ্রহ ব্যক্ত, তাঁহাকে কৌবের অর্থাৎ কুবেরসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

প্রিয়নৃত্যগীতবাদিত্রোল্লাপক শ্লোকাখ্যায়িকেতি-হাসপুরাণেষু কুশলং গন্ধমাল্যানুলেপনবস্ত্রস্ত্রীবিহার-কামনিত্যমনসূয়কং গান্ধর্ব্বং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যিনি গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং উল্লাপকপ্রিয়, আর যিনি শ্লোক, আখ্যা-য়িকা, ও ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনায় অত্যন্ত নিপুণ, যাঁহার গন্ধ, মাল্য, অনু-লেপন, বস্ত্র এবং স্ত্রী ইত্যাদিতে অত্যন্ত অভিলাষ ও যিনি অসূয়াশূন্য, তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব অর্থাৎ গন্ধর্ব্বসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

সেইরূপ রোষাংশ বলিয়া রাজসসত্ত্ব ছয়প্রকার। নিম্নে তাহাদের লক্ষণ বিবৃত হইতেছে।

শূরঞ্চণ্ডমসূয়কমৈশ্বর্য্যবন্তমৌদরিকং রৌদ্রমননু-ক্রোশকা আত্মপূজকমাসুরং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত বিক্রমশালী, চণ্ড, অসূয়াপরতন্ত্র, ঐশ্বর্য্যশালী, ঔদরিক, উগ্র, নির্দ্দয় এবং আত্মম্ভরী, তাহাকে আসুর অর্থাৎ অসুরসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

অমর্ষিণমনুবন্ধকোপঞ্ছিদ্রপ্রহারিণং ক্রূরমাহারা-তিমাত্ররুচিমামিষপ্রিয়তমং স্বপ্নায়াসবহুলমীর্ষ্যুং রাক্ষসং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত অমর্ষণ (অপমানা-সহিষ্ণু), একবার কুপিত হইলে অনেক দিবস পর্য্যন্ত কুপিত থাকে, অল্প অপরাধেই প্রহার করে, অত্যন্ত ক্রূর, আর যাহার আহারে অত্যন্ত রুচি এবং যৎপরোনাস্তি মাংসপ্রিয়, নিদ্রাপরতন্ত্র, অত্যন্ত পরিশ্রমী ও ঈর্ষাবান্, তাহাকে রাক্ষস অর্থাৎ রাক্ষসসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

মহালসং স্ত্রৈণং স্ত্রীরহস্কামমশুচিং শুচিদ্বেষি-ভীরুম্ভীষয়িতারং বিকৃতিবিহারাহারশীলং পৈশাচং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ অত্যন্ত অলস, স্ত্রৈণ, স্ত্রী-বিহারী, অশুচি, শুচিদ্বেষী, ভীরু, ভয়ঙ্কর এবং বিকৃত আহার বিহারশীল ব্যক্তিকে পৈশাচ অর্থাৎ পিশাচসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

ক্রুদ্ধং শূরং প্রক্রুদ্ধভীরুন্তীক্ষ্ণমায়াসবহুলং সন্ত্রস্ত-গোচরমাহারবিহারপরং সার্পং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, বিক্রমশালী, ভীরু, তীক্ষ্ণপরিশ্রমী, যে অল্পেতেই মন্ত্রণা

বুঝিতে পারে এবং যে সর্ব্বদা আহার ও বিহারাসক্ত, তাহাকে সার্প অর্থাৎ সর্পসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

আহারকামমতিদুঃখশীলাচারমসূয়কমসংবিভাগিনমতিলোলুপমকর্ম্মশীলং প্রৈতং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যাহার আহারে সর্ব্বদা অত্যন্ত অভিলাষ, আচার ও উপচার দুঃখজনক, যে অসূয়াপরতন্ত্র, অসংবিভাগী (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিধায়ক বুদ্ধিশূন্য) লোভী এবং অকর্ম্মণ্য, তাহাকে প্রৈত অর্থাৎ প্রেতসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

অনুষক্তকামমজস্রমাহারবিহারপরং অনবস্থিতমমর্ষণমসঞ্চয়ং শাকুনং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যাহার মনে সর্ব্বদা কামনা বিদ্যমান থাকে, আর যে সর্ব্বদা আহার ও বিহারাসক্ত, অনবস্থিত, অমর্ষণশীল এবং অসঞ্চয়ী, তাহাকে শাকুন অর্থাৎ শকুনসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

সেইরূপ মোহাংশ বলিয়া তামসসত্ত্ব ত্রিবিধভেদে বিভক্ত, যথা—

নিরাকরিষ্ণুমমেধসং জুগুপ্সিতাচারমাহারবিহারমৈথুনপরং স্বপ্নশীলং পাশবং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে কেবল সর্ব্বদা নিরাকরণ করিয়া থাকে, যাহার নীচবেশ, যে নিয়ত নিন্দনীয় আহার, বিহার ও মৈথুনাসক্ত এবং নিদ্রাপরতন্ত্র, তাহাকে পাশব অর্থাৎ পশুসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

ভীরুমবুধমাহারলুব্ধমনবস্থিতমনুষক্তকামক্রোধং সরণশীলমস্তোয়কামং মাৎস্যং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে ভীরু, মূর্খ, আহারলোভী, অনবস্থিত এবং সর্ব্বদা কাম ও ক্রোধের দ্বারা অভিভূত, গমনশীল ও সর্ব্বদা জলকামী, তাহাকে মাৎস্য অর্থাৎ মৎস্যসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

অলসং কেবলমভিনিবিষ্টমাহারে সর্ব্ববুদ্ধ্যঙ্গহীনং বানস্পত্যং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত অলস, যাহার কেবল আহার ও বিহারবিষয়ে সর্ব্বদা অভিনিবেশ এবং আর আর বিষয়ে বুদ্ধিহীন, তাহাকে বানস্পত্য অর্থাৎ বনস্পতিসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

ইত্যপরিসংখ্যেয়ভেদানাং খলু ত্রয়াণামপি সত্ত্বানাং ভেদৈকদেশো ব্যাখ্যাতঃ।

অর্থাৎ তিনপ্রকার সত্ত্বের অপরিসংখ্যেয় ভেদ হইলেও আমরা কিন্তু সেই সত্ত্বের ভেদবিষয়ে একদেশ মাত্র ব্যাখ্যা করিলাম।*

কতকগুলি সুমাতা।

মানব প্রকৃতির একটি বিশেষ গুণ এই যে যাহাকে ভাল বাসা যায় সে উপস্থিত অনুপস্থিতে, বর্ত্তমান অবর্ত্তমানে সর্ব্বদাই তাহার চিন্তা মনে উদিত হয়। সে কোন্ দিন কোন্ কথাটি বলিয়াছে, কোন্ দিন কোন্ গল্পটী করিয়াছে মনে পড়ে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে শিশু-

* চিকিৎসা সম্মিলনী হইতে গৃহীত। বা, বো, স।

জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না। ক্ষুদ্র-শিশু তার মাতা পিতাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসে। পিতা কি মাতার অনুপস্থিতিতে শিশুর মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় "ভাই মা অমুক কথা বলিয়াছেন," "না ভাই! বাবা ও কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন" সমবয়স্কদিগের সহিত ক্রীড়া কালে শিশুগণ প্রায়ই এই কথা বলে। পিতা অপেক্ষা আবার মাতার উপরেই শিশুজীবন অধিক নির্ভর করে। মাতার নিকটেই শিশু অধিকক্ষণ থাকে, সুতরাং মাতাকেই সে সমধিক অনুকরণ করে এবং জননীর নিকটেই অধিক আবদার করে ও তাঁহাকেই অধিক ভালবাসে। সন্তানের শরীর রক্ষার জন্য জননী যেরূপ দায়ী, সন্তানের মনোবৃত্তি বিকাশের জন্য সুমাতার ততোধিক যত্ন করা কর্ত্তব্য। জননী শৈশবকালে সস্নেহ চুম্বনের সহিত সুকুমার শিশুকে যে শিক্ষা দেন, বা গল্পচ্ছলে যে উপদেশটী বলিয়া থাকেন, শিশুর চির দিন তাহা মনে থাকে। জননী যদি সুশিক্ষিতা উচ্চহৃদয়া বুদ্ধিমতী হয়েন, তাহাহইলে "বাবা পাপা" বলিবার সময়েই শিশুকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। সে যাহাহউক শিশু শিক্ষা কি? উহা কত গুরুতর বিষয়? কি করিলে সুমাতা হওয়া যায়? তাহা বামাবোধিনীতে পুনঃপুনঃ আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে। পৌরাণিক সময় হইতে আধুনিক উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মাতৃগুণে কত জন ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বীর্য্যবান্ বীর জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে পবিত্র ও মানব সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

১। সুনীতি। ত্রেতাযুগে উত্তানপাদ রাজমহিষী ধ্রুবের মাতা সুনীতি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ধ্রুবকে তিনি হরিভক্তিই উত্তম জ্ঞান, সংসারে হরি- চরণই জীবের একমাত্র মুক্তির উপায়, একমাত্র হরিই মানবকে দুঃখ বিপদ ও অপমান হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, যে তাঁর উপর ভারার্পণ করে তিনি তাহাকে কথনই নিরাশ করেন না ইত্যাদি শিক্ষা ধ্রুবের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন। যে দিন উত্তানপাদ নৃপবর ধ্রুবকে অপমানিত করিয়া সিংহাসনারোহণ করিতে দিলেন না, দুঃখিত ও অপমানিত ধ্রুব রোদন করিতে করিতে নিজ মাতা সুনীতির নিকট গমন করিলেন। রোদনপরায়ণা ধ্রুবের সহিত সেই রাত্রি সুনীতির কথোপকথন দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ধূলা-ধূসরিত ও ব্যথিতচিত্ত ধ্রুব রোদন করিতে করিতে মাতৃ-কুটীরে সমাগত হইয়া রাজার দুর্ব্যবহারের বিষয় বলিলেন। সুমাতা সুনীতি কিছুমাত্র অধৈর্য্য না হইয়া সস্নেহ চুম্বনপূর্ব্বক ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইয়া আঁচল দিয়া ধূলা মুছাইয়া দিলেন ও কহিলেন "বৎস! ভবিতব্য খণ্ডন করিবার দেবতারও সাধ্য

নাই, তুমি কোন্ ছার ক্ষুদ্র মানব মাত্র। ঈশ্বর জীবের কর্ম্ম দেখিয়া ফল দেন, আমি মন্দভাগিনী পূর্ব্ব জন্মে অনেক অপকর্ম্ম করিয়াছি তাই এজন্মে ভগবান্ প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছেন। হতভাগিনীর সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের জন্যই ভগবান তোমাকেও কষ্ট দিতেছেন। মানবের নিকট ইহার প্রতীকার হইবেনা। দয়াময় হরিই এ বিপদুদ্ধার করিতে পারেন। তুমি একান্ত ভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও। অনন্ত দয়াময়, অনাথনাথ পদ্মপলাশলোচন নিশ্চয়ই দয়া করিবেন। বৎস! পূর্ব্বকালে জটীল নামে এক অনাথ ব্রাহ্মণ কুমার ছিলেন। লোকালয় হইতে কিছুদূরে একটী অরণ্যে তাঁহারা বাস করিতেন। অল্প বয়সে তাপসকুমারের পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাকে একাকী শিক্ষার্থ পাঠশালায় আসিতে হইত। পঞ্চম বৎসরের শিশু জটীল অরণ্য মধ্য দিয়া একাকী আসিতে ভয় পাইত। তাই জটীলমাতা বলিয়া দিয়াছিলেন "জটীল বনে যখন ভয় পাইবে তখন "দীনবন্ধু রক্ষা কর" বলিয়া ডাকিও, তাহা হইলে তিনি ভয় দূর করিবেন"। বালক জটীল মাতৃশিক্ষামত "দীনবন্ধু আমাকে রক্ষা কর, গভীর অরণ্য পার করিয়া দাও" বলিয়া সরল বিশ্বাসের সহিত ডাকিলেই ভক্তবৎসল দীনবন্ধু প্রকাশিত হইয়া তাহাকে অরণ্য হইতে গ্রামে ও আসিবার সময় গ্রাম হইতে কুটীরে পৌছাইয়া আসিতেন। বালক জটীল দীনবন্ধুর শিক্ষামত কাহাকেও একথা বলেন নাই। কিন্তু সে নির্ভয় নিশ্চিন্ত, তার এখন ভয় নাই, ভগবানকে পাইয়া সে দিব্য চক্ষু পাইয়াছে। এইরূপে এক বৎসর পরে জটীলের শিক্ষকের পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত। শিক্ষক শ্রাদ্ধাদি করিলে প্রত্যেক ছাত্র ফলাহারের উপকরণ দ্রব্যের এক একটীর ভার লইলে ব্রাহ্মণ ফলাহার করাইবেন ঠিক্ হইল। তদনুসারে দরিদ্র বালক জটীলের উপর দধি যোগাইবার আদেশ হইল। জটীল জানিত গৃহে মাতা শূন্যহস্ত, গাভীও নাই যে দধি প্রস্তুত করিবেন। মাতাকে দধি চাহিলে স্বামীকে স্মরণ পূর্ব্বক রোদন করিবেন মাত্র। এই সকল চিন্তা করিয়া অবোধ বালক জটীল দীনবন্ধুর নিকট দধি চাহিলেন। দীনবন্ধু একটী ক্ষুদ্র ভাণ্ডে দধি দিয়া বলিলেন "এই দধি অনুপম সুমধুর, এক অঙ্গুলী পরিমাণ দধি লইয়া প্রত্যেকের পাত্রে দিবে, পরিপূর্ণ হইবে। এদিকে ফলাহার আরম্ভ হইলেই জটীলের উপর দধি আনিবার আদেশ হইল। ভাণ্ড হস্তে জটীল দধি পরিবেশনে উদ্যত দেখিয়া সহপাঠীরা অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া হাসিলেন এবং শিক্ষক মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একটী বেত্রদ্বারা জটীলকে প্রহার করিয়া বলিলেন "অবোধ! যদি দধি দিতে না পারিবি পূর্ব্বে বলিলি না কেন? এই ভাণ্ডের দধিতে কি কখন এত লোকের ভোজন করান হয়? যা দূর হ,

হতভাগ্য আজ আমাকে যথেষ্ট লজ্জায় ফেলিল।" বালক জটীল বলিলি "আমি দধি বণ্টন করিতেছি, ভয় নাই আপনাকে লজ্জা পাইতে হইবে না।" এই বলিয়া যথাযোগ্যরূপে ঋষিকুমার জটীল দধি বণ্টন করিয়া পরিপূর্ণ দধি-ভাণ্ড শিক্ষকের হস্তে দিলেন। ব্রাহ্মণ-গণ পুনঃ পুনঃ দধির প্রশংসা করিলেন। পরিপূর্ণ দধিভাণ্ড দেখিয়া ব্রাহ্মণশিক্ষক আশ্চর্য্য হইয়া জটীলকে 'দধি কোথায় পাইলে?' জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক সরল ভাবে সমস্ত বলিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শুনিয়া জটীলকে সহস্র আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন তাত! তোমাকে শতশত ধন্যবাদ, ঈশ্বরকে তুমি প্রত্যহ দর্শন কর, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। তোমার মত ছাত্র পাইয়া আমিও ধন্য হইলাম। বৎস! তোমার দীনবন্ধুকে একবার দেখাইতে হইবে। সরল বালক জটীল গুরুর কাকুতি মিনতি শুনিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দীনবন্ধুকে দেখাইলেন। বৃদ্ধ তাপস দেখিলেন অন্যায়রূপে জটীলকে তিনি যে বেত্রাঘাত করিয়াছেন সেই চিহ্ন ভক্তবৎসল হরি নিজ পৃষ্ঠে গ্রহণ করিয়াছেন। পরে দয়াময় হরির কৃপায় তাঁহার দিব্যচক্ষু হইল। শিষ্যের সাহায্যে তাঁহার ভব-বন্ধন মোচন হইল। তজ্জন্যই বলি-তেছি বৎস ধ্রুব! হরি ভজনে দেশ কাল সময় অসময় নাই। ভবার্ণব পার হইবার ও কষ্ট দুঃখ দূর করিবার একমাত্র মহৌষধি হরিনাম চিন্তা। তুমি কায়মনে তাঁর শরণ লও, সরলভাবে আপনার প্রাণের ব্যথা তাঁকে জানাও, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিবেন। বৎস! সংসারের লোককে দুঃখ কষ্ট জানাইলে কেহ বিদ্রূপ করে, কেহ বা ভর্ৎসনা করিয়া প্রত্যুত্তর দেয়, এক মাত্র শান্তিদাতা হরি বিনা কেহই শান্তি দিতে পারে না। সুমাতা সুনীতির সান্ত্বনাবাক্যে দগ্ধপ্রাণ ধ্রুব উৎসাহিতচিত্তে হরিসাধনার জন্য মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী এক বৎসরের জন্য কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে মাসিক ১০০৲ টাকা করিয়া সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক শিক্ষার্থ শীঘ্র বিলাত যাইবেন।

২। কোরিয়া লইয়া জাপান ও চীনে যুদ্ধ বাধিয়াছে। জাপানই যুদ্ধ বাধা-ইবার মূল।

৩। ইউরোপের রাজ্ঞীদিগের মধ্যে ডেনমার্কের রাজকুমারী এবং পর্ত্তুগালের রাণীই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবনী।

৪। পাতিয়ালার মহারাজের পাট-রাণী একজন শ্বেতাঙ্গিনী, ইহা সকলেই জানেন। সে দিন ভাওয়ালপুরের নবাবও

দেখা দেখি এক ইংরাজ রমণীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন।

৫। মহারাণী যখন সিংহাসনে অধি-রোহণ করেন, তখন ইংরাজদিগের মধ্যে শতকরা ৪১ জনেরও অধিক নিজের নামটি পর্য্যন্ত লিখিতে জানিত না; এক্ষণে নাম দস্তখত করিতে পারে না এমত লোকের সংখ্যা শতকরা ৭ জনের অধিক হইবে না।

৬। গত ২৫শে জুন নর্দ্দমটন নগরে ভারতবন্ধু মৃত মহাত্মা ব্রাডল সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সেখানে ২০ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রতিমূর্ত্তি এমন ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে ব্রাডল যেন মহাসভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। ইংলণ্ডের জন সাধারণের ও ভারতবাসীর তিনি যে অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে সে কথা অঙ্কিত হইয়াছে।

৭। কুলু অঞ্চলে পাহাড় ধ্বংস হওয়ায় সম্প্রতি ৯ জন লোক, ৭ টা ঘোড়া এবং প্রায় ২৫০০ ভেড়া চাপা পড়িয়া মরিয়াছে।

৮। চীনের কোন কোন সম্প্রদায় স্বজাতীয় রমণীদিগকে নিরামিষ আহার করিতে উপদেশ দেয়। তাহারা বলে নিরামিষ খাইলে আর তোমার রমণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

৯। সাক্সনীর রাজ্ঞী তিন জন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল দরিদ্র রোগীর ঔষধাদি ব্যবস্থা করেন।

১০। একজন ফরাসী ডাক্তার এক-জন স্ত্রীলোকের লুপ্ত ওষ্ঠের স্থানে একটি নূতন ওষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী-লোকটির হাতের চামড়া কাটিয়া লইয়া ঐ ওষ্ঠ নির্ম্মিত হয়।

১১। বরদার গুইকুমারের জনৈক সহচর মিষ্টার আব্বাস তয়াবাজীর পত্নী সার উইলিয়ম ওয়েডরবরণ ও দাদাভাই নৌরজীর সহিত মহাসভা দেখিতে গিয়াছিলেন। মুসলমান রমণীদিগের মধ্যে তিনিই এই সর্ব্ব প্রথম মহাসভা দর্শন করিলেন।

১২। মাননীয় ডবলিউ, সি, বনার্জ্জির কন্যা মিস্ এস্, এ, বনার্জ্জি বিলাত হইতে "রেঙ্গলার" হইয়া এদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

শোক সঙ্গীত।

পরাণে সহেনা
লেখনী সরেনা
কোথায় যতীন্দ্র মম অমুল রতন!
বুক ফেটে যায়
হায়, হায়, হায়!

অভাগী দিদির তুই কাঙ্গালের ধন;
কি দোষ পাইয়া
গেলিরে ছাড়িয়া
যেন রে অপরিচিত পান্থের মতন,

জননী-জীবন,
বুক-চিরা-ধন!
তোরে বিসর্জ্জিয়া ধিক্, রয়েছে জীবন!

২

সে চারু আনন
কমল লোচন
সুবর্ণ সুবর্ণ, নবনীতোপম দেহ,
বাসনা আমার
আর এক বার
দেখি যদি দয়া করে দেখায় রে কেহ।
বড়ই দুর্জ্জন
কৃতান্ত শমন
জানিয়ে হৃদয় তার কাঠিন্যের গেহ,
তবু ধরি পায়
কাল মহাশয়!
প্রাণের যতীনে মোর ফিরাইয়া দেহ।

৩

প্রাণের যতীন।
আজ কত দিন
হেরি নাই বাপ তোর চারু চন্দ্রানন।
ও বচন সুধা
হরিত রে ক্ষুধা
'মাসীমা' বলিয়া ডাক জুড়াক জীবন।
ঈশ্বর-কৃপায়
এ শূন্য হৃদয়,
পুত্র-স্নেহ সরোবর তোদের কারণ।
ভরা পরিমল
স্বর্ণ শতদল
ফুটেছিল চারি ভাই হৃদয়-নন্দন,
পাষাণ হৃদয়
যম নিরদয়
নির্ম্মম হইয়া তোরে করিল হরণ।

৪

বড় সাধ মনে
শ্মশান শয়নে
তোদের সমুখে আমি ত্যজিব জীবন,
বৃথা হ'ল সাধ
একি পরমাদ!
আমার সম্মুখে তোর অন্তিম শয়ন!

বড় সুখ-আশে
পরিণয় পাশে
বাঁধি তোরে মাতা তব আনন্দে মগন,
(সেই) বন্ধন ছিঁড়িয়া
গেলে পলাইয়া
সে চারু লতিকা হল ভূতলে পতন!
সেই কচি মেয়ে
পর মুখ চেয়ে
বহিয়া বৈধব্য জ্বালা কাটাবে জীবন,
আহা! চারুবালা
নিতান্ত সরলা
বুঝেনা সে সংসারের কুটিল ঘটন;
বুঝেনি সে হায়!
ভ্রাতৃজায়া পায়
কিরূপে করিতে হয় মস্তক লুণ্ঠন,
যাতৃ-গণ পাশে
অনুগ্রহ আশে
কি ক'রে করিতে হবে মানস রঞ্জন;
হায়! অভাগিনী
আজও বুঝেনি
কি অমূল কণ্ঠহার হরিল শমন!

৫

জগতের সার
স্বামী কণ্ঠহার
হারায়েছ বৎসে! তুমি বুঝিবে যখন,
পূর্ব্বেই তাহার
যেন য়ে তোমায়

* * *

পাষাণে বেঁধেছি বুক তবুও এখন
বলিতে সে কথা
কেন লাগে ব্যথা?
পতিহীনা নারীর ত মঙ্গল মরণ।
তুইরে সরলা বালা
বুকে পোষি শত জ্বালা
কেমনে কাটাবি কাল? তাই তোর তরে
অভাগী মাসীমা মৃত্যু আশীর্ব্বাদ করে।

শ্রীকুমুদিনী রায়।

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ১৮৯৩-৯৪ অব্দের পারিতোষিক দান কালে ১টি ৮০ টাকা ও আর একটি ৪০৲ টাকা করিয়া দুইটি পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। "মনুষ্য ও পশুর প্রতি দয়া" বা "শিশুদিগের নীতিশিক্ষা" এই দুইটি বিষয়ের অন্যতরটি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

পারিতোষিক দানের নিয়ম—

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিক-প্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী,পিতা বা অভিভাবককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে, যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী, ঐ প্রবন্ধ রচনা কালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৪ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিক রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক, রচনার গুণানুসারে তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

এ, ক্রফ ট,
বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।
কলিকাতা ১১ জুলাই ১৮৯৪।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৬ সংখ্যা	ভাদ্র ১৩০১—সেপ্টেম্বর ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনীর একত্রিংশ জন্মোৎসব।

মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের কৃপায় বামাবোধিনী ৩১ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৩২ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই বর্ষ বৃদ্ধির জন্য আমরা সেই দেব-দেবের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রণত হই। তিনি তাঁহার এই ক্ষুদ্র সেবিকার মস্তকে শুভাশীষ বর্ষণ করুন—ইহার সকল আপদের শান্তি হউক এবং তাঁহার সেবায় বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহার অনুরাগ ও শক্তি বর্দ্ধিত হউক। বামাবোধিনীর গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা এবং সহানুভূতিকারী ও হিতৈষী সকল শ্রেণীর ভাই ভগিনী-দিগকেও আজি সাদরে ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অভিবাদন করিতেছি, তাঁহারা এই পত্রিকাকে প্রসন্নচক্ষে দর্শন করিয়া ইহার শুভোন্নতির সহায়তা করুন্।

দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে দুর্ভাগিনী রমণী-দিগের হিতসাধন উদ্দেশ্য করিয়া এই ক্ষুদ্র পত্রিকা যে শতাব্দীর প্রায় তৃতীয়াংশ কাল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইল, ইহা সামান্য সৌভাগ্য ও আনন্দের কথা নহে। বামাবোধিনীর এই দীর্ঘ জীবন নারীজাতির প্রতি দেশস্থ সাধারণের স্নেহের নিদর্শন। বামাবোধিনীর জন্ম সময়ে এদেশের রমণীগণের যে অবস্থা ছিল, আজি তাহার কত শুভকর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়। যে স্ত্রীলোক-গণের বিদ্যাশিক্ষা হওয়া উচিত কি না, এই তর্ক লইয়া আমরা পত্রিকার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, আজি সেই স্ত্রীলোকগণ সুশিক্ষিতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিতা! তাঁহাদিগের মধ্যে কত শিক্ষয়িত্রী, কত কবি, কত গ্রন্থকর্ত্রী,

কত চিকিৎসাপারদর্শিনী ও কত নরসেবা-ব্রতে দীক্ষিতা রমণীর অভ্যুদয় হইতেছে! বঙ্গনারীগণ আর এখন মৃৎপিণ্ডরূপে পড়িয়া নহেন এবং দাসীর ন্যায় পুরুষের কৃপাপাত্রী নহেন। নারীর মর্য্যাদা ও সম্মাননা জনসমাজে সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং পুরুষের সহিত জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভোগ ও মোক্ষে তাঁহার সমান অধিকার ক্রমশঃ তাহা স্বীকৃত হইতেছে। স্ত্রীজাতির অশেষ দুঃখ ও দুর্গতির কারণ বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা সকল কেমন ক্রমে ক্রমে নিঃশব্দে তিরোহিত হইতেছে! আমরা আশা করিতেছি স্ত্রীজাতির জ্ঞান, ধর্ম্ম ও কৃতিত্ব যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে, সেই পরিমাণে তাঁহারা উচ্চহইতে উচ্চতর অধিকার লাভ করিবেন এবং সমাজের উৎকৃষ্টতর অর্দ্ধাঙ্গরূপে পরিগণিত ও পূজিত হইবেন।

গত ৩১ বর্ষের মধ্যে বেগবান্ পরিবর্ত্তনের স্রোতে পড়িয়া স্ত্রীজাতির সকল বিষয়ে কেবলই উন্নতি হইয়াছে, কোনও বিষয়ে অবনতি হয় নাই, একথা আমরা বলি না। মানব সংসারে অবিমিশ্র সুখ সৌভাগ্য কোথায় আছে? বিশেষতঃ পরিবর্ত্তনের যুগে তাহার আশা করা দুরাশা মাত্র। বঙ্গনারীদিগের আংশিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আংশিক অবনতি লক্ষিত হইতেছে। প্রাচীনাদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা, বিনয় ও লজ্জাশীলতা, সরলতা ও স্বার্থত্যাগ, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কর্ম্মঠতা এবং সর্ব্বোপরি গুরুভক্তি ও পরিজনের সেবায় আত্মবিসর্জন এ সকল গুণের কতক অপচয় দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা আশা করি এ ক্ষতি সাময়িক মাত্র এবং সুবুদ্ধি নব্যাগণ আংশিক উন্নতিতে কথনও সন্তুষ্টা হইয়া থাকিবেন না। তাঁহারা জ্ঞানের আলোকে আপনাদের অবস্থা প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারিবেন এবং আপনাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে সমর্থা হইবেন। ভগ্ন প্রাচীন ঘর ভাঙ্গিতেছে, কিন্তু তাহার উপর যে গৃহ নির্ম্মিত হইবে, বিধাতার কৃপায় তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দান—(১) সিন্ধু দেশের মুসলমানদিগের উচ্চশিক্ষার সাহায্যার্থ খয়েরপুর ষ্টেটের মীরকয়েজ মহম্মদ খাঁ ৩০, ত্রিশ হাজার টাকা দিয়াছেন। এই টাকা হইতে ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা হইবে।

(২) কয়লার খনির দুঃস্থ লোকদিগের সাহায্যার্থ অধ্যাপক টিণ্ডালের পত্নী ৫০ এবং স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী ৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় হাজার টাকা করিয়া দান করিয়াছেন।

জলে ডোবার আশ্চর্য্য চিকিৎসা—সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন জলে ডুবিয়া সংজ্ঞাহীন হইলে রোগীর জিব টানিয়া বাহির করিলেই আরোগ্য হয়, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার লেবোর্ড এই নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। হাতে পরিষ্কার নেকড়া জড়াইয়া জিব টানিয়া বাহির করিলে উদরস্থ জল সমুদয় বাহির হইয়া যাইবে এবং রোগী ক্রমে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া আরোগ্য লাভ করিবে।

কালা ও বোবার মহাসভা—গত ২৫ এ জুলাই ইংলণ্ডে কালা ও বোবা ধর্ম্মপ্রচারকদিগের এক বিরাট সভা হইয়াছিল এবং আমেরিকা ও ইউরোপের নানা স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ আসিয়া তাহাতে উপস্থিত হন। ইহাঁরা ৩ দিন নীরবে কেবল অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা কথোপকথন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণ—এই ঋণের পরিমাণ প্রায় ১০৫॥ কোটী টাকা, ইহার জন্য রাজকোষ হইতে প্রভূত সুদ দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট সুদের হার কমাইবার ব্যবস্থা করিয়া সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল স্থায়ী দাতব্য ফণ্ড এই সুদে চলিতেছে, তাহার আয় কমিয়া অনুষ্ঠাতাদিগের অভীষ্ট কার্য্যের ব্যাঘাত না হয়, সে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

বিবী বেসাণ্টের পুনরাগমন—বিবী বেসাণ্ট অষ্ট্রেলিয়া দর্শন করিয়া আগামী নবেম্বর মাসে পুনরায় ভারতে পদার্পণ করিবেন।

রাণী হাটাসুর সিংহাসন—রাণী হাটাসু খৃষ্টের জন্মের ২৬০০ এবং মুসার জন্মের ২৯ বৎসর পূর্ব্বে মিসরে রাজত্ব করেন। তাহার সিংহাসনের পদগুলি স্বর্ণমণ্ডিত এবং পৃষ্ঠদেশ রৌপ্যখচিত। ইহা অত্যন্ত জীর্ণ হইলেও ব্রিটিষ মিউসিয়মে সম্প্রতি সমাদরে স্থাপিত হইয়াছে।

নব-রাজ কুমার—ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রপৌত্র ও ভারতের ভাবী সম্রাট ইতিমধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের দর্শন ও দর্শনী লাভ করিতেছেন। মহারাণী স্বয়ং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক শুভাশীষ দান করিয়া কত সুখ অনুভব করিয়াছেন, তাহার সুখে আমরা সুখী। রাজপুরী আনন্দপূর্ণ, দলে দলে সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ লোকেরা আসিয়া ধাত্রী ক্রোড়স্থ রাজশিশু দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া যাইতেছে। চিরংজীব রাজপুত্রঃ।

মহতের মৃত্যুৎসব—মৃত ফরাসী প্রেসিডেণ্ট কার্ণোর সমাধিযাত্রা দর্শনে কিরূপ লোক সমাগম হইয়াছিল, ইহাতেই বুঝাবায়—এক ব্যক্তি ২৫ হাজার টাকা দিয়া রাস্তার ধারে ৭টী জানালা ভাড়া লইয়াছিল, তথায় দর্শকদিগের দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া। সে ব্যক্তি অন্ততঃ দ্বিগুণ টাকা লাভ করিয়াছে।

বৃহৎ পরিবার—ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লান্সডাউনের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর ৮২

জন্মোৎসব হইয়াছে। ইঁহার পুত্র পৌত্রাদির সংখ্যা ১০১ জন।

বাঙ্গালী বীর—বাবু স্বরেশচন্দ্র বিশ্বাস কলিকাতার ইটালিনিবাসী। তিনি স্পেন হইতে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ব্রেজিলের স্বাধীনতা সাধনের সহায়তা করিতে যান। তথায় এক সেনাধ্যক্ষের পদাভিষিক্ত হইয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন। ইনি জীবিত আছেন এবং আরও গৌরবের কার্য্য করিয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবেন। আমরা জগদীশ্বরের নিকট ইঁহার দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা করি।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

"যদগর্ভে জায়তে লোকো যস্যাঃ স্নেহেন জীবতি।
সা সাক্ষাদীশ্বরী মাতা কোঽস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।"

ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদুপাসনায় মানব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, এ কথা অনেকে জানেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবানের প্রতিকৃতিরূপা, সন্তানের সাক্ষাতে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী মাতৃদেবীর প্রতি ভক্তি ও উপাসনায় সন্তান যে মোক্ষলাভের অধিকারী হয়, সে কথা বোধ হয় আজিকার দিনে অনেকেই বুঝিতে পারেন না।—তাহা পারিলে, মাতৃভক্তির খনি, আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ আজি ভক্তিহীন সন্তানদিগের জন্য মরুভূমিপ্রায় হইত না! তাহা হইলে মাতৃভক্তি অবহেলা করিয়া ভ্রান্ত মানব মনুষ্যত্বের উচ্চ সীমায় উঠিতে চাহিত না! তাহা হইতে ভারতলক্ষ্মীও ভারতকে অভিশাপ দিয়া অতল জলে ডুবিতেন না! যে দেশে সন্তানের হৃদয়ে মাতৃভক্তি আছে, সে দেশে স্বর্গের চিত্র আছে।—যে মানব প্রকৃত মুক্তির আকাঙ্ক্ষী, সে আগে মাতৃভক্ত হউক; সে যাহা চাহে তাহাই পাইবে।

মা সন্তানের প্রত্যক্ষ দেবতা। মর জগতে যে সকল মহত্ত্ব—যে সকল দেবত্ব সুদুষ্প্রাপ্য, বহু সাধনা-ফলে কোনও মানব যাহাতে কচিৎ সিদ্ধি লাভ করিয়া "নরদেবতা" আখ্যা পাইয়া থাকে, সেই অপার্থিব মহত্ত্ব, সেই অলৌকিক দেবত্ব, সংসারে মাতৃহৃদয়ে ও মাতৃ-চরিত্রে মিলে! মানবশিশু যে রকম জড় ও চেতনের মধ্যবর্ত্তী হইয়া জগতে আইসে, তাহাতে মাতার ন্যায় অটল স্নেহময়ী, মাতার ন্যায় সহিষ্ণু, মাতার ন্যায় আত্মবিস্মৃতা ও আত্মত্যাগিনী দেবীকে জনয়িত্রী রূপে না পাইলে সে অসহায়ের জীবনধারণ বা মনুষ্যত্বলাভ অসম্ভব হইয়া উঠে। এই অনর্থ নিবারণের জন্য ভগবতী বিশ্বজননী নিজের আদর্শে মাতৃ-হৃদয় গঠন করেন। তাই

মাতৃমূর্ত্তি অভয়া, অপরাজিতা ও সর্ব্বংসহা মূর্ত্তি! এ জগতে এমন ক্লেশকর, এমন আয়াসসাধ্য কি কাজ আছে যে সন্তানের দুঃখ দূর করিবার জন্য, সন্তানের মঙ্গল-সাধনের জন্য মা তাহা করিতে বিমুখী হইয়াছেন? চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া যাইতে পারে, গ্রহ উপগ্রহ খসিয়া পড়িতে পারে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তিও বিলুপ্ত হইতে পারে—কারণ এসকল বিপ্লবে বিশ্বসৃষ্টি রক্ষা করিতে সৃষ্টিকর্ত্তা স্বতন্ত্র উপায় বিধান করিবেন, কিন্তু ভগবানের প্রেমশক্তিরূপিণী জননীদেবী কোনও দিন সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলানুষ্ঠানে বিরতা হইতে পারিবেন না—তাহা পারিলে বিশ্ব জগৎ ধ্বংস হইবে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সে দিন "নিরুপায়" হইবেন!

এ জগতে ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেই মানবের বিশেষ আত্মীয়, সকলেই স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তি দিয়া থাকেন; কিন্তু মায়ের মত আপনা ভুলিয়া ভালবাসা ঢালিতে, মায়ের মত মর্ত্ত্যলোকের অতীত স্নেহ বিলাইতে, মায়ের মত ভাল বাসিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে, জগতে আর কাহার সাধ্য আছে? মায়ের মত সন্তানের উদর পূর্ণ হইলে নিজে শত উপবাসেও তৃপ্তা থাকিতে, মায়ের মত সন্তানের সুখে নিজের সকল দুঃখ উপেক্ষা করিতে, মায়ের মত সন্তানের উন্নতিতে নিজের সকল অভাব ভুলিতে, জগতে আর কাহার সাধ্য আছে? মায়ের মত বিপদ-মগ্ন সন্তানের উদ্ধার-কামনায়, বুক চিরিয়া রক্তধারায় দেব-পূজা করিতে, রোগকাতর প্রাণের সন্তানকে যমগ্রাস হইতে কাড়িয়া আনিতে, জগতে আর কাহার সাধ্য আছে? মায়ের স্থান অধিকার করিতে পারে, এমন কে কোথায় আছে?—জগতে এমনও দেখা যায়, সন্তানের গুরুতর দোষে পিতা তাহার উপরে বীত-স্নেহ হইয়াছেন; এমনও দেখা যায় সংসার-চক্র-নিপীড়িত ভ্রাতা ভগিনী-দিগের ভ্রাতৃপ্রেম বা ভগ্নী-স্নেহ-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; এমনও দেখা যায় যে স্বার্থপরতাতেই হউক বা আর যাহাতেই হউক, স্বামী স্ত্রীর হৃদয় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এমনও দেখা যায় প্রাপ্ত বয়সে পুত্র কন্যা, ধন মান, বিদ্যা বুদ্ধি, সুখ সম্পদের মোহে পড়িয়া জীবনের দেবতা মাতা পিতাকে বিস্মৃতি-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছে! কিন্তু মানবের এমন কোনও অবস্থা নাই, মানব-জগতে এমন কোনও অপরাধ নাই যে তাহা দ্বারা মাতৃ-স্নেহ পরাস্ত হইতে পারে—বা মাতৃ-হৃদয় বিচলিত হইতে পারে! আর্য্যদিগের জাতীয় ইতিহাস অথবা মহাকাব্য মহাভারত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ধর্ম্মপ্রাণা গান্ধারীদেবী অধার্ম্মিক পুত্রকে "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" আশী-র্ব্বাদ করিয়া বিপক্ষের জয় কামনা করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে

পুত্রগণ নিহত হইয়াছে দেখিয়া সেই গান্ধারীদেবীই বালিকার মত আকুল প্রাণে কাঁদিয়াছিলেন। "নরাধম সন্তান" বলিয়াও মাতৃ-স্নেহ বাধা মানিল না! আমাদের দেশে জনৈক কৃতঘ্ন সন্তান মাতার সহিত নিতান্ত পাশবাচরণ করিত, অধিক কি মা যাহাতে "জব্দ" হন, আনন্দের সহিত সেইরূপ কাজ করিত; কিন্তু সহসা সে দারুণ রোগে পড়িলে, মাতাই প্রাণপণে তাহার শুশ্রূষা করিয়াছেন এবং জগদীশ্বরের চরণে আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিয়াছেন,—"ঠাকুর! আমার বাছা রাগের মাথায় আমার উপর অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তুমি সেজন্য অপরাধ লইও না, আমার বাছাকে আরোগ্য কর।" এখানে কুসন্তান বলিয়াও মাতৃ-স্নেহ বাধা মানিল না।—মানিবে কেন? মাতৃ-স্নেহ অপরাজিত, মাতৃ-স্নেহ স্বর্গীয় পদার্থ! সূর্য্যের আলোক প্রতিভাত হইয়া চন্দ্রকে যেরূপ জ্যোতিষ্মান্ করে, বিশ্বজননীর প্রেমালোক প্রতিভাত হইয়া মাতৃহৃদয়কেও সেইরূপ প্রেমময় করে। তাই মাতৃহৃদয়ের উপমান পদার্থ জগতে মিলে না! ভগবতী বিশ্বজননীতেই উহার পূর্ণসত্তা বিদ্যমান। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমবায়ে যেমন মনুষ্যত্বের পূর্ণতা, ভগবৎশক্তির নিম্ন স্তরে মাতৃ-শক্তি থাকাতে মানব-জগৎ প্রাণিজগতেরও সেইরূপ পূর্ণতা। মাতৃ-শক্তি জীবরক্ষার প্রধান সহায়; তাই ভগবানের ইচ্ছাক্রমে মাতৃহৃদয় দেবত্বে পূর্ণ। (ক্রমশঃ)

পুণ্য কীর্ত্তি।

একবার শিবপুর কোম্পানীর বাগানে কয়েকজন ইংরাজ পুরুষ রমণী ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা নানা স্থান দর্শন করিয়া এক লতামণ্ডপে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। হঠাৎ জঙ্গল হইতে একটা বিষধর সর্প ছুটিয়া আসিয়া একজন সাহেবের পা জড়াইয়া দংশন করিবার জন্য ফণা বিস্তার করিল। নিকটস্থ কোনও রমণী ইহা দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ সজোরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সর্পের মস্তক দৃঢ়ভাবে ধরিয়া টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, সাহেব আশু মৃত্যু গ্রাস হইতে রক্ষা পাইলেন। সংবাদ পত্রে এই ইংরাজ মহিলার পুণ্যকাহিনী পাঠ করিয়া মনে মনে কত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলাম এবং এই কথাও মনে উদয় হইয়াছিল যে, এই ইংরাজ রমণী যেরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহস ও দয়াবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এ দেশে এরূপ সাধু দৃষ্টান্ত অসম্ভব।

এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যথেষ্ট কারণও আছে। একবার হরি-

দ্বারের মেলায় একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গঙ্গাতে স্নান করিতে গিয়া অকস্মাৎ জলস্রোতে ভাসিয়া যায়। গঙ্গার উভয় তীর পরিপূর্ণ করিয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু সন্তান দণ্ডায়মান। যাঁহারা ধর্ম্মকে একমাত্র সার করিয়াছেন—এমন কি ধর্ম্মসাধনের অন্তরায় বলিয়া সংসার একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, ধর্ম্মের চিহ্নে যাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ সুশোভিত—সেইরূপ যোগী সন্ন্যাসী সাধু ভক্তগণই তীরভূমিতে শোভা বিস্তার করিতেছিলেন; কিন্তু সেই অসহায়া জলস্রোতে ভাসমানা হতভাগিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য একটী হস্তও প্রসারিত হইল না। সেই সময় সেস্থানে সাহরণপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে নক্ষত্র বেগে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া জলে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং অনেক কষ্টে ভাঁটিতে বহু দূর গিয়া তাহাকে তীরে উঠাইলেন। লক্ষ লক্ষ স্বদেশীয় লোকের দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হইল না, একমাত্র সাহেবের দ্বারা তাহা হইল। এরূপ ঘটনা নিয়তই আমরা দেখিতে পাই। সেই জন্যই এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে বিশেষ প্রত্যাশার চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু শ্রীমতী কুমুদিনী ঘোষ সম্প্রতি যে সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সাধু কার্য্যের আদর্শস্থল শ্বেতদ্বীপ বাসিগণেরও অনুকরণীয়।

কুমারী কুমুদিনী ঘোষ ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষয়িত্রী। তিনি যখন নলহাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় একদিন একটী বালককে সঙ্গে করিয়া সুদূরে মাঠে ভ্রমণ করিতে যান। হঠাৎ একটা গোক্ষুর সর্প আসিয়া বালকের পদে দংশন করিল। কুমুদিনী তৎক্ষণাৎ স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করিয়া ক্ষত স্থানের ঊর্দ্ধে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন এবং ক্ষত স্থানে মুখ দিয়া বিষ চুষিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অবশাঙ্গ বালককে পৃষ্ঠে বহন করিয়া প্রায় এক মাইল দূরে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। বিষ চুষিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় বালকের জীবন রক্ষা হইয়াছে।

সকলেই জানেন সর্পবিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত না হইলে প্রাণনাশক হয় না। এমন কি যদি গলনালীতে ক্ষত না থাকে, তবে সর্পবিষ উদরস্থ করিলেও কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু দাঁতের গোড়াতে যদি ঈষৎ ঘা থাকে এবং তাহাতে একটু বিষ লাগে, তবে আর নাই। এজন্য মুখে বিষ চুষিয়ারক্ষা ফেলা নিজের প্রাণহানিজনক কার্য্য। সুতরাং কুমারী কুমুদিনীর কার্য্যে একদিকে যেমন অসামান্য সৎসাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে, অপর দিকে নিজের প্রাণ হানি করিয়া অপরের জীবনরক্ষা রূপ অতুলনীয় ধর্ম্ম ভাবের চিহ্নও লক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালী দ্বারা এরূপ আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন হওয়ার কথা ইতিপূর্ব্বে আর শ্রুতিগোচর হয় নাই। শ্রীমতী কুমুদিনী এই অসামান্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া বঙ্গরমণীগণের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

বারমেসে।

(দ্বাদশ মাসিক কৃষি বিবরণ।)

ভাদ্র।

যদিও চাস আবাদে সম্বন্ধে কৃষকের বার মাসই কাজ আছে; কিন্তু বর্ষের মধ্যে দুইবার ঐ কার্য্য বাহুল্য রূপে করিতে হয়। একবার মাঘমাসে, ও এক বার ভাদ্র মাসে। যে সকল ভূমিতে গ্রীষ্ম কালে ফসল হয়, মাঘমাসে সেই সকল ভূমিতে চাস আরম্ভ করিতে হয়; এবং যে সকল ভূমিতে শীতকালের শস্য জন্মে, ভাদ্র মাসে তাহাদের চাস আরম্ভ করিতে হয়। যে সকল ভূমিতে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে বপন বা রোপণ করিতে হইবে, এই মাসে সেই সকল ভূমিতে সার দিতে হয়। জন্তুসার ও জল সকল ফসলেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভাদ্র মাসে নিরন্তর বৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে রেড়ির তৈল, পচা গোবর বা অন্যবিধ সার যাহা সংগ্রহ করা সুবিধা হয়, জমিতে দিয়া লাঙ্গল দ্বারা মাটী উলট পালট করিতে হয়। বৃষ্টির জলে ঐ সকল সার মাটীর সহিত মিলিত ও গলিত হইয়া ভূমিকে উর্ব্বরতা শক্তি প্রদান করে।

নারিকেল,—নারিকেল কেমন ফসল, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই নারিকেলের চারা এই মাসে প্রস্তুত করিতে হয়। অতএব যাঁহাদের নারিকেলের চারা তৈয়ার করিবার প্রয়োজন আছে, তাঁহারা এখন হইতে তৎবিষয়ে প্রস্তুত হউন। ভাদ্র মাসের জল না পাইলে সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয় না। ঐরূপ পরিপক্ক নারিকেল গাছে থাকিলে, তাহা শুষ্ক হইয়া সময়ে সময়ে আপনিই বৃক্ষ হইতে পতিত হয়। তাহাকে 'গলন নারিকেল" কহে। চারা করিবার জন্য এই গলন নারিকেল সংগ্রহ করিতে হয়। যে স্থানে রৌদ্র লাগে না, সর্ব্বদা ছায়া থাকে, তাদৃশ স্থানে কাদা করিয়া গলন নারিকেল সকল বোঁটার দিক্ উপরে রাখিয়া ঈষৎ হেলাইয়া অর্দ্ধপ্রোথিত বা আধ-পোতা করিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে সেই ভূমিতে ও নারিকেলের গায় জল দিতে হয়। কিছু দিন পরে বোঁটার এক পাশ দিয়া নারিকেলের চারার অঙ্কুর বাহির হয়। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে খড়ের গোছাদ্বারা জলের ছিটা দিতে হইবে।

কপী—কপী একপ্রকার উৎকৃষ্ট শাক, শীত কালে জন্মিয়া থাকে, সকলেই ব্যবহার করেন। উহা ত্রিবিধ—বাঁধা, ফুল ও ওলকোপি। এই মাসে উহাদের চারা প্রস্তুত করিতে হয়। সসার মৃত্তিকায় টব্ পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ তিন প্রকার কপির বীজ বপন

করিতে হয়। ঐ সকল টব্ দিনমানে ঘরের মধ্যে এবং রাত্রিকালে বাহিরে রাখিতে হয়। উহাতে কোন মতে বৃষ্টিবারি না লাগিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যে ভূমিতে এই সকল কপির চারা রোপণ করিতে হয়, তাহা দুই প্রকারে প্রস্তুত হইতে পারে। একপ্রকার এই, মাঘ মাসে শুষ্ক পুষ্করিণী, বিল, বা খালের তলভাগে যে মৃত্তিকা বা পলি পড়ে, তাহা তুলিয়া কপির জমিতে দিয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত তাহাতে পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দিতে হয় এবং ঐ জমি এরূপ পরিষ্কার রাখিতে হয়, যেন তাহাতে একটা তৃণও না জন্মে। যিনি কপির চাস আবাদ করিবেন, তিনি যদি মাঘ মাসে ঐরূপে জমি তৈয়ার করিয়া না রাখিয়া থাকেন, তাঁহাকে এই ভাদ্র মাসে রেড়ির খৈল দিয়া জমি তৈয়ার করিতে হইবে। আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে ঐ জমিতে কপির চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে চারা সকলকে আর একটী স্বতন্ত্র স্থানে কিছু দিনের জন্য রোপণ করিতে হইবে। পরে ঐ স্থান হইতে তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রস্তুতীকৃত ভূমিতে শ্রেণীবদ্ধরূপে রোপণ করিতে হইবে। কপি চাসের অন্যান্য কথা আমরা যথাকালে বলিব।

লাউ,—লাউবীজ ৩।৪ দিন হুঁকার জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে শিথিল মৃত্তিকায় রোপণ করিবে। লাউবীজের আবরণ অতিশয় কঠিন, এজন্য একবারে মাটীতে পুঁতিলে উহার অঙ্কুর হইতে অনেক বিলম্ব হয়। হুঁকার জলে ঐ আবরণ কিয়ৎ পরিমাণে ছিন্ন হইয়া যায়, তাহাতে শীঘ্র অঙ্কুর হয়। যে স্থানে লাউবীজ রোপণ করা যায়, তথাকার মৃত্তিকা সর্ব্বদা সরস রাখিতে হইবে। যদি লাউগাছ উঠিবার জন্য মাচা বাঁধা না যায়, তাহা হইলে উহার লতা যতদূর লতাইয়া যাইবে, ততদূর পর্য্যন্ত জমী শক্ত ও পরিষ্কার রাখিবে। লাউ গাছের গোড়ায় মাছধোয়া জল দিবে এবং উহা শুষ্ক হইলেই পুনঃ পুনঃ খুঁড়িয়া দিবে। খনা বলিয়াছেন,—

"উঠান ভরা লাউ শশা।
খনা বলে লক্ষীর বাসা॥
লাউ গাছে মাছের জল।
ধোনো মাটীতে বাড়ে ঝাল।

কার্ত্তিকে আবাদ,—আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যে জমিতে আলু, কপি, মূলা ইত্যাদির আবাদ করিতে হইবে, এই মাসে সেই সকল ভূমিতে সার দিয়া পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দ্বারা চাস দিতে হয়। উপরি উক্ত ফসল সকলের রোপণের পূর্ব্বে ঐ সকল জমিতে ঘাস ও আগাছা না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ঘাস বা অন্য কোন আগাছা জন্মিতে দিলেই ভূমি তেজোহীন হইয়া যায়।

হলুদ ও আদা,—হলুদ ও আদার ভূমিতে শ্রাবণ মাসে দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। যদি অতি বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে শ্রাবণ মাসে ঐ দুইটী ফসলের

দাঁড়া বাঁধা না হইয়া থাকে, তবে এই মাসে বাঁধিয়া দিবে। হলুদ ও আদা পুঁতিবার সময় সারিবন্দী করিয়া পুঁতিবার উপদেশ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। ঐ শ্রেণীর উভয় পার্শ্ব হইতে কোদাইল দ্বারা মাটী উল্টাইয়া চারার গোড়ায় মাটী উচ্চ করিয়া দেওয়ার নাম "দাঁড়া বাঁধা।"

ওল,—ওল অতি উত্তম তরকারী। শুদ্ধ সুখাদ্য নহে, ধাতু বিশেষে বিশেষ উপকারী। যাঁহাদের অর্শ রোগ আছে, ওল তাঁহাদের পরম ঔষধ। কাঁচা ওল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে কাটিয়া প্রত্যহ ২।৪ খানি খাইয়া ও নিয়মিতরূপে উহার তরকারী খাইয়া অনেকে অর্শ রোগের যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, এরূপ শুনা যায়। ঐ ওল এই মাস হইতে খাইতে হয়। শ্রাবণেও উহা খাওয়া যায়; কিন্তু ভাদ্রীয় জল না পাইলে ওল সুস্বাদ হয় না এবং মুখ ধরে। যে স্থান হইতে ওল তোলা যায়, সেই গর্ত্তে ওলের শিকড় গুলি ও ছোট ছোট মুখী গুলি রাখিয়া এরূপে মাটী চাপা দিতে হয়, যেন তাহাতে জল প্রবেশ করিতে না পারে। ঐ শিকড় ও মুখী হইতে আগামী ভাদ্রে একটা বড় ওল জন্মিবে। মুখী পুঁতিবার সময় একটু গোবর দিলেও ওল বড় হয়।

বিরহিণী প্রকৃতি।

কাহাকে পাইবে ব'লে,
আশা পথ চেয়ে চেয়ে;
বিষাদে প্রকৃতি বালা,
রহিয়াছে দাঁড়াইয়ে;
তবু দেখা পাইল না তার। ১

বিরহ নিদাঘ তাপ,
মরমের প্রতি স্তরে
পশিয়ে দহিল অই—
সুকোমলা প্রকৃতিরে,
সহেনা অবলা প্রাণে আর।২

দিগন্ত নয়ন তার,
জলদ নয়নাসারে—
পূরিল হেরিল বিশ্ব
ঘেরিল, ঘোর আঁধারে—
বিরহের বিষাদ ছায়ায়। ৩

আর না পারিল বালা
চাপিয়া রাখিতে হিয়া,
শোকের অনন্তোচ্ছ্বাস—
উঠিতেছে উথলিয়া,
ছিন্ন ভিন্ন করিয়ে হৃদয়। ৪

প্রাবৃট-জলদ-নীর
প্রকৃতির আঁখি ধারা;
ঝরিতেছে, পড়িতেছে,
ভাসিতেছে চারু ধরা,
ভাসিছে আপনি সেই ধারে।৫

বিষাদ-কাতর-কণ্ঠে
ডাকিতেছে ঘন ঘন ;
কাঁপে না পাইয়ে সাড়া
বিজলী-চমক হেন ;
সে কোথা? প্রকৃতি খোঁজে যারে?৬

শোক-বিষাদিত কণ্ঠে
ডাকিতে ডাকিতে তায়—
ফুরাইল, শুকাইল—
জলদ নয়নাসার।
তবু দহে বিরহ-জ্বালায়। ৭

আশ্বাসিতে কেউ বুঝি
বিরহ-বিধুর প্রাণে,
জ্বালিয়ে কনক বাতী
শারদ নৈশ গগনে ;
সম্বোধিয়ে কহিল বালায়। ৮

হে বালে ? আকুল প্রাণে—
দিগন্ত নয়ন মুছি,
কি ভাব ? বিকাশ আঁখি,
প্রিয় নিরখিবে যদি ;
প্রিয় দেখা পাইবে অচিরে। ৯

আশার আশ্বাস বাণী,
মরমে পশিল গিয়ে ;
সুচারু নয়ন মেলি
প্রকৃতি দেখিল চেয়ে,
মৃদু হাসি হাসিয়া অন্তরে। ১০

শারদ নৈশ গগনে
ইন্দু আসি প্রকৃতিরে
সাজাইল চারু স্বচ্ছ
বিচিত্র চারু অম্বরে,
উল্লাসে সাজিল সেই বালা। ১১

মনে আশা. প্রিয়তম
দেখা দিবে এইবার
কিন্তু কই ? কই সেই
হৃদয়-রতন তার ?
যার লাগি সহিছে এ জ্বালা ? ১২

না পাইয়ে তার দেখা
সে সাজ ফেলিল খুলে ;
ঘেরিল প্রকৃতি অঙ্গ,
বিষাদ কুয়াশা জালে।
পুনঃ সব ঘেরিল আঁধারে। ১৩

দিগন্ত নয়ন হ'তে
শিশির নয়ন-জল
টুপ্ টাপ্ পড়িতেছে—
ঝরিতেছে অবিরল,
বিরহ ছাড়ে না তবু তারে। ১৪

এ বিষাদ ছবি তার
জগজনে দেখাইতে
প্রকৃতি পাইবে লাজ,
তাই কি ভাবিয়ে চিতে
ব্যাকুলিত সহৃদয় রবি। ১৫

সুদীর্ঘ যামিনী কোলে
লুকাবারে প্রকৃতিরে,
উদিয়ে উদয়াচলে,
পশি দ্রুত অশ্রু নীরে—
লুকাইছে আপনার ছবি। ১৬

যামিনী আপন কোলে
বিষাদিনী প্রকৃতিরে
যতনে ঢাকিয়ে রাখি
প্রবোধে কত কি ক'রে,
স্বপনেতে সে জনে দেখায়। ১৭

কিন্তু কই প্রকৃতির—
সে জন? যে জন তরে
দারুণ বিরহ শিখা
দহিছে হৃদয় স্তরে।
সেকি দেখা দিবে না তাহায়?১৮

প্রকৃতি-বালার হৃদে
নাই আর সে শকতি
প্রিয় অদর্শন ব্যথা
নিবে যে হৃদয় পাতি,
সহিবে যে সে দারুণ জ্বালা। ১৯

কোমলা অবলা প্রাণে—
এত কি সহিতে পারে,
যায় বুঝি যায় প্রাণ—
প্রকৃতির দেহ ছেড়ে
সঘনে কাঁপিছে তাই বালা। ২০

প্রকৃতি! প্রকৃতি সতি!
প্রকৃতি গো! বল মোরে—
কে তব প্রাণের জন?
কোথা সে বসতি করে?
খুঁজে যদি দেখা পাই তার। ২১

সুধাইব তার ঠাঁই
প্রকৃতি তোমার তরে
মরিল, মরিল প্রাণে
দেখা কি দিবে না তারে?
সে কি দেখা পাবে না তোমার?২২

কোকিল কাকুলি কণ্ঠে
মধুর মধুর তানে
কি যেন কহিল কথা
অভাগীর কাণে কাণে,
চাহিল প্রকৃতি সেই দিকে। ২৩

বিষাদিনী প্রকৃতির
আজিকে সহসা কেন
বিমল হাসির ছটা
বদনে নেহারি হেন?
আজি কি পেয়েছ সতী তাকে? ২৪

প্রকৃতি গো! বল বল!
যার তরে এত দিন
বিরহের অন্তর্দাহে
হইয়াছে তনু ক্ষীণ,
সে কি দেখা দিয়েছে তোমারে?২৫

তাই কি সুচারু সাজে
সাজাইয়ে তনু খানি
প্রাণভরি প্রাণ ধনে
নয়নে হেরিছ ধনি!
প্রকৃত কবে কি তাই মোরে?২৬

কবে কি? কবে কি ধনি!
কবে কি তাঁহার কাছে
প্রাণের কথাটি মম—
যে কথা মরমে আছে?
বলো তাঁরে কথাটি আমার! ২৭

কহিও তাঁহার ঠাঁই
"আমিও তোমার মত,
পাইতে তাঁহার দেখা
হয়েছি ব্যাকুল-চিত।
কবে দেখা পাইব তাঁহার?" ২৮

শ্রী শ।

ভারতের সে দিন কোথায় ?

একদিন একখানি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম, একস্থানে লিখিত আছে বাবু সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের বীরত্বের কথা ; ইনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী এবং ভারতসন্তান হইয়া ব্রেজিলবাসী। ইনি যুদ্ধনৈপুণ্য ও অদম্য অধ্যবসায় গুণে নাকি একটী বাহিনীর লেফ্‌টেনান্ট পদে উন্নীত হইয়াছেন। ব্রেজিলের একটী ভয়াবহ যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায়, বাঙ্গালী বীর সুরেশচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া শত্রুর নিবিড় গোলাবর্ষণের মধ্যে সদর্পে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"বীরপ্রসূ পবিত্র ভারত ভূমির সন্তান কিরূপে শত্রুর কামান হস্তগত করে দেখ।" সুরেশ বাবু বাস্তবিক "বীরপ্রসূ পবিত্র ভারত ভূমির" উপযুক্ত সন্তান হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি আজও ভারতভূমি "বীরপ্রসূ ?" এই কথাটী মনে উদয় হইবা মাত্র কি এক চিন্তা তাড়িতপ্রবাহ মত মস্তিষ্কে, শিরায় ও ধমনীতে প্রবাহিত হইল, অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। সাপ্তাহিক পত্রখানি রাখিয়া কর্ণেল টডের রাজস্থান লইয়া পাঠ করিতে বসিলাম,—মনোবেগ তাহাতে আরও বর্দ্ধিত হইল। মহাভারত লইয়া পাঠ করিলাম, সে চিন্তাবেগ থামিল না। অবশেষে শান্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য গীতা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥" অন্য সময়ে এই "যুদ্ধ"কে "জীবন সংগ্রাম" মনে করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, কিন্তু অদ্য তাহা পারিলাম না। গীতা রাখিয়া নিদ্রার্থে শয়ন করিলাম, নিদ্রা আসিল না, পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল "পবিত্র ভারতভূমি" আজও কি বীরপ্রসূ ? যদি তাহাই হইবে, তবে একটী বা ততোধিক বড়জোর ২।৩টী * মাত্র ভারতসন্তান কোথায় পোষ্যপুত্ররূপে † যুদ্ধে সুশিক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া ভারতবাসী এত আনন্দিত কেন ? ভারত-মাতা কি ইহাতে আনন্দিত হইতে পারেন ? কখনই নহে। রাজরাণী শত শত মাণিক হারাইয়া দাসত্বে জীবন যাপন করিয়া যদি শুনিতে পান যে কোথায় সুদূরদেশে কোনও বন্ধুর নিকট তাঁহার লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির একখণ্ড স্বর্ণ আছে, তাহা হইলে তাঁহার

* ১৩০১ সালের ২৬শে শ্রাবণের হিতবাদীতে আর ৩টী বাঙ্গালী সৈনিকের বিষয় লিখিত আছে।

† ইঁহারা ভারত-সন্তান হইলেও ভারতবাসী নহেন, তজ্জন্য পোষ্যপুত্র বলা হইয়াছে।

পূর্ব্ব কথা স্মরণে সুখ না হইয়া নির্ব্বাপিত শোকাগ্নিই জ্বলিয়া উঠে। হা হতভাগ্য ভারতভূমি! ২১১টী সন্তানের বীরাবদানে কি তোমার কলঙ্ক ধৌত হইতে পারে? একটি মাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ভারত বীরের বীরত্ব কি তোমার এই গুরু অভাব পুরণ করিতে পারে? তুমি কি সেই কুরুক্ষেত্র সমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ব্যতিব্যস্তকারী বীর বালক অভিমন্যু-প্রসূ নও? যখন আল্লাউদ্দীনের পাশব অত্যাচারে চিতোর পুরী ছার খার হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন যে দ্বাদশ বর্ষীয় বালক বীর শত্রু সৈন্য মধ্যে অতুল বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তুমি কি সেই বাদলের জন্মভূমি নও?—যখন মোগল আকবরের দুর্দ্ধর্ষ তেজে রাজস্থান নিস্তেজ হইতেছিল, তুমি কি সেই সময়ের চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বীর বালক পুত্তের জননী নও? একাকী একলক্ষ্য নৃপতি-বিজেতা তোমারি তরুণবয়স্ক গাণ্ডীবীর জ্যা-নির্ঘোষ আজও তোমার হীনবীর্য্য সন্তানগণের কল্পনাকর্ণ বধির করিতেছে। যদিও ইহাঁরা কেহ বাঙ্গালী নহেন, তবুও তোমার সন্তান ত বটে। বাঙ্গালীত এখনকার সুসভ্য আর্য্য সন্তান, তোমার তখনকার অনার্য্য মৃন্ময় দ্রোণ-শিষ্য নিষাদপুত্র একলব্যকে স্মরণ কর, এমন কি তোমার তখনকার প্রত্যেক কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকে স্মরণ কর, দেখিবে তোমার বীর সুরেশের বীরাবদান-আনন্দ কোথায় ভাসিয়া যাইবে? মনে হইবে "যাহা হারাইয়াছি, তাহা বুঝি আর পাইব না।" যে ভারত-বীরগণ এখন অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিতেছেন অথবা শ্বেতদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া অসাধারণ বলে বলীয়ান হইয়াছেন, আজও তোমার শত শত সন্তান তাহার একটীর স্থানও পুরণ করিতে পারিয়াছেন কি? একা পরশুরাম ২১ বার ক্ষত্রিয় রাজগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি এমন দিন কখনও আইসে যেদিন তোমার শত শত সন্তান সুরেশ বাবুর ন্যায় বীরত্ব যশোমুকুট মস্তকে ধারণ করিবেন, সেই দিন মনে করিব, "পবিত্র ভারতভূমি বীরপ্রসূ।" যে দিন তোমার রাজভক্ত সন্তানগণ স্বীয় প্রভুর জন্য সমর ক্ষেত্রে অকাতরে হৃদয় শোণিত প্রদান করিতে প্রস্তুত হইবেন, সেই দিন জানিব তুমি "বীরপ্রসূ"—সেই দিন আমরা ঝালাবীর মান্নার শোক ভুলিতে পারিব। হা হতভাগিনী ভারত জননি! তুমি যেদিন বীরপ্রসূ ছিলে, তোমার সেদিন আজ কোথায়?

হায়! ভারতের আজ সেদিন কোথায়? যে দিন পবিত্র ভারত বক্ষে মহারাজ রামচন্দ্র, ভীম, অর্জ্জুন, অভিমন্যু, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ক্রীড়া করিয়াছিলেন,—যে দিন ভারতভূমির বক্ষে বাপ্পা, সঙ্গ, পৃথু, সমর, রাজসিংহ, পুত্ত, দুর্গাদাস, শাহিদাস, রণজিৎ, শিবজী, জহডী বাই, লীলাবাই,

কর্ম্মদেবী প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন? ভারতসন্তান! আজ তুমি একটী কুকুরের আক্রমণ হইতেও আপনাকে রক্ষা করিতে অক্ষম, কিন্তু এমন একদিন ছিল যে দিন ভারতবাসী একটী প্রকাণ্ড বন্য হস্তীর ক্রোধবেগকে পিপীলিকার আক্রমণ মনে করিতেন, বন্য সিংহ ব্যাঘ্রের কর্ণাকর্ষণ করিয়া ক্রীড়া করিতেন। এ কথা যদি তুমি বিশ্বাস করিতে না চাও, তবে ব্রেজিলে ভারত বীরের বীরত্বে তুমি আনন্দে নৃত্য কর। কিন্তু বহুদিন পরে মৃত আত্মীয়ের কোনও নিদর্শন প্রাপ্ত হইলে যেমন পূর্ব্ব শোকস্মৃতিতে উত্তপ্ত অশ্রু নীরবে গণ্ডদেশ প্লাবিত করে, সুরেশ বাবুর বীরাবদানে আজ আমাদেরও সেই দশা ঘটিয়াছে তাই পুনঃ পুনঃ মনে হইতেছে "ভারতের সে দিন কোথায়?" কু, রা। (ক্রমশঃ)

আদর্শ স্বামী।

হিন্দুশাস্ত্র মতে "সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা" যে স্বামী স্ত্রীতে সন্তুষ্ট এবং তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী করিয়া "সস্ত্রীকং ধর্ম্মমাচরেৎ" স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং ভার্য্যাকে শ্রেষ্ঠতম সখা জানিয়া তাঁহার সহিত একহৃদয়, একমন ও একপ্রাণ হন, তিনিই উৎকৃষ্ট স্বামী। আদর্শ স্বামি-বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশের কয়েকটী জ্ঞানীর মত উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১। ডাক্তার চার্লস পার্খরিষ্ট নামে এক ধর্ম্মাচার্য্য বলেন যে ব্যক্তি আপনার পরিবারের আচার্য্য নহেন, তিনি কখনও উৎকৃষ্ট স্বামী হইতে পারেন না। গৃহ যেমন প্রথম ধর্ম্মমন্দির, স্বামী সেইরূপ প্রথম আচার্য্য। স্বামীগৃহের প্রধান যাজক, ভার্য্যা প্রধানা যাজিকা। ঈশ্বর প্রীতিস্বরূপ, তাঁহাকে ভালবাসা এবং তাঁহার সন্তান সকলকে ভালবাসা যদি ধর্ম্ম হয়, গৃহে সে ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা অত্যাবশ্যক। স্বামী যদি এই ধর্ম্মের প্রচার না করিয়া প্রকৃত শিক্ষাদান করিতে পারেন, সন্তানেরা ধর্ম্মভাবে গঠিত হইবে এবং পরিবার যথার্থ সুখী পরিবার হইবে।

২। পামার কক্স নামে এক সুবিখ্যাত গ্রন্থকার বলেন—যে স্বামী সন্তানদিগের খেলার সঙ্গী হন, তিনি উত্তম স্বামী—যিনি স্ত্রীকে সর্ব্বদা সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন করেন তিনি, আরও উত্তম। আদর্শ স্বামী স্ত্রীকে প্রাণ খুলিয়া সকল কথা বলেন এবং স্ত্রীর সহিত স্কন্ধে স্কন্ধে মিলিত হইয়া হস্তে হস্তে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া এক গম্য স্থানে উপনীত হইবার জন্য অগ্রসর হন। আদর্শ বিবাহ দুইবাদ্যের একতান—দুইপ্রাণের একত্র সংমিশ্রণ।

৩। বিল নাই নামে এক সুপ্রসিদ্ধ

লেখক ও বক্তা বলেন—তিনিই উৎকৃষ্ট স্বামী যাঁর অনুরাগ সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রী ও সন্তানদিগের প্রতি এবং তৎপরে কার্য্য বা অন্য বিষয়ের প্রতি। এক ব্যক্তি কোন স্থানে অভিনয় করিবার জন্য ২০ হাজার টাকায় এক রাত্রির জন্য চুক্তি করিয়া আসিয়াছিল। তার যোগে সংবাদ পাইল তাহার স্ত্রী ও চারিটী সন্তান পীড়িত, সে তখনি চুক্তি রহিত করিয়া প্রথম ট্রেণে স্বদেশ যাত্রা করিল। আমার মতে এই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট স্বামী।

৪। পাপ-নিবারণী সভার সভাপতি আণ্টনি কমষ্টক বলেন—২২ বৎসর কাল আমি "পিতার দোষগুণ সন্তানে কিরূপ বর্ত্তে" তাহা অধ্যয়ন করিতেছি এবং তাহারি শত শত দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমার এখন এই দৃঢ় বিশ্বাস যে মিতাচারী ও পবিত্র না হইলে কেহ উৎকৃষ্ট স্বামী বা পিতা হইতে পারে না। মিতাচারীর অর্থ লাল পানি অর্থাৎ সুরার সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকা—পবিত্র অর্থাৎ দেহকে সর্ব্বপ্রকারে সুস্থ ও পরিশুদ্ধ রাখা।

প্রার্থনা।*

১

জীবন, মরণ, বিভো! কারে আমি চাই—
তুমি তাই শুধিছ এখন?
আমারে জীবন দাও, মৃত্যু কাজ নাই,
চাই না এ অলস মরণ!

২

মরণ চাহি না কেন, কি বলিব হায়!
এ দেশে তো মরিছে সবাই,
কেহ সন্ধ্যা কালে—কেহ ভোরে চলে যায়,
আমি নয় অবেলায় যাই।

৩

ধনী, দীন, জ্ঞানী, মূর্খ, শমনের করে,
কোন্ কালে কে পেয়েছে ত্রাণ?—
তোমারি কি মরিবার, এত ভয় করে,
আমারি কি আদরের প্রাণ?

৪

"প্রবাসী পথিক আমি," হইবে ফিরিতে—
সে কথা কি ভুলে গেছে মন?
মায়ার সংসার ফেলে চাহি না যাইতে,
আমারি কি এতই বাঁধন?

৫

ম'লে কি, সাধের ফুল যাইবে শুকিয়ে,
ছিঁড়িবে এ বীণা বাঁশী তার?
মায়ের নয়ন জল পড়িবে ঝরিয়ে,
ব্যথা পাবে, যাহারা আমার?—

৬

কোন্ অণু কণা আমি, সেই সব তরে,
জগদীশ! চা'ব এ জীবন?—
তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা অমৃত নিঝরে,
তাই নাথ, হউক পূরণ।

* রোগ শয্যায় লিখিত।

৭

মোর ক্ষোভ—দয়াময়, জীবন থাকিতে
রহিয়াছি, মৃত জড়প্রায় ;
তোমার জগতে আসি কিছুই করিতে,
হতভাগা পারিল না হায় !

৮

আরো ক্ষোভ—এই তুচ্ছ জীবনের লাগি
এত চেষ্টা, এত আয়োজন ;
এত দয়া, এত স্নেহ, এত দুখভাগী,
এত বক্ষ সহিছে বেদন !

৯

তাই চাই—সংসারের শত নির্ম্মমতা,
আমি নাথ, সকলি সহিব ;
তুমি যার, প্রাণে তার কেন কাতরতা,
তব নামে বাঁচিয়া রহিব !

১০

সহস্র মরণে, হরি ! কার আসে ভয়
মৃত্যুঞ্জয় ! স্মরণে তোমায় ?—
কিন্তু এ যে "মহামৃত্যু" কভু নাহি স'য়,
এ কি শাস্তি দিলে অভাগায় ?

১১

জীবন, মরণ, আমি কোনটীরে চাই,
তাই যদি বুঝিছ এখন,
খুলে দাও মহা পাশ, খাটিবারে যাই !
কাজ নাই এ পোড়া মরণ।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

সতী ও শান্তি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কিরণ বলিলেন, দিদি, আপনি যা ব'ল্লেন তা সব ঠিক্। দাদা একবার ঐ রকম ব'লেছিলেন। আমারও ভূতে বিশ্বাস নাই তথাপি অনেক সময় ভয় হয়। আমি এর কারণ কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। এর কারণ কি, দিদি ? শান্তি বলিলেন, ছেলে বেলা হইতে যে কিছু কুসংস্কার অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা ছাড়া বড় সোজা কথা নয়। একটা চারা গাছকে মারা যত সহজ, একটা বড় গাছকে মারা তত সহজ নয়। সহজ নয় বলিয়া যে তাহাকে একবারে সমূলে বিনাশ করা যাইতে পারে না, তাহা নয়। অস্ত্র দ্বারা কত প্রকাণ্ড শাল গাছ সমূলে নষ্ট হইয়াছে। যে চারা গাছ প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহাকে বরং চারা অবস্থায় মারিয়া ফেলা উচিত। বরং যাহাতে তাহার বীজ একবারে অঙ্কুরিত হইতে না পারে, তাহার উপায় করিলে, চারা গাছকে মারিতে যে টুকু আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আর করিতে হয় না। কুসংস্কার যত অনিষ্টের মূল। মনে কর কুসংস্কার একটি নিমগাছ। নরম মাটীতে

ছোট একটি নিমের বীজ কোন রকমে পড়িল। মাটী নরম, পড়িবা মাত্র অঙ্কুরিত হইয়া চারা হইল, ক্রমশঃ রোদ্, শিশির, জল, বাতাস পাইয়া চারা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশঃ বৃহৎ একটি বৃক্ষরূপে পরিণত হইল। সেই গাছের ডাল পালা শাখা প্রশাখা কাণ্ড প্রকাণ্ড এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এত স্থান ঢাকিয়া ফেলিল, যে, তাহার নিম্নস্থ জমিতে আর কোন রকম গাছ হইতে পারে না। যদি কোন বীজ পড়িয়া অঙ্কুরিত হয়, সেই গাছের ছায়াতে তাহা আর বাড়িয়া উঠিতে পারে না। সেই প্রকাণ্ড নিমগাছের তলে যে কোন মেওয়া ফলের গাছ রোপণ করা যায়, তাহা আর বাড়িতে পারে না। মানুষ যত যত্ন করুক, যত দিন পর্য্যন্ত সেই নিম্ব তরু সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত না হইতেছে, নিম্ব তরুর তেজে যে মৃত্তিকা নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, যতদিন পর্য্যন্ত আবার তাহা সতেজ হইয়া না উঠিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের সাধ্য কি সেখানে মেওয়া ফলের গাছ জন্মায়। মানুষ যত যত্ন করুক, যত পরিশ্রম করুক, সব বৃথা হইবে। সেইরূপ সামান্য একটি কুসংস্কার বীজ মানুষের কোমল হৃদয় ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে, তাহা কুলোকের সহবাসে, কুপ্রসঙ্গে, কুপুস্তক পাঠে, কুচিন্তাতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে। ক্রমশঃ মনের তেজ, মনের স্বাস্থ্য একবারে নষ্ট হইয়া যায়। হৃদয় কোন রূপ সদ্ভাবের বীজ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, ধারণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা অঙ্কুরিত হয় না, অঙ্কুরিত হইলেও বর্দ্ধিত হয় না, বর্দ্ধিত হইলেও তেমন বিকসিত হয় না। সেই কারণে কোন রকম কুসংস্কার বীজ যাহাতে সন্তানের কোমল মনে একবারে উপ্ত হইতে না পারে, সে বিষয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। "ঐ ভূত আস্চে, ঐ জুজু আস্চে" এ পাপ কথা মুখে আনা উচিত নয়। বালকবীর অভিমন্যু মাতার গর্ভে থাকিয়া নাকি যুদ্ধ বিদ্যা প্রভৃতি অনেক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, আজ্ সন্তান সন্ততিরা মায়ের কোলে থাকিয়া কুসংস্কার ও ভীরুতা শিক্ষা করিতেছে, এ লজ্জা রাখিবার স্থান আর কোথায়? তখনকার মাতা ঠাকুরাণীরা সন্তানকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাইবার সময় বলিতেন, যাও বাছা, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দিগ্‌বিজয়ী হও। আর এখনকার মাতা ঠাকুরাণীরা, ছেলে যদি একবার বাড়ীর বাহির হইয়াছে, অমনি তাড়াতাড়ি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিবেন, "যেওনা, যেওনা, ভূতের বাতাস লাগ্‌বে"! তখনকার মাতা ঠাকুরাণীরা বলিতেন, বাছা!

"যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাতে বজ্রশিখা ধরে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

আর এখনকার মাতা ঠাকুরাণীরা বলিতেছেন,

"ওরে বাছা বেরযোকেতু
মা বাপের পুণ্যি হেতু
জনম লভিলি যদি
উদরে আমার।
আশীর্ব্বাদ করি বাপ,
হও তুমি ঢোঁড়া সাপ,
ধনে পুত্রে লক্ষীলাভ
হউক তোমার।
তোর জন্যে বার বেরত
করি আমি অবিরত;
আঁচল ছাড়া হইও নারে
অঞ্চলের ধন।
(ও তোর) ষষ্ঠী পুজোর পরের দিনে,
রাঙ্গা বৌ দেবো এনে,
ছেলে ছুলে তার সনে
খেলো যাদুধন।"

এই সময়ে মেয়ে মহলে ভারি একটা হাসির ধুম পড়িয়া গেল। কিছু ক্ষণ পরে একটি বৃদ্ধা বলিলেন, "ভালা মেয়ে ভালা, এত কথা জানে।" পাশের একটি মেয়ে বলিলেন, "আর দীতে, জানবে কেন্? 'কালীর আকর' যার পেটে আছে, সে না জানে কি? ঐ কথায় বলে, "বিদ্যেহীন পশু।" তা আমরা তাই। আর একটী স্ত্রীলোক বলিলেন, "ইনি যা যা ব'ল্লে, তার কোন্ কথা মিথ্যে গো দীতে, সব সত্যি।" গোলমাল থামিয়া গেলে পর, শান্তি বলিলেন, "আমাদের মেয়েদের এখন এইরূপ অবস্থা। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। এখন আছে কেবল সেই রামায়ণ আর মহাভারত। সেই সকল জননীদের বড় বড় নাম শুনি, পড়ি, আর লাজে মরে যাই। তখন মনে হয়, আমরা কি? আমরা কি মানুষ? আমরা যদি মানুষ তবে যারা পশু, তারা কি?? "ভাল কত্তে পার্ব্বো না, মন্দ ক'র্ব্বো, কি দিবি তুই বল্"। ছেলেদের ভাল কিছু শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্, যা কিছু সদ্গুণ, তা সব শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্, যেগুলি অসদ্গুণ, যে গুলি কুসংস্কার, যে গুলি কুশিক্ষা, যাতে ছেলে অধঃপাতে যাবে, যা'তে বংশের নাম ডুবে যাবে, মুখে চুণকালী প'ড়বে, যা'তে সমাজের অকল্যাণ হবে, দেশের সর্ব্বনাশ হবে, সে সব শিক্ষা দিতে আমাদের দেশের মেয়েরা বড় মজবুদ্। এমন সোণার চাঁদ মেয়ে আর কোনও দেশে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

সরোজিনী বলিলেন, শান্তি, বাস্তবিক আমাদের দেশের মেয়েরা সোণার চাঁদ মেয়ে, অযত্নে "ম'রচে" ধরেছে বৈত নয়। তাঁদের দোষ কি? ঐ সব সোণার চাঁদ মেয়েদের যদি মেজে ঘ'সে পরিষ্কার করা যায়, এঁদের জ্যোতি দেখে কত জাতি লজ্জা পাবে। এ সোণার দেশে, অনেক সোণার চাঁদ মেয়ে এমন সুমার্জ্জিত হ'য়ে ছিলেন, যে, এখন যাঁহারা পশ্চিম দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে ব'লে

থাকেন, “ঐ দেখ।” তাঁহারাও বলিবেন, “না, না, এসব জোনাকী, তাঁরা সব সোণার চাঁদ।” কোন্ দেশ গর্ব্ব ক'রে ব'লতে পারে, “এই দেখ আমাদের সাবিত্রী, এই দেখ আমাদের সীতা, এই দেখ আমাদের দময়ন্তী, এই দেখ আমাদের চিন্তা? কোন্ জাতি দম্ভ করে বল্‌তে পারে এই দেখ আমাদের আত্রেয়ী, এই দেখ আমাদের খনা, এই দেখ আমাদের মৈত্রেয়ী, এই দেখ আমাদের গার্গী, এই দেখ আমাদের লীলাবতী, এই দেখ আমাদের সুনীতি? শান্তি, আমাদের ছিল না কি? জানি না, কবে আবার তাঁরা ফিরে আস্‌বেন, দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে! *

(ক্রমশঃ)

স্বর সাধন প্রণালী।

(৩৫৪ সংখ্যা ৯৫ পৃষ্ঠা পর)

খাম্বাজ। একতালা।

শ্রীবৎসচিন্তা।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।

+৮	৮	।	১৮	৮	৮	৮ব
নি	নি	সা'	সা'	ঋ'	সা'	নি
যা-	ও	হে	ত-	ব	জ-	ন-

১৮ব	৮	৮	৮	|	+৮	৮	৮
নি	ধ	ধ	ম	|	প	প	সা'
ক	ভ-	ব-	নে।	|	কে-	ন	আ-

৮ব	১৮	৮	৮	৮	১।	৮	৮	|
নি	ধ	প	ম	গ	ম	ঋ	সা	|
র	প্রি	য়ে	আ-	মা-	র	ম-	নে।	|

+৮	৮	৮	৮	১৮	৮	৮	৮
সা	সা	ম	ম	গ	মা	প	ধ
প-	ই	বে	যা-	ত	না,	হ-	রি

১৮	৮	৮	৮	|	+৮	৮	৮
নি	সা'	সা.	সা'	|	নি	নি	নি
ণ	ন-	য়-	না,	|	খা-	প-	দ

৮	১৮	৮	৮	৮ব	১।ব	৮
ঋ	ঋ'	সা'	সা'	নি	নি	ধপ
সং	কু-	ল	নি-	বি-	ড়	ব-

৮	‖	+৮	৮	৮	৮	১৮
ধ	‖	ম	ধ	ধ	ধ	ধ
নে।	‖	রা-	জা-	র	র-	ম-

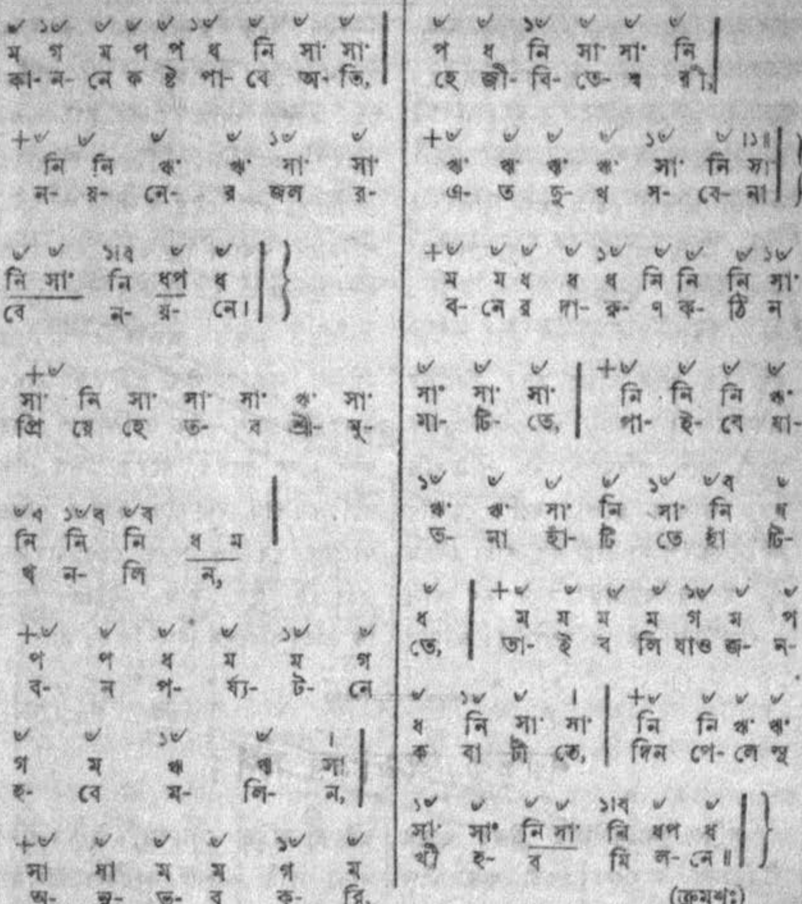
৮	৮	৮	১৮	৮	৮	৮	|
নি	নি	সা	সা	নি	সা	সা	|
ণী,	রা-	জা	র	সন্-	ত-	তি,	|

+৮	৮	৮	৮	১৮	৮	৮
নি	নি	ঋ'	সা'	সা'	সা'	নি
রা-	জ	ভো-	গে	স-	দা,	ছি-

৮	১৮ব	৮	৮	৮	|	+৮	৮	৮
সা'	নি	ধ	প	প	|	ম	ম	ম
লে	গু-	ণ	ব	তী,	|	নি-	বি	ড়

* বলা বাহুল্য, যদিও লীলাবতী, খনা, গার্গী, আত্রেয়ী, সুনীতি প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যরমণীগণ বহুকাল হইল এ দেশ ছাড়িয়াছেন, তথাপি এ দুর্দ্দিনে ভারতের ঘরে ঘরে সাবিত্রীর অভাব নাই। যে দিন সাবিত্রী এদেশ ছাড়িবেন, সে দিন এ দেশ রসাতল যাইবে, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

লেখক।



(ক্রমশঃ)

নখ।

বয়ঃক্রমানুসারে নখের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। সদ্যঃপ্রসূত শিশুর নখমধ্যস্থ শোণিত কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং নখও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়; পরে ক্রমে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার গুণে ঐ শোণিত লোহিতবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইলে নখও ঈষৎ রক্তবর্ণ ধারণ করে। বয়োবৃদ্ধির সহিত নখগুলি স্থূল ও দৃঢ় হইতে থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় নখের উপর শ্বেতবর্ণের সূত্রাকারবৎ চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কেশের ন্যায় নখের জন্মভূমি মাংস, সুতরাং নখের জীবনী-শক্তি কেশের জীবনী-

শক্তির অনুরূপ। নখের অবস্থা দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রমাণিত হয়। ক্ষয়কাশ রোগে নখের আকার ও বর্ণ পরিবর্তিত হয়। নখের বর্ণ ও আকার পরীক্ষা করিয়া কোন কোন চিকিৎসক রোগ নির্ণয় কার্য্যে বিশেষ সাহায্যতা লাভ করিয়া থাকেন স্বীকার করিয়াছেন। যাহার স্বাস্থ্য যত ভাল, তাহার নখ তত শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। সচরাচর এক সপ্তাহের মধ্যে ৩৯ ইঞ্চির এক সহস্র অংশ পরিমাণে নখ শীঘ্র বৃদ্ধি হয়। ডাক্তার ছক্কোর বলেন যে যদি আশৈশব নখ না কাটা হয়, তাহা হইলে ৬০ বৎসর বয়সের সময় নখ গুলি ৪ হাত লম্বা হইবার সম্ভাবনা। আনাম দেশের এক সম্প্রদায়ের লোকেরা দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ আজন্ম রক্ষা করিয়া থাকে। দশ ইঞ্চি লম্বা হইলে তাহা নীচের দিকে বাঁকাইয়া দেওয়া হয় এবং এইরূপে প্রতি দশ ইঞ্চি পরিমাণের নখাংশ বক্রাকারে তিন চারি স্তরে রক্ষিত হয়। বহুকাল জর রোগে প্রপীড়িত অথবা অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নখ নিষ্প্রভ হয়, এবং নখের উপর কিয়দংশ উচ্চ ও কিয়দংশ নিম্ন ভাব ধারণ করে। নখের উপর শ্বেত বর্ণের যে দাগ দেখা যায়, তাহার সহিত স্বাস্থ্যের কোনও সম্বন্ধ দেখা যায় না, এবং ঐ রূপ দাগ হইবার কারণ কি তাহা সবিশেষ বোধগম্য হয় না।

নরভুক্ অজাগর সর্প।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভাগে ট্রিনিডাড্ নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। কয়েক মাস গত হইল এই দ্বীপের অন্তঃপাতী পোর্ট অব স্পেন্ নামক নগরের নিকটবর্ত্তী কোনও পর্ব্বত পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এনাকণ্ডা (Anacanda) জাতীয় একটী বৃহদাকার অজাগর সর্প দৃষ্ট হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৭ ফিট অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ৩১ হাত, এবং ইহার শরীরের স্থূলতম অংশের ব্যাস আড়াই ফুট অর্থাৎ প্রায় দেড় হাত। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে দরিদ্র লোকেরা উক্ত বনের মধ্যে কাঠ আহরণ করিবার নিমিত্ত প্রায়ই যাতায়াত করিত এবং জঙ্গলের পার্শ্বস্থ সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে রাখাল বালকগণ গো মেষাদি চরাইতে আসিত। উক্ত অজাগর সর্প মধ্যে মধ্যে মেষপালের মধ্যে দ্রুত বেগে উপস্থিত হইয়া একটী বা দুইটী মেষ মুখে করিয়া লইয়া জঙ্গল মধ্যে পলায়ন করিত। ক্রমে ইহার মাংস-লোলুপতা এতই বৃদ্ধি হইল যে মেষ ছাড়িয়া মেষপালক বালক গণকে আক্রমণ

করিতে লাগিল। একটী দুইটী করিয়া মেষপালক বালক বা বালিকা এই সর্প কর্ত্তৃক প্রায়ই নিহত হইতে লাগিল। পরিণতবয়স্ক বলবান্ মানুষকে ইহা ভক্ষণ করিতে সাহস করিত না বটে, কিন্তু পুচ্ছাঘাতে হনন করিত। গ্রামবাসী দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে বনে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। পরিশেষে একদিন গ্রামবাসিগণ একত্রিত হইয়া ট্রিনিডাডের শাসনকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইল এবং এই ভয়ানক সর্পের অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সবিনয়ে প্রার্থনা করিল। শাসনকর্ত্তা অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগের বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্তই সত্য জানিয়া সর্প নিধনে একদল আগ্নেয়াস্ত্রধারী সাহসী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইহারা বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিয়া পর্ব্বতের উপরিভাগস্থ জঙ্গল কাটাইয়া অগ্রে উক্ত সর্পের বাসস্থান আবিষ্কার করিল। দেখাগেল যে একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতগুহা উহার বাসস্থান। ইহার একদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করাইয়া ধূম উৎপাদন করা হইল। ধূমের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সর্পরাজ গুহার উপর দিক্ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অমনই সৈন্যগণ অনতিদূর হইতে তাহার শরীরের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রথমতঃ দুই চারিটী গুলির আঘাত লাগিবা মাত্র উহা কুড়ি ফুট উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া মুখ উত্তোলন পূর্ব্বক আক্রমণকারীদিগের প্রতি ধাবমান হইল। কিন্তু গুলির উপর গুলি উহার শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করাতে উহা আর দৌড়িতে সক্ষম হইল না; অচিরাৎ ভূপতিত হইয়া রোষে ও ক্ষোভে সজোরে মৃত্তিকার উপর পুচ্ছ আঘাত করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ইহার উদর বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে একটী হরিণশিশু এবং একটী মানব শিশুর কিয়দংশ অপরিপাক অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল।

মহাযজ্ঞ।

ইতিহাসে কত মহাযজ্ঞের কত কথা ঘোষিত হইতেছে। নরমেধ দ্বারা দেবপূজা তাহাও শুনিয়াছি। স্বর্গের জন্য, দেব সন্তোষের জন্য নরবলি, ইহাও শুনিয়াছি। শুনিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। প্রাণ খুলিয়া মুক্তকণ্ঠে বলি, এমন স্বর্গ চাহি না, এমন দেবসন্তোষ সাধন করিয়া স্বর্গের ঐশ্বর্য্য ও ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব চাহি না। কিন্তু পাঠিকে? কঠোরে কোমলতা আছে; বজ্রে কুসুম সুষমা আছে; গরলে অমৃত আছে। আর উত্তাল তরঙ্গময় সাগরে আতঙ্ক ও প্রমোদ উভয়ই আছে। আজ আইস ভগিনি!

একটী মহাযজ্ঞের মহান্ ভাব দর্শন করিতে যাই। মরজগতে অমরভাব দেখিবে, সুর সুন্দরীর সুরলীলায় মোহিত হইবে; যদি হৃদয় থাকে, জীবন থাকে, সেই সুন্দরীর ভস্মাবশেষ দেহে মাখিয়া কৃতার্থ হইবে; জরামরণশীল জগৎকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারিবে।

রাজপুতনার ভীনার পল্লীর এক ব্রাহ্মণ ভবন রুদ্ধদ্বার, তন্মধ্যে ভীষণ অগ্নি-কুণ্ড জলিতেছে। অগ্নিশিখা লক্ লক্ জিহ্বায় আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিতেই যেন উঠিতেছে। কুণ্ডের নিকটে যজ্ঞ সামগ্রী স্তরে স্তরে সজ্জিত, ব্রাহ্মণ যজ্ঞীয়বেশে উপবিষ্ট; পার্শ্বে সুশানিত তরবারি। ব্রাহ্মণ উদাত্ত গম্ভীরস্বরে মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, পাঠ করিতে করিতে প্রশান্ত নয়ন রক্ত-বর্ণ হইয়া উঠিল, কেশরাজি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। যজ্ঞশেষে বজ্রনির্ঘোষে যেন জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া, বায়ুকে প্রচালিত করিয়া, হোমাহুতি প্রদানে উদ্যত হইয়া পার্শ্বদেশে চাহিয়া কহিলেন, "বৎসে! প্রস্তুত হও। তুমি আমার—আমার বংশের—সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের ও সতীত্বের মুখ উজ্জ্বল করিবার পাত্রী। আমি জানি, তুমি তজ্জন্য প্রস্তুত। আজ তোমার স্নেহময় পিতার, ধর্ম্মের, সতী-দেবতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। প্রফুল্ল বদনে হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হও। এস তোমাকে একবার আলিঙ্গন করিয়া তোমার হৃদয়ে বল প্রদান করি। মা! তোমার জীবন রক্ষা করিতে পারিলাম না, তাহাতে আমার আর দুঃখ নাই, কেননা তুমি জানিতে পারি-য়াছ, ভীষণ কাল সর্প তোমাকে, আমাকে, পবিত্র বংশকে, ধর্ম্মকে দংশন করিতে ফণা বিস্তার করি-য়াছে। তুমি বুঝিয়াছ, যে স্বয়ং এ যজ্ঞের আহুতি স্বরূপ না হইলে তোমার ও আমার পরিত্রাণ নাই। ছার জীবন অপেক্ষা সতীত্ব মহামূল্য; তাহা তুমি জান। যাও, স্বর্গে যাও, ঐ দেখ কুলদেবতা, বংশের দেহ-মুক্তা জননীরা ও দেববালাগণ সহাস্য বদনে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া লইবার জন্য দণ্ডায়মান। বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের বদনমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিষাদ নাই, বিরাগ নাই, আছে কেবল আনন্দ। ব্রাহ্মণ যেন আনন্দে ফুলিয়া উঠিতে লাগিলেন। আর ঘন ঘন পার্শ্বদেশে কুণ্ডের দিকে ও ঊর্দ্ধদেশে সূর্য্যমণ্ডলের প্রতি তাকাইতে লাগিলেন।

পার্শ্বে অপরিস্ফুটযৌবনা জ্যোতি-র্ম্ময়ী আলুলায়িতকুন্তলা রক্তাম্বর পরি-ধানা, বালিকা মূর্ত্তি! আ মরি মরি! কি মাধুরী। চন্দ্র কিরণ যেন আকৃতি ধরিয়া স্থিরভাবে সহাস্যমুখে দণ্ডায়-মান। বালিকা হাস্যছটায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া কোমলস্বরে কহিল, পিতঃ! আজ জীবন সার্থক। সতীত্ব, ধর্ম্ম ও বংশ ও তোমার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিব, ইহা অপেক্ষা আমার আর সুখ কি, সৌভাগ্য কি! প্রার্থ-